2000

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ❑ ২০ তম সংখ্যা

৩০ এপ্রিল, ২০০০ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সঙ্গে হল্যান্ড জামাতের আমীর জনাব হিবাতুন নূর এবং বাংলাদেশী ভ্রাতা জনাব কাওসার আহমদ সহ জামাতের গবেষণা দলের সদস্যবৃন্দ

বেলজিয়াম জামাতের একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন হল্যান্ড জামাতের আমীর জনাব হিবাতুন নূর সাহেব এবং এতে বক্তব্য রাখছেন বাংলা ডেস্কের আহবায়ক জনাব আহসান হাবিব

মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ-এর ৪র্থ বার্ষিক কর্মশালায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী এবং সদর আনসারুল্লাহ মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব সদর আফজাল আহমদ খাদেম ও মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এই ধারণা যে, এই ধর্মে পরমত সহিষ্ণুতা নেই (এমন কি তারা মনে করে যে এই ধর্ম সন্ত্রাসকেও উৎসাহ দেয়)। শুধু অন্য ধর্মাবলম্বী কেন ইসলাম ধর্মাবম্বলীদের নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্যের কারণে যে সংঘাত চলছে তা দেখে বিশ্ববাসী মনে করছে যে, নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য সহ্য করতেও এরা নারাজ এবং এজন্য বল প্রয়োগ এবং রক্তপাত করতেও প্রস্তুত।

শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইসলামের সাথে উপরে বর্ণিত ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। এর অর্থ এই যে, কেউ যদি ইসলাম ধর্মকে মেনে না নেয় তাহলেও তার উপর কোন বল প্রয়োগ চলবে না। ইসলাম যুক্তির ধর্ম। কুরআন ঘোষণা করেছে যে, যে দলিল দ্বারা পরাভূত সেই সত্যিকারে পরাজিত। বল প্রয়োগের কথা এখানে নেই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময় তাঁর কাছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একটি দল আসে এবং তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রার্থনা করতে চাইলে তিনি (সাঃ) তাদেরকে মসজিদের ভিতরেই এই প্রার্থনা করার অনুমতি দেন।

যারা ধর্মের নামে হিংসা-হানাহানির শিক্ষা প্রদান করে চলেছেন তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের একদিকে খোদাপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, অপর দিকে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা মানবতার প্রতি ভালবাসায় আপ্লুত করা। ইসলাম একদিকে যেমন ইবাদত-বন্দেগী শিখায় ঠিক তেমনি শেখায় মানব সেবা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্‌তাআলা একটি সুন্দর মুসলমান সমাজ গঠনের পন্থা বর্ণনা করেছেন ঃ যেমন- ❑ মু'মেনরা পরস্পর ভাই ভাই ❑ তারা পরস্পরের মাঝে সংশোধন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে ❑ কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না ❑ কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে না ❑ একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে না প্রভৃতি।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষের পথ পরিহার করে আল্লাহ্ ও রসূলের পরমত সহিষ্ণুতার শিক্ষানুযায়ী সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনের তৌফিক দান করুন! আমীন ॥

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ২০তম সংখ্যা

১৭ বৈশাখ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ২৪ মহররম ১৪২১ হিঃ কাঃ
৩০ শাহাদত ১৩৭৯ হিঃ শাঃ ৩০ এপ্রিল ২০০০ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলিম

মানুষ আশরাফুল মখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। তন্মধ্যে মুসলমান 'খায়রে উম্মত' তথা শ্রেষ্ঠ জাতি বলে অভিহিত। ইসলামের আবির্ভাব লগ্ন থেকে প্রায় তিন শতাব্দী কাল যাবৎ মুসলমানগণ আমল, আখলাক এবং আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। কৃষ্টি ও সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তাদের সৃজনশীলতা সারা দুনিয়াতে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ইসলামের শত্রুগণ ও মুসলমানদের এই অবদানকে অস্বীকার করতে পারে না। মুসলমানদের এ দিগ্বিজয়ী উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত ছিল আল্ কুরআনের মত পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণের মধ্যে। ঐশী ইচ্ছা মোতাবেক হুযূর (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খেলাফতে রাশেদা, এই খেলাফত ইসলাম ও নবী (সঃ)-এর পবিত্র জ্যোতিকে আরও কয়েক দশক সঠিকভাবে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল; কিন্তু মুসলমানদের ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্ব, মুনাফিকদের হীন চক্রান্ত এবং ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলে মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে খেলাফতের নেয়ামত থেকে মুসলমানগণ হ'ল বঞ্চিত। যদিও নবুওয়তের কল্যাণে তারা আরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত শির উচুঁ করে দুনিয়াতে টিকে থাকল। কিন্তু খেলাফতের নেয়ামত হারানোর ফলে ইসলামের দেহে পচন ধরলো। দ্বীন ইসলাম ও শরীয়ত আল্ কুরআন থাকা সত্বেও মুসলমানরা পচন থেকে রক্ষা পেল না। তারা একে একে ধর্মহারা, রাজ্যহারা, ঐক্যহারা তথা সর্ব হারা হয়ে দুনিয়ায় সকলের অবহেলার স্তরে নেমে গেল। আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীর সর্বত্র অবহেলিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত, নিজেরা নিজেদের দেশে মারামারি করে দুনিয়াতে হাস্যাস্পদ হচ্ছে। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কূট কৌশলের আবর্তে তাদের জীবন দুর্বিসহ। এর চরম আকার ধারণ করেছিল, হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে। এই মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে কবি ইকবাল তাঁর বাঙ্গেঁদারা কবিতায় লিখেন "ওয়াযামে তুম হো নাসরা তমদ্দুন মে হুনুদ, ইঁয়ে মুসলমা হ্যায় জিন্‌সে দেখকে শরমায়ে ইয়াহুদ' 'অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তোমরা খৃষ্টান, কৃষ্টিতে তোমরা হিন্দু এ হল মুসলমান। যাদেরকে দেখে ইহুদী ও লজ্জা পায়।

সত্যি বলতে কি আজও মুসলমানদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ হয়নি। আজও মুসলমান মার খাচ্ছে লেবাননে, মার খাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। বিশ্বের আরও অন্যান্য স্থানে। আল্লাহ্তাআলা মুসলমানদেরকে 'খায়রে উম্মত বলেছেন। অতএব খায়রে উম্মত নষ্ট হলে হলে তার সংশোধনের ব্যবস্থাও তিনি নিশ্চয়ই করেছেন। কেননা, পরম করুনার আঁধার তিনি। না চাইতেই যিনি অনেক কিছু দিয়ে থাকেন, তিনি সময়মত তাঁর 'খায়রে উম্মতকে বাঁচাবার জন্যে নিশ্চয়ই উদগ্রীব। তাই তিনি নবী সম্রাট (সঃ)-এর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন-এ উম্মত কি করে ধ্বংস হতে পারে। যার প্রথমে রয়েছি আমি এবং শেষে মসীহ্ তিনি আরও আশার বাণী শুনিয়েছিলেন যে, সারা দুনিয়ার মুসলমান তথা সমগ্র মানব সন্তানকে একই প্লাটফরমে দাঁড় করাবার নিমিত্তে পুনরায় "খেলাফত আলা মিন হাযিন নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠা করবেন।' মহান আল্লাহ্তাআলা' এই খেলাফতই হলো খেলাফতে আহ্মদীয়া একথা ও বলা হয়েছিল যে, মুহাম্মদীয়াত তখন আহ্মদীয়াতে রূপান্তরিত হবে (মাবদা ওয়া মায়াদ-হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহঃ)। যতশীঘ্র মুসলমানগণ সেই হারানো খেলাফতের সাথে নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করবে তত তাড়াতাড়ি তারা দুনিয়াতে তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে এবং তাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার অমানিশা দুরীভূত হবে এবং পুনরায় তারা শান্তি ও নির্মল প্রভাতের সূর্য কিরণ অবলোকন করবে। আল্লাহ্তাআলা করুন শীঘ্র শীঘ্র তাই যেন হয়।

– নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আন'আম	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ যুলুম নিষিদ্ধ	ঃ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ নিশানে আসমানী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪ ও ১৯
❑ জুমুআর খুতবা ঃ পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
❑ একটি সাক্ষাৎকার	ঃ এন, এ, শামীম, বেলজিয়াম	৯-১২
❑ ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (মরহুম)	ঃ অনুবাদ – জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৩-১৪
❑ স্মৃতির পাতার অনেক কথা	ঃ মোহাম্মদ এহ্সানুল হাবিব (জয়)	১৫-১৬
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৭-১৮
❑ স্মৃতির পাতা থেকে	ঃ সংকলন - প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম	১৮-১৯
❑ রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন মূল ঃ জনাব মোহাম্মদ ইসমাঈল মুনীর	ঃ অনুবাদ – জনাব নাজির আহমদ ভুইয়া	২০-২২
❑ এম. টি. এ. ডাইজেষ্ট	ঃ সংকলন ঃ- জনাব আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	২৩
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৪-২৫
❑ ১৮তম সালানা জলসা ঃ আহমদনগর, জামাত	ঃ	২৫-২৬
❑ সংবাদ	ঃ	২৭

প্রচ্ছদ ঃ ১৮তম সালানা জলসা ২০০০ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর

শুভ বিবাহ

❑ কানাডা প্রবাসী জনাব মসীহুস্ সালাম পিতা- এন, এন, এম, সালেক, জায়গীর হাট রংপুর-এর সহিত শাহনাজ পারভীন (শাপলা), পিতা- মোহাম্মদ শাহজাহান, মুন্সী পাড়া, রংপুর-এর শুভ বিবাহ ২০০,০০১/= (দুইলক্ষ এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে গত ১০ মার্চ, ২০০০ইং শুক্রবার দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী। এই বিবাহ যাতে বা-বরকত হয় তার জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

– আহমদী বার্তা

❑ গত ২৩/০১/২০০০ইং তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদস্য জনাব মাহফুজুর রহমান খাদেম সাহেবের প্রথম কন্যা মুনমুন সুলতানা (শান্তা)-এর শুভ বিবাহ মরহুম মঞ্জুরুল হক চৌধুরীর পুত্র জনাব চৌধুরী জাবেদ ইবনে মঞ্জুর (মুবিন) গ্রাম- দেবগ্রাম, থানা- আখাউড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে ৩০০,০০০/= (তিনলক্ষ) টাকা দেন মোহরে কন্যার পিত্রালয় খড়মপুরে সুসম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। বিবাহ পড়ান জনাব মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট এই নব-দম্পতির সার্বিক মঙ্গলের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

- হাবিবুর রহমান (চাম্পু)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদী'র ১৫ এপ্রিল ২০০০ সংখ্যায় মোসাম্মাৎ জুলিয়ানা বেগম (স্বপ্না), পিতা- মরহুম সৈয়দ সালেহ্ আহমদ, দক্ষিণ মৌড়াইল, বি. বাড়ীয়া এর সহিত জনাব নাসের আহমদ ভুঁইয়া, পিতা- জনাব মনির আহমদ ভুঁইয়া-এর বিবাহের দেন মোহর অনবদানবশতঃ ৩০,০০১/= ছাপা হয়েছিল। প্রকৃত দেন মোহর ৩০০,০০১/= (তিনলক্ষ এক) টাকা।

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুমিল্লার প্রবীণ আহমদী জনাব মাহ্মুদ আহমদ সাহেব গত ১৮/৪/২০০০ইং তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২ ঘটিকার সময় কুমিল্লা চকবাজারস্থ ফয়সল ক্লিনিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর। তিনি মজলিসে আনসারুল্লাহ্, কুমিল্লার মুন্তাজেম মাল ও মুন্তাজেম তাজনীদ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি গত ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল শুক্র ও শনিবার ঢাকায় মজলিসে আনসারুল্লাহ্র কর্মশালায় যোগদান করে এসেছেন। তিনি জামাতের প্রত্যেকটি কাজ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে ও নাতি-নাতী ও বহু শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সকলের নিকট দোয়া আবেদন রাখছি। ওয়াস্সালাম।

– মোঃ ইদ্রিস
প্রেসিডেন্ট, কুমিল্লা

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আন'আম-৬

১২২। এবং তোমরা তা থেকে কখনও আহার করবে না, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি,৯০৫ কারণ এটা অবশ্যই দুষ্কর্ম; এবং নিশ্চয় শয়তানরা তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অন্তরে প্ররোচনা যোগায় যেন তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। এবং যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। *১৪ রুকূ*

১২৩। যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করলাম এবং তার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করলাম যার সাহায্যে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে যার অবস্থা এমন যে, সে অন্ধকাররাশির মধ্যে পড়ে আছে যা থেকে সে বের হতে পারে না?৯০৬ এভাবেই কাফিরদের জন্য, তারা যে কাজ-কর্ম করে তা সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে।

১২৪। এবং প্রত্যেক শহরের অপরাধীদের নেতৃবৃন্দকে আমরা এমন করে দিয়েছি যেন তারা সেখানে (নবীদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করে, আসলে তারা কেবল নিজেদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

১২৫। এবং যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, আমরা কিছুতেই ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদেরকে তার অনুরূপ দেওয়া হবে যা আল্লাহ্‌র রসূলগণকে দেওয়া হয়েছে।' আল্লাহ সর্বাধিক জানেন যে, তাঁর রিসালত৯০৬-ক কোথায় অর্পণ করবেন। যারা অপরাধ করছে তাদের উপর অচিরেই নিপতিত হবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে লাঞ্ছনা এবং কঠোর শাস্তি এই জন্য যে, তারা ষড়যন্ত্র করতো।

১২৬। অতএব, আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দিতে চান ইসলামের জন্য তার বক্ষকে তিনি সম্প্রসারিত করে দেন এবং যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে তিনি এরূপ সংকীর্ণ (এবং) সংকুচিত করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে।৯০৭ এভাবেই আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দান করেন যারা ঈমান আনে না।

১২৭। এবং ইহাই তোমার প্রভুর পথ-সরল-সুদৃঢ়; আমরা উপদেশগ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

১২৮। তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে শান্তির আবাস এবং তিনি তাদের অভিভাবক সেইসব কর্মের জন্য যা তারা করতো।

১২৯। এবং (স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাদের সকলকে সমবেত করবেন; (এবং বলবেন) 'হে জিন্নদের দল! ৯০৮ তোমরা ইন্‌সানের অধিকাংশকে নিজেদের (সঙ্গী) করে নিয়েছিলে'। ৯০৯ এবং ইন্‌সানের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের কতক অন্য কতক দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং আমরা আমাদের সীমায় পৌঁছেছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছিল।' তিনি বলবেন, 'আগুনই তোমাদের বাসস্থল, যাতে তোমরা দীর্ঘকাল থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ (অন্যরূপ) ইচ্ছা করেন।' তোমার প্রভু-প্রতিপালক, নিশ্চয় পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।৯১০

৯০৫। এই আয়াত ব্যাখ্যা করেছে, কেন মৃত প্রাণী যার উপর আল্লাহ্‌তাআলার নাম বিনয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় নি অর্থাৎ সঠিক নিয়মে যবাই করা হয় নি, তা ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যথাবিধি আল্লাহ্‌তাআলার নাম উচ্চারণ মানুষের অন্তরে পবিত্রকরণ ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, ফলে প্রাণী যবাই করার কারণে মনের মধ্যে যে কাঠিন্য সৃষ্টি হয় তা দূর হয়।

৯০৬। পূর্বেকার আয়াতসমূহে ইশারা করা হয়েছিল যে, মানব রচিত বিধান সর্বদাই ত্রুটিপূর্ণ। বর্তমান আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রবর্তিত শিক্ষা ঐশী-শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। কেবলমাত্র মানবীয় বিদ্যা-বুদ্ধির সহায়তায় যারা নিয়ম-কানুন বা বিধান প্রণয়ন করে থাকে, তারা সেই ব্যক্তির মত যে অন্ধকারে পথ হাতড়ায় যেখান থেকে সে কখনও বাইরে আসতে পারে না।

৯০৬ক। আল্লাহ্‌তাআলা সবচেয়ে ভাল জানেন কে তাঁর নবী হবার উপযুক্ত এবং কে নয়।

৯০৭। যে ব্যক্তি পবিত্র আদেশসমূহকে বোঝাস্বরূপ মনে করে এবং তা পালন করাকে শারীরিক ক্লেশ এবং মানসিক বিরক্তি ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ মনে করে তার বক্ষ; সংকীর্ণ হয়ে যায়, ঠিক সেই ব্যক্তির মত যে খাড়াভাবে উপরে উঠতে চেষ্টা করে।

৯০৮। "মা'শার" শব্দের অর্থ ঃ (১) তুমি তোমার পক্ষে জনসাধারণ থেকে অনেক লোকের সমর্থন লাভ করেছে এবং তোমার অনুগামী করেছে, (২) জনগণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছো, অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা পাছে তোমার সমর্থন বা অনুগমন থেকে বিরত থাকে সেই ভয়ে তুমি সত্য গ্রহণ করেনি। ঠিক যেমন দুর্বল গণ-মানুষ শক্তিশালী লোকদের ভয়ে সত্য গ্রহণ করে না একইরূপে ক্ষমতাবান লোকেরাও কোন কোন সময় তাদের অনুসারীদের ভয়ে ভীত হয় এবং এই ভয়ে সত্য গ্রহণ করে না পাছে তারা (অনুসারীরা) তাদেরকে পরিত্যাগ করে।

৯১০। আয়াতটি এই তথ্য সমর্থনে আরও একটি প্রমাণ রেখেছে যে, 'জিন' শব্দ দ্বারা এখানে কেবল মানব জাতির এক শ্রেণী বা দল বুঝায় অর্থাৎ প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাধর এবং মানুষের একদল যারা অন্য শ্রেণীকে শোষণ করে। মানুষ ছাড়া ভিন্ন কোনও শ্রেণীর 'জিন্ন' মানবকূলকে শোষণ করেছে বলে জানা যায় না। তা ছাড়া ঐশী-সংবাদ-বাহক বা আল্লাহ্‌তাআলার নবীগণ তাদের মধ্যে কখনও আবির্ভূত হয়েছে বলেও জানা যায় না।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত

হাদীস শরীফ

যুলুম নিষিদ্ধ

❑ আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল ; আল্লাহ্ তার জন্য দোযখের আগুন অনিবার্য করে দেবেন এবং বেহেশ্‌ত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয় ? তিনি বললেন ঃ তা পিলু গাছের একটা শাখাই হোক না কেন।

❑ আ'দী ইবনে উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। অতঃপর সে একটা সূঁচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশী আমাদের থেকে গোপন করল। এক্ষেত্রে সে খেয়ানতকারী গণ্য হবে। সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাযির হবে। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন। (রাবী বলেন), আমি যেন এ দৃশ্যটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ তোমার কী হয়েছে ? সে বলল, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমি এখনও তা-ই বলবো। আমরা কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করলাম। সে কম-বেশী সবকিছু নিয়ে আসবে। কাজেই তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে তা-ই সে নেবে। আর যা থেকে তাকে বারণ করা হবে তা থেকে বিরত থাকবে (মুসলিম)।

❑ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান কোন্ ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব ? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব, যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচে' নিঃস্ব-গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতকারীরূপে আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহ্ও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার পুণ্যকর্মগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবী পূরণ করার পূর্বেই যদি তার পুণ্য কর্মসমূহ শেষ হয়ে যায় তাহলে দাবীদারদের পাপগুলো তার স্কন্ধে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (মুসলিম)।

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

এখন আমরা নিম্নে সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী লিখছি যেগুলি লেখার অঙ্গীকার ছিল; কিন্তু অগ্রযুগ হিসাবে আমরা সমীচীন মনে করি যে, প্রথমে নেয়ামতুল্লাহ্ ওলীর ভবিষ্যদ্বাণী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসহ উল্লেখ করা হোক; অতঃপর মিঞা গোলাব শাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী যেরূপভাবে মিঞা করীম বখ্‌শ লিখেছে উল্লেখ করা হোক। (সকল শক্তি সামর্থ্য আল্লাহ্‌র কাছে)

প্রকাশ থাকে যে, নেয়ামতুল্লাহ্ ওলী দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এবং উপমহাদেশ ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আওলিয়ায়ে কামেলীনদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ওলী উল্লাহ্ তার দেওয়ান (কাব্যগ্রন্থ)-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী তার জমানা পাঁচশত ষাট ৫৬০ সন হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে, আর যে গ্রন্থটির মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে উহার প্রকাশ ও মুদ্রণ সনও ২৫ মুহাররমূল হারাম ১৮৬৮ খৃঃ (মুদ্রণকারীর ভুল হয়েছে। ১২৬৮ খৃঃ পড়া উচিত– শামস্) এই হিসাবে কবিতার ছন্দগুলি মুদ্রিত হওয়াতেও একচল্লিশ বৎসর অতীত হয়ে গেছে। এই পংক্তিগুলি "আরবায়ীন ফী আহ্ওয়ালেল মাহদিয়ীন" গ্রন্থের সঙ্গে শামিল করা হয়েছে যা পূর্বে উল্লিখিত তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে, যেরূপভাবে আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, এই পংক্তিগুলিকে আরবায়ীন গ্রন্থের সঙ্গে শামিল করার উদ্দেশ্য ইহাই যেন কোনরূপে সাইয়্যেদ আহমদ সাহেবকে অন্যান্য মাহদীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে একজন মাহদী বলে প্রতীয়মান করা যায়। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীসে যেখানে যেখানে মাহদীর নামে কোন একজন আগমনকারীর সম্পর্কে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে উহাকে বুঝার ব্যাপারে লোকেরা অনেক ধোঁকা খেয়েছে। এই ভুলবুঝাবুঝির কারণে সাধারণভাবে এটাই মনে করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মাহ্‌দী শব্দ দ্বারা **মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্** বুঝানো হয়েছে যার সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস পাওয়া যায়; কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অনেকজন মাহদীর সম্পর্কে খবর দিয়েছেন; সেই সব মাহদীর মধ্যে ঐ মাহদীও রয়েছেন যার নাম হাদীসে **সুলতানে মাশরেক** (পূর্ব দিকের সম্রাট) রাখা হয়েছে যার আগমন পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ হিন্দুস্থান ইত্যাদিতে হবে এবং আসল দেশ পারস্য দেশে হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। প্রকৃতপক্ষে তারই প্রসঙ্গে এই হাদীস ব্যক্ত হয়েছে যে, ঈমান যদি **সুরাইয়া নক্ষত্রেও** ঝুলে যায় বা উঠে যায় তথাপি সে পুরুষটি সেখান থেকে উহা নিয়ে আসবে, আর তার চিহ্ন ইহাও লেখা আছে যে, সে একজন বড় কৃষক হবে। মোট কথা, এ কথাটি প্রমাণিত ও নিশ্চিত যে, সিহাহ্ সিত্তায় (ছয়টি শুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে) কতিপয় মাহদীর উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন তিনিও যার আগমন পূর্বাঞ্চলীয়দেশসমূহে লেখা আছে; কিন্তু কিছু লোক রেওয়ায়াতের সংমিশ্রণের কারণে ধোঁকা খেয়েছে তবে গভীর মনোযোগ আকর্ষণকারী বিষয় এই যে, স্বয়ং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এক জন মাহ্‌দীর আগমনের সেই যুগই ধার্য করেছেন যে যুগ আমরা অতিক্রম করছি এবং তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ তাকেই আখ্যা দিয়েছেন;

অবশিষ্টাংশ ১৯-এর পাতায় দেখুন

জুমুআর খুতবা

পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র। "আহমদী বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য মোল্লারা খ্রীষ্টানদের সাহায্য চেয়েছে।

[সৈয়্যেদানা আমীরুল মোমেনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত খুতবা জুমুআ ৭ই এপ্রিল, ২০০০ মসজিদ ফযল লন্ডন।]

তাশাহুদ, তাআউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা সাফ্ফ-এর ৮ ও ৯ নং আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা এরশাদ করেন।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰے عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِے الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۞

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۞

সূরা সাফ্ফ-এর উক্ত আয়াতসমূহ বার বার পাঠ করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্কের সমাধানও দেয়া হয়েছে। আজ এ সবের বিস্তারিত বিবরণে যাব না। কেবল এতটুকু বলতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এক নাম বাইবেলে 'আহমদ' ও বর্ণিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোন থেকে তাঁকে (আঃ) ইসলামের দিকে আহবান করা হতো। আঁহযরত (সঃ)-এরও এক নাম 'আহমদ'। কিন্তু হুযূর (সঃ)কে ইসলামের প্রতি আহবান করা হতো না। সুতরাং এই পার্থক্যটা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে এটি "আহমদ" শব্দের বিশেষ প্রয়োগ। এক দিক থেকে আঁ হযরত (সঃ)-এর পক্ষে 'আহমদ' নামের ব্যবহার এবং এই নাম আঁহযরত (সঃ)-এর জন্যই প্রধানত ব্যবহার হয়েছে। এর দ্বিতীয় অর্থ পরবর্তিতে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে 'আহমদ' নামের মহামর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে। আগের যুগের বুযুর্গানে দীন, মুজাদ্দেদীন লিখে গিয়েছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর 'আহমদী' মর্যাদা প্রকাশ পাবে। তখন আঁ হযরত (সঃ)-এর 'মুহম্মদী' মর্যাদা অর্থাৎ জালালী মর্যাদা আরও উচ্চে সমুন্নত থাকবে। এসব কথা যেহেতু মাহাত্মপূর্ণ কথা তাই আজ আলেমগণ এসব থেকে অজ্ঞাত রয়েছেন। এখানে যেসব ক্ষেত্রে প্রশংসা হওয়া উচিত সেসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত বে-আদবী করা হয়েছে। অতএব আজকের খুতবায় উক্ত আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করতে চাই।

আজকের আলেম সমাজ আহমদীয়তের অগ্রগতি ও উন্নতি দেখে খুব যন্ত্রনাবোধ করছে। তাদের মধ্যে যেন আগুন লেগে গেছে। যেদিন থেকে এরা সামরিক সরকারের ঘাড়ে চড়ে বসেছে সেদিন থেকে অহংকারে একেবারে বিবেকহীন হয়ে পড়েছে। আহমদীয়তের উপর এমন সব আপত্তি আরোপ করছে যা কোনক্রমেই আরোপিত হতে পারে না, যেমন কথায় বলে "বাসী কড়িতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।" [বাসী দই বেশি বাসি হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে-অনুবাদক]

আজকাল এমন আন্দোলন আরম্ভ করেছে যা ইতিপূর্বেও করা হয়েছে এবং জামাতের পক্ষ থেকে এসব আপত্তির উত্তরও সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েছে। এখন যেহেতু পুনরায় এসব আপত্তি তোলা হয়েছে এবং পাকিস্তানের একটি পত্রিকায় এসব আপত্তি প্রকাশিত হয়েছে যা বড় ভয়ানক বলে মনে হয়, তা আপনাদের সামনে

তুলে ধরছি। এসব আপত্তি শুনলে আপনারা আশ্চার্যান্বিত হবেন যে, এ কোন্ আহমদীয়তের কথা বলা হচ্ছে। আমরা যে আহমদীয়াত লাভ করেছি তাতে তো এসব কিছু নেই। আসলে এদের কিছু অজুহাত দরকার ছিল খ্রীষ্টানদেরকে নিজেদের সহযোগী হিসেবে পাবার জন্য। সকলে জানেন যে, খ্রীষ্টানরা তাদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়েছে এবং তারা খ্রীষ্টানদের সহযোগিতা নিয়ে উভয়ে মিলিতভাবে এ আন্দোলন আরম্ভ করেছে। প্রথমে আমি "আওসাফ" পত্রিকা ২৭শে মার্চ ২০০০ইং সংখ্যা থেকে পড়ে শুনাচ্ছি ঃ

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-কে মদ্যপায়ী ও মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং ঈসা (আঃ) অসভ্য ভাষা ব্যবহার করতেন বলে লিখেছেন।" মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বর্ণনামতে "হযরত ঈসা (আঃ)-এর মিথ্যা ও গালমন্দ করার অভ্যাস ছিল (নাউযুবিল্লাহ্)। তিনি ইঞ্জিল ইহুদীদের কিতাব তালমুদ থেকে চুরি করে লিখেছেন। তিনি অসুস্থতা ও পুরোনো অভ্যাসের কারণে মদপান করতেন। তিনি অনেক মো'জেযা লিখেছেন কিন্তু তাঁর হাতে কোন মো'জেযা প্রকাশিত হয়নি। যারা মো'জেযা দেখতে চেয়েছেন তাদেরকে তিনি বিশ্রী গালি দিয়েছেন। তাদের 'হারামখোর' ও হারাম সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐ দিন থেকে সমাজের ভদ্রলোকেরা তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর তিন দাদী ও নানীরা ব্যাভিচারী মহিলা ছিলেন।"

এটা হচ্ছে সারাংশ যা তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আরম্ভ করেছে। তাদের দাবী এই যে, মির্যা সাহেব হযরত ঈসা (আঃ)-এর এতবড় অসম্মান করেছেন যে, তারা কোনমতেই নবীগণের এতবড় অবমাননা সহ্য করতে পারবেন না। পরবর্তী বিবরণ শুনুন ঃ

"কাদিয়ানীরা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পুস্তকাদির মাধ্যমে খ্রীষ্টান যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করতে আরম্ভ করেছে যে সম্পর্কে খ্রীষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো অজ্ঞাত রয়েছে।" বড় আশ্চর্যের কথা এই যে, খ্রীষ্টান মিশনারীরা বেখবর কিন্ত মৌলবী সাহেবরা বড় অজ্ঞাত। আসল ঘটনা এই যে, পাকিস্তানে আমাদের প্রচারের ফলে বহু খ্রীষ্টান আমাদের জামাতের সদস্য হয়েছেন। অতএব, খ্রীষ্টানরা আমাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রচার চালিয়েছে যেন আমাদের প্রচার বন্ধ করা যায় এবং ঐ সব নবদিক্ষীত আহমদীদের (খ্রীষ্টান) পুনরায় খ্রীষ্টান বানাতে চাচ্ছে। পত্রিকা আরো লিখেছে, -

"কাদিয়ানীরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের এমন পুস্তক সমূহ বিপুল পরিমাণে ছেপে ইউরোপ আমেরিকা-ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে যার মধ্যে হযরত ঈসার বিরুদ্ধে বড়ই অবমাননাকর এবং বেআদবীপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে খ্রীষ্টান জগতের ধর্মীয় অনুভূতিতে

আঘাত করা হয়েছে।" জামাত যদি পশ্চিমা জগতে প্রসার লাভ করতে চায়, তবে তো তার উচিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রসংশা প্রচার করা। সারা পৃথিবীতে বিরাট বড় সংখ্যায় খ্রীষ্টানরা আহমদীদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মৌলভীদের বড় অদ্ভুত এই চিন্তা যে, এমন অবস্থায় আমরা যেমন তবলীগকে বন্ধ করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরোদ্ধে অন্যায় অবমাননাকর অপপ্রচার করে খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছি। গাধার মাথায় শিং থাকে না। এরা এমন গাধা, যাদের মাথায় বুদ্ধি নেই। এত বড় অজ্ঞতাপূর্ণ কথা এ জাতি বলতে পারে ! আমি এদের সম্বন্ধে কি আর বলতে পারি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এদের সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন, "হে নাপাক মৌলবী সম্প্রদায়।" বড়ই অপরিস্কার লোক এরা মৌলভী সম্প্রদায়। অর্থাৎ মৌলভীদের সবাই আসলে একই ফিরকার অন্তর্ভুক্ত।

"দৈনিক আওছাফ" পত্রিকার আরো কিছু উদ্ধৃতি শুনুন। কষ্ট তো হয়ই এগুলো শুনতে, কিন্তু আজকের বিষয় এমন যে, আমরা এই পত্রিকার আপত্তিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, "আল্লাহ্‌তাআলা এবং আল্লাহ্‌র শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) সহ অন্যান্য সকল নবীগণের অবমাননার পর হতভাগা কাদিয়ানীরা আমেরিকা ইউরোপ ইত্যাদি দেশে নিজেদের মিথ্যা নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এমন সব পুস্তকের প্রকাশনার কাজ জোরদার করে দিয়েছে যার মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) এর অত্যন্ত জগন্যভাবে চরিত্রহনন করা হয়েছে এবং তাঁর বিরোদ্ধে বড়ই বেআদবী ও অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।" আমি আগেই বলেছি যে, খ্রীষ্টান জগতকে ইসলামের প্রতি আমরা পূর্বেই আকৃষ্ট করেছি, এখন আবার (তাদের মতে) এমন প্রকাশনা দ্বারা ইসলাম থেকে দূরে সরাচ্ছি।

"মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ" হাকীকাতে নবুওয়ত নামের বই-এ এই জঘন্য কথা লিখেছেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন।" আমরা এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, কাদিয়ানীদের মুখে লাগাম দেবার জন্য সরকার যেন অনতি বিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করে। কেননা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এ ধরনের চরিত্র হননের সুপরিকল্পিত আন্দোলনের ফলে দেশের সকল মুসলমান ও খ্রীষ্টান জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের ফলে সমাজে বড় ধরনের অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে।" অধিকন্তু, দেখুন খ্রীষ্টানদেরকে আহমদীয়তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে তারা কি বলছেন। "অধিকন্তু পাকিস্তানের খ্রীষ্টান ভাইদের এবং তাদের ধর্মীয় নেতাদের এবং বিশ্বব্যাপী তাদের ধর্মীয় উদ্দীপনাময় উদ্ভাসিত পাদ্রী ও অন্যান্য নেতাদের উদ্দেশ্যে জোরালো ভাষায় বলছি যে, কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে আঁহযরত (সঃ)-এর পরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন ওদ্ধত্ব পূর্ণ অপপ্রচার সম্পর্কে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। নেতারা নিজ নিজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন যেন, আপনাদের সরকার কাদিয়ানীদের সাহায্য ও সমর্থন বন্ধ করে।' এই পত্রিকা অন্য এক সংখ্যায় লিখেছেন, "কাদিয়ানীরা যেন আমাদিগকে পুনরায় কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করতে বাধ্য না করে। মুসলিম উলামা এই ধারনায় মগ্ন থাকবেন না যে, আইন স্থগিত করা হয়েছে অতএব, সম্পূর্ণ ছাড় দেয়া হয়েছে। উগ্রতা ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বইপত্র বাজেয়াপ্ত করতঃ বেআদব কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হোক।"

"উলামায়ে কেরামের প্রতিক্রিয়া"

খ্রীষ্টানদের সাথে সাথে মুসলমান উলামায়ে কেরামও কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তিকর প্রচারকে কঠোর নিন্দাজ্ঞাপন করে সরকারের নিকট আপিল করেছেন। সরকার যেন অনতিবিলম্বে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ২৯৫ বি সি-কে কার্যকর করে। সকল কাদিয়ানীদেরকে শীঘ্রই তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হোক। কাদিয়ানীরা নবুওয়তের পদমর্যাদাকে সন্ত্রাস ও ডাকাতির মাধ্যমে লুটে নিয়েছে। শায়খুল হাদিস মোহাম্মদ সাবের এবং উস্তাদুল উলামা মৌঃ আব্দুস্ সালাম বলেছেন, কাদিয়ানীরা জানেই না যে, আমাদের নবীগণের সাথে আমাদের ভালবাসা কত গভীর। অতএব কাদিয়ানীরা যেন আমাদের ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে।'

ঐ সকল উলামা যারা নবী করীম (সঃ) এবং অন্যান্য নবীগণের সাথে প্রকৃত ভালবাসা রাখতেন তাঁরা তো পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। আমি তাঁদের কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনাচ্ছি যা পড়ে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, যে সমস্ত আপত্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর আরোপ করা হয়েছে ঐ সমস্ত আপত্তি যদি সত্য হয় তবে তা তাদের বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের উপরও আরোপিত হয়েছে।

অতএব এই মৌলভীরা যেন তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। ঐ সমস্ত মৌলভী এবং অনুগতদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন চালায়। "দৈনিক আওছাফ"-এর আর একটি উদ্ধৃতি পড়ে তারপর আমি কথা আরম্ভ করব। লিখেছে- "সংস্কৃতি, পর্যটন ও সংখ্যালুঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী গ্যারেক বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অন্যায় অপবাদ প্রচারের মাধ্যমে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য খ্রীষ্টান জনগণকে অপমান করা। তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্মানের অবমাননার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। উচ্চতর তদন্তের মাধ্যমে এই জগণ্য ষড়যন্ত্রের রচনাকারীদের মুখোশ খুলে ফেলা হবে।"

হুযূর (আইঃ) বলেন, উনারাতো যা করার পরে করবেন, আমি আজই এর মুখোশ উন্মোচন করছি। বিগত যুগে এমন উলামা যারা সঠিক অর্থে ধর্মীয় অনুভূতি, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখতেন তারা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের পক্ষ থেকে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর বিরুদ্ধে যে, চরম অবমাননা ও ভয়ানক মানহানী করা হতো তা সহ্য করতে না পেরে খ্রীষ্টানদের বুঝাবার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) এর সম্পর্কে এমন কিছু কথা লিখেছেন যা স্বয়ং খ্রীষ্টানদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত ছিল ? সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতিসহ লিখেছে, প্রমান করেছেন যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আঁহযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যে ঈসাকে পবিত্র নবী হিসেবে পেশ করছেন সেই ঈসা (আঃ) তাদের নিজেদের বিশ্বাস মতে কি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন ? সর্বপ্রথম মৌলভী রহমতুল্লাহ মুহাজের মক্কীর বই "এযালাতুল আওহাম" থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মূল বই ফার্সী ভাষায় লিখা, আমি উর্দূ ভাষায় অনুবাদ পড়ছি, "হযরত ঈসা (আঃ)-এর অধিকাংশ মোজে'যাকে মোজে'যা বলে আখ্যায়িত করা যায় না। কারণ এমন কাজ তো জাদুকরেরাও করতে পারে। আর এই কারণে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) কে নবী বলে গ্রহণ করে নি। ঈসা (আঃ)-এর মো'জেযাকে তারা জাদুকরের কারসাজী বলে আখ্যায়িত করেছে।

স্বয়ং ঈসা (আঃ) স্বীকার করেছেন যে, হযরত ইয়াহীয়া (আঃ) জঙ্গলে বসবাস করতেন। না নারীদের সাথে সংশ্রব রাখতেন, না মদ পান করতেন। কিন্তু মসীহ্ স্বয়ং মদ পান করতেন তার সাথে একাধিক নারী চলাফেরা করতো। তিনি ঐ সব নারীদের উপার্জিত আয় থেকে খাদ্যও গ্রহণ করতেন। চরিত্রহীনা নারীরা তার পায়ে চুম্বন করত। মিত্তা এবং মরিয়ম নামী নারীরা তাঁর বন্ধু ছিল। স্বয়ং মদ পান করতেন এবং অন্যদের তা প্রদান করতেন।"

মুসলমান উলামা যারা আঁ হযরত (সঃ)-এর জন্য

প্রকৃত গায়রত (মর্যাদাবোধ) রাখতেন তারা খ্রীষ্টানদের বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে এসব কথা লিখেছেন। পুনরায় লিখেছেন "ইহুদা নিজ পুত্র বধুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তার থেকে ফারেছের জন্ম হয়। যে ফারেছ হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত সুলেমান (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষদের অন্তর্গত। এই বইয়ের সাথে টীকা স্বরূপ লিখেছেন আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের বড় নামযাদা আলেম মৌলভী আলেহাসান সাহেব বই "এসতেফ সার"। এখানে তিনি লিখেছেন,

"একটু নিজেদের ভিতরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখ, (মায়াযাল্লাহু-আল্লাহুর আশ্রয় চাই) হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের **'নসবনামা** (পিতৃ পুরুষের তালিকা) আছে, তারমধ্যে দু'টি স্থানে অর্থাৎ "তামার এবং উরিয়া সম্পর্কে তোমরাই ব্যভিচারী বলে প্রমান করেছ। দ্বিতীয়তঃ হযরত ঈসা (আঃ) নিজ বিরোধীদের কে 'কুকুর' বলতেন। এখন আমরাও যদি তার বিরোধীদের কুকুর বলি তো এটা ধর্মীয় চরিত্রের সাথে অসংলগ্ন হবে না বরং ঈসা (আঃ) এর ঠিক ঠিক অনুসরণ করা হবে।"

পুনরায় লিখেছেন,

"ঈসা বিন মরিয়ম অবশেষে মনোক্ষুন্ন হয়ে পৃথিবী থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।" [এখানে তো পুরানো আলেমগণ ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুও স্বীকার করেছেন।]

সব প্রকৌশলীরা জানেন যে, মো'জেযা সমূহের অনেকগুলো জাদুর মতই হয়। বিশেষত মুসাও ঈসা (আঃ)-এর মো'জেযাগুলো। ইঞ্জিল প্রথম খন্ডের একাদশ অধ্যায়ে লেখা আছে ঈসা মসীহ্ বড় ভোজন বিলাসী ও বড় মদ্যপায়ী ছিলেন। যেমন ইসাইয়া ও ঈসা (আঃ)-এর অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী কেবল অস্পষ্ট এবং স্বপ্ন স্বরূপ যে কোন ঘটনার সাথে সমন্বয় করে দেখানো যায়। বাহ্যিক অর্থের দিক থেকে কেবল মিথ্যা অথবা ইউহান্নার মতে কেবল মাজযুবদের কথা। এমন ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন শরীফে নাই। অতএব বলা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর সব বর্ণনা মিথ্যা এবং কেরামত (অলৌকিক ঘটনা) যদি কিছু হয়েও থাকে তবে তা এমনই হয়েছিল হয়ত যেমন মসীহে দজ্জালের হবে।" অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর কেরামতকে দজ্জালের কেরামতির সাথে তুলনা করেছেন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জিলের অষ্টম অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একাধিক নিষিদ্ধ পল্লীর নারীরা নিজ উপার্জিত টাকা দিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সেবা করত। এমতাবস্থায় কোন ইহুদী যার ভিতরটা ময়লা (নোংরা) সে যদি দুষ্টামী করে বলে যে, ঈসা সুদর্শন যুবক ছিলেন ঐ নিষিদ্ধ পল্লীর নারীরা অশ্লীল কাজের জন্য ঈসার সাথে থাকত। এই কারণে ঈসা বিবাহ করেন নি, কিন্তু বলতেন যে, নারীর প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই।' ইহুদীদের এমন অপবাদের কি উত্তর তারা দিবে।

ইঞ্জিলের প্রথম খন্ডের একাদশ অধ্যায়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরোধীদের আপত্তিকে সমর্থন করে বলেছেন, আমি তো ভোজন বিলাসী এবং মদ্যপায়ী। সুতরাং, উভয় কথাকে এক সাথে মিলিয়ে এবং মদের মাদকতাকে সামনে রেখে কেউ যদি কোন প্রকার মন্দ ধারনা করে তবে তা বেশী কিছু হবে না। শত্রুর দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে বিলাসিতা এবং ধর্মীয় অনুশীলনের বড় অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।"

মৌলভীদের বিশেষ ব্যক্তিত্ব মৌলভী সানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন ঈসা (আঃ)-এর নিজ স্বীকারোক্তি অনুসারে স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি কোন পূণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন না। এমনি ইঞ্জিল পাঠে জানা যায় যে, মসীহ অনাত্মীয় নারীর হাতে শরীরে আতর মালিশ করিয়েছেন। দেখুন মথী ২৬ঃ৬, মার্ক ১৪ঃ৩ ইউহান্না ১২ঃ৬।" মৌলভী সানাউল্লাহ্ পুনরায় লিখেছেন ঃ ইহান্না-কিতাবে তো একথাও লিখেছে যে, তিনি (ঈসা আঃ) খাঁটি আতর ঐ স্ত্রীলোকের হাতে নিজ শরীরে মালিশ করিয়েছেন। ঐ স্ত্রীলোক কিছু তার মাথায়, কিছু পায়ে ঢেলেছে। লুকা কিতাবে লেখা আছে এক নারী যে শহরের দুঃচরিত্রা নারী ছিল, মসীহ্‌র পা ধূয়ে নিজ চুল দিয়ে মুখে দিয়েছে। অতপর চুম্বন করেছে, তারপর আতর মালিশ করেছে। একথা সবাই জানেন যে, কোন দুঃচরিত্রা স্ত্রীলোকের হাতে এভাবে পা ধুয়ে চুল দিয়ে মুছানো কত বড় অসাবধান কাজ। এ ধরনের কাজ আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীত কাজ।"

পুনরায় লিখেছেন, "ইঞ্জিল পাঠে এ কথাও জানা যায়, মো'জেযার মাধ্যমে মদ প্রস্তুত করে নিজ বুযুর্গী যাহির করতেন। দেখুন ইউহান্না ২ঃ৯। মদ সকল পাপের মা প্রস্তুত বারণ এবং বিবাহ শাদীর দাওয়াতে ঐ মদ পরিবেশন করা এবং ঐ মদের আসরে আপন মায়ের সাথে শামীল হওয়া, এই ইউহান্না কিতাবে লেখা আছে। অথচ পুরাতন কিতাবে ও – মদ হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু ঈসা আম্বীয়া কেরামের শরীয়তের কোন ভ্রুক্ষেপ-না করে মদ প্রস্তুত করেছেন। (ইউ হান্নাকিতাব অনুসারে) আপন মা সহ মদের আসরে শামীল হয়েছেন। অথচ নিজেই বলেছেন "একথা মনে করোনা যে, আমি তৌরাতে বা নবীগণের কিতাবকে বাতিল (মনসুখ) করতে এসেছি, বাতিল করতে নয়, বরং পূর্ণ করতে এসেছি।' এমতাবস্থায় মসীহ্ (আঃ) এর মদ প্রস্তুত করা শরীয়ত বিরোধী কাজ ছিল।

ব্রেলভী ফেরকার প্রধান মুয়াইয়েদে মিল্লাতে তাহেরা, আলা হযরত মৌলভী শাহ আহমদ রেজা খান সাহেব কিবলা লিখেছেন, "হাঁ, হাঁ, খ্রীষ্টানদের খোদা, মখলুকের (মানব সমাজের) মার খেয়ে খেয়ে মৃত্যু বরণ করে বাপের নিকট গিয়েছে। বাপ তার পুত্রের ইজ্জত ও সম্মান করেছেন এবং পুত্রের নিষ্পাপ হওয়ার পুরস্কার দিয়েছেন এই যে, পুত্রকে জাহান্নামে ঠেলে দিয়েছেন। অন্যদের বদলে তাকে তিন-দিন জালিয়েছেন সেখানে। এমন-লোক যে মাংশ রুটি খায়, ভ্রমন শেষে ক্লান্ত হয়ে এসে পা ধুইয়ে গাছের নীচে আরাম করে, গাছ উঁচু আর সে নীচু হয়। এমন পুত্র যে বাপককে প্রতাপশালী করে (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ্ মসীহ্ তার বাপ খোদাকে প্রতাপশালী করে ছিলেন)।

আর্যদের ঈশ্বরকে তো তার মা রক্ষা করত; খ্রীষ্টানদের খোদার পুত্র নিজ পিতাকে সম্মানিত করে ...। এমন পুত্রকে যদি পিতা জাহান্নামে ঠেলে দেয়, তবে এটা কতবড় অকৃতজ্ঞতা এবং অবিচার। এমন যে নিশ্চিত প্রতারণাকারী অনুশোচনাও করে, ক্লান্তও হয়ে পড়ে, এমন যার দু'জন স্ত্রী ছিল, উভয়ে পাকা ব্যভিচারীনী, বড়ই অশালীন। যেমন তার জন্য ব্যভিচার লব্ধ উপার্জন, কোথা থেকে পরিচ্ছন্ন উপার্জন হতে পারে।" (আল আতায়া, মাবাবীয়ান ফিল ফাতাওয়া)

এই হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধবাদী মৌলভীদের অবস্থা যাদের পূর্ব পুরষদের মধ্যে কিছু ধর্মীয় গায়রত (সম্মানবোধ) বাকী ছিল। তাদের উদ্ধৃতি পড়ে দেখুন, তারা সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি দিয়ে ঈসা (আঃ)-এর উপর আক্রমণ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে এমন পাল্টা আক্রমণের কি প্রয়োজন ছিল ? এ সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে, তর্কযুদ্ধ, "জঙ্গে মুকাদ্দাস" এ বলেছেন,

"আপনাদের এই বক্তব্য যে, আমি হযরত মসীহ (আঃ) সম্পর্কে 'গালী' শব্দ ব্যবহারে এক প্রকার বেআদবী করেছি। এটা আপনাদের ভুল ধারনা। আমি হযরত মসীহ্ (আঃ)কে একজন সত্য নবী এবং একজন বুযুর্গ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা মনে করি। ওটাতো একটা পাল্টা জবাব ছিল, যা আপনাদের সমাজেই প্রচলিত আছে। অর্থাৎ আপনাদের কিতাবাদিতে তুলে ধরা হয়েছে। আপনাদের উপরই ঐ অভিযোগ অর্পিত হয়। আমার উপরে নয়। এমন উদাহরণ দেখাতে

পারবেন না যা আমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পকে লিখেছি অথচ ইঞ্জিলে লেখা নাই। যদি আমরা পাল্টা আক্রমণ নিজ থেকে করে থাকি যা ইঞ্জিলে নাই, যদি এমন দেখাতে পারেন, তবে তা দেখান।'

এটাতো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় যে, আমরা আঁহযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ শুনে চুপ করে থাকব।" এখানে দেখুন আসল ধর্মীয় গায়রত (সম্মান বোধ) আঁহযরত (সঃ)-এর জন্য কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্তরে ছিল। আজকের মৌলভীরা যারা আমাদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের উস্কানী দিয়ে উত্তেজিত করতে চাচ্ছে এদের অন্তরে আঁ হযরত (সঃ)-এর জন্য কোন ভালবাসা বা গায়রত নাই, আর না অন্য কোন নবীদের জন্য আছে; যে ধরনের গায়রত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্তরে ছিল। ঈসা (আঃ)-এর জন্য এদের অন্তরে যদি কোন ভালবাসা থাকেও তবে তা কেবল মিথ্যা এবং ফেৎনা সৃষ্টিকারী ভালবাসা আছে। ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এমন ভালবাসা অন্য কোন খাটি আশেকের রাসূল (সঃ)-এর (ভক্তের) অন্তরে ছিল না। হুযূর (সঃ)-এর প্রকৃত আশেকদের এমন অবস্থা ছিল যে, যখন আঁহযরত (সঃ) ইন্তেকাল করে গেলেন, তখন একজন রসূল প্রেমিক [হযরত হাসসান বিন ছাবেত (রাঃ)]। হুযূর (সঃ)-এর প্রেমের একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। যার দু'টি পংক্তি নিম্নরূপ ,

"কুনতাস্ সাওয়াদা লে নাযেরি
ফা আমেয়া আলাইয়ান নাযেরু
মান শায়া বা'দাকা ফাল ইয়ামুত ওয়া
আলাইকা কুনতু উহাযেরু"।

অনুবাদ - আমার চোখের মনি ছিলে তুমি

যাদ্বারা আমি দেখতাম এখন তো তোমার পরে আমার চোখের মনি অন্ধ হয়ে গেছে। এখন যে মরে মরুক, ঈসা (আঃ) হোক বা আর অন্য কেউ হোক, কিছু যায় আসে না। আমি তো তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত ছিলাম। তুমি যেন মারা না যাও।" আজকের মৌলভীদের এমন ভাগ্য হয় না। এদের চোখের মনি অন্ধ হয়ে গেছে। হযরত ঈসার ভালবাসায়। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর ভালবাসার কারণে এদের কখনও উদ্বেগ সৃষ্টি হয় না। এদের উদ্বেগ সৃষ্টি হয় কেবল ফেৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আঁহযরত (সঃ)-এর ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। উদ্বেগ ও উত্তেজনা এমন তাদের যা আঁহযরত (সঃ) কখনও প্রদর্শন করেন নি। এটা তো বড় দীর্ঘ কাহিনী। সময়ের স্বল্পতার কারণে সংক্ষেপ করতে হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন"

"আমরা আমাদের লেখার মধ্যে প্রত্যেক স্থানে খ্রীষ্টানদের কল্পিত ঈসা কে লক্ষ করে লিখেছি।" এখানে দেখুন, প্রত্যেক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাদের কল্পিত ঈসা সম্পর্কে লিখেছেন, "আল্লাহ্র নেক বান্দা হযরত ঈসা (আঃ) যিনি নবী ছিলেন, যার উল্লেখ কুরআন শরীফে রয়েছে তার সম্পর্কে কখনও আমরা ঐ ধরনের কঠিন ভাষা ব্যবহার করিনি। চল্লিশ বছর একাধারে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের গালী গালাজ শুনার পরে আমরা বাধ্য হয়ে এই পথ অবলম্বন করেছি।"

এদের গালাগালীর কিছু নমুনা বিভিন্ন সময় (কুরআনের তফসীর) দরসে কুরআনের মধ্যে উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু অবশেষে মনোকষ্টের কারণে ও রকম গালাগালীর উল্লেখ বন্ধ করেছিলাম। এত বিশ্রী ভাষা, এত অসভ্য ভাষা, এত বেশী বেআদবী নিজ চোখে না দেখে বিশ্বাস করা যায় না যে, এমন পাদ্রীও পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছিল যারা দাজ্জালিয়তকে চুড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐসব পাদ্রীদের গালাগালী শুনে এই মৌলভীদের কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগেনা। রসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা পাদ্রীদের থেকে শুনে, জঘন্য অবমাননা শুনেও মৌলভীরা কখনও উত্তেজিত হয় না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যিনি আঁহযরত (সঃ)-এর প্রেমে বিভোর ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে মৌলভীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই অবস্থা ছিল যে, একদা মসজিদ মোবারকে পদ চারনা করছিলেন আর ঐ কবিতার অংশ পড়েছিলেন,

কুনতাস্ সাওয়াদা লেনাযেরি
ফা আমেয়া আলাইয়ান নাযেরু
মান শায়া বা'দাকা ফালইয়ামুত ওয়া
আলাইকা কুনতু উহাযেরু।

"আমার চোখের মনি ছিলে তুমি

যাদ্বারা আমি দেখতাম, এখন তো তোমার পরে আমার চোখের মনি অন্ধ হয়ে গেছে।

এখান যে মরে মরুক কিছু যায় আসে না।

আমি তো তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত ছিলাম, তুমি যেন মারা না যাও।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কাঁদছিলেন, চোখ বেয়ে পানি পড়ছিল, তিনি বলছিলেন, হায় আল্লাহ্। আমার লেখনি দিয়ে যদি এমন প্রেমের কবিতা রচনা হতো কতইনা ভাগ্যবান হতাম আমি। ঐ কবিতা এত ভাল লেগেছিল তাঁর।

আর আমাদের মৌলবীরা তাঁরই বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও লিখেছেন। "আমরা আমাদের লেখার মধ্যে প্রত্যেক স্থানে তাদের কল্পিত ঈসার কথা বলেছি। হযরত ঈসা (আঃ) যিনি পুন্যবান পুরুষ, আল্লাহ্র নবী, যার সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে, তাঁর সম্পর্কে কখনও কোন কঠিন কথা বলিনি, চল্লিশ বছর একাধারে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের গালী গালাজ শোনার পর আমরা এহেন পথ অবলম্বন করতে বাধ হয়েছি। কিছু বিবেকহীন মৌলভী যাদেরকে অন্ধ বলে আখ্যা দেয়া উচিত। তারা খ্রীষ্টানদেরকে নির্দোষ মনে করে। যেমন এরা (খ্রীষ্টানরা) কিছু করে না। আঁহযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধেও এরা কোন বেআদবী করে না।

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে পাদ্রীরা আঁহযরত (সঃ)-এর অবমাননা মানহানীও গালীগালাজ করার দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। আমাদের নিকট পাদ্রীদের শত শত বই পুস্তকের সংগ্রহ আছে যার মধ্যে আঁহযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে অনেক বেশী গালাগালি করা হয়েছে। কোন মৌলভী ইচ্ছা করলে আমার নিকট এসে দেখতে পারে। হ্যাঁ, একথাও যেন স্মরণ থাকে যে, ভবিষ্যতে যদি পাদ্রীরা গালিগালাজ করা থেকে বিরত হয় এবং ভদ্রতা রক্ষা করে একথা বলে, তাবে আমরাও তাদের সম্মান প্রদর্শন করব। আজতো তারা নিজেরাই তাদের যীশুর বিরুদ্ধে আক্রমন করতে আরম্ভ করেছে। কোনক্রমেই গালিগালাজ করা থেকে বিরত হচ্ছে না। আমরা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

যেহেতু বিষয়টার অনেকটা অবশিষ্ট আছে তাই আজকের খুতবা এখানেই শেষ করি। আগামী খুতবায় এ বিষয়ে আরো কিছু বর্ণনা করব।

যেহেতু মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবীদার ছিলেন, অতএব এটা কোনভাবে সম্ভব ছিলনা যে, তিনি ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করবেন। কিন্তু এই মৌলভীদের বিবেক বুদ্ধি নাই, তাই তারা জানেনা যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর কত বড় মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন। আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করবো। মুসলমান উলামা যারা আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, তারাও স্বীকার করেছেন যে, পাদ্রীরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সামনে খুলাখুলী পরাজয় বরণ করেছে। পাদ্রী যারা এদেশের সর্বত্র যা তা বলে বেড়াত এবং মুসলমানদের ঈমান লুটে নিত, তারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের (আঃ) আক্রমনের সামনে টিকতে না পেরে এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

এ সব উদ্ধৃতি আগামী খুতবায় বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
সদর মুরব্বী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হল্যান্ড-এর ন্যাশনাল আমীরের সাথে পাক্ষিক আহমদীর বেলজিয়ামের প্রতিনিধির

একটি সাক্ষাৎকার

চারিদিকে উৎসবের ছোয়া, সাজানো গেট, বড়-ছোট অনেকগুলো সামিয়ানা বিস্তর এলাকা জুড়ে লাগানো, অনেক লোক সমাগম, রাস্তার দু'পাশে লম্বা গাড়ীর লাইন, সব মিলিয়ে সবুজে ঘেরা মনোরম এই পরিবেশ এখন উৎসব-মুখর। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বেলজিয়ামের ৭ম সালানা জলসা চলছে। গত বছর জলসার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন স্বয়ং হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)। এবার হুযূর আসতে পারেননি, তাই তিনি নিজের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল্যান্ডের মোহাতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে। হুযূর (আইঃ)-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন ব্যক্তিত্ব 'জনাব হিবাতুন নূর এবারকার জলসার প্রধান আকর্ষণ। প্রায় ৬০ এর কাছাকাছি বয়সের সুদর্শন, সুঠাম দেহী এই ডাচ আহমদী তার চলায়, বলায় এবং চেহারায় একজন খোদাপ্রেমিকের চিত্র ফুটে উঠে। শুভ্র দাড়ী আর সুন্দর বাচনভঙ্গীর এই ব্যক্তিটি কখনও উর্দূতে খুতবা দিচ্ছেন, ডাচ্ ভাষায় বক্তৃতা যার মাঝে মাঝে অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে আরবীতে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। কখনওবা অত্যন্ত স্পষ্ট ইংরেজী অথবা ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। অত্যন্ত বিনয়ী হাস্যোজ্জ্বল চেহারার লোকটি যখনই জলসাগাহে হাঁটছেন- সবাই সুযোগমত সালাম দিয়ে হাত মিলিয়ে আসছেন। বাচ্চারাও দৌড়ে এসে সালাম দিয়ে হাত মিলিয়ে আবার দৌড়ে চলে যাচ্ছে। সবার দৃষ্টি যেন সাদা রংয়ের ঐ ব্যক্তিটির দিকে।

জলসার দ্বিতীয় দিনে জলসা গাহে চলতে চলতে হিবাতুন নূর সাহেবকে তার সফর সঙ্গী আর একজন প্রবীন ডাচ্ আহমদী আব্দুল হামিদ সাহেবের সঙ্গে হাঁটছেন দেখে কাছে গিয়ে সালাম দিলাম আর 'পাক্ষিক আহমদীর' প্রতিনিধি হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে তার একটি সাক্ষাৎকারের অনুমতি চাইতেই রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, যখন খুশি এসো, আমি তো কাল পর্যন্ত তোমাদের এখানেই আছি। ঠিক হলো কাল সকালে বসা হবে, কথা হবে।

পরদিন ঠিক সময়মত কড়া নাড়তেই আমীর সাহেব স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে বসতে

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হল্যান্ড-এর ন্যাশনাল আমীর জনাব হিবাতুন নূর

দিলেন। আমার সঙ্গে সহযোগী হিসাবে হুমায়ুন মাকসুদ সাহেব (একজন বাংলাদেশী আহমদী, জামাতের নিবেদিত প্রাণ কর্মী) আছেন। জলসা সংক্রান্ত কিছু খুঁটিনাটি কথা হ'ল তারপর তার ব্যক্তি জীবন ও আহমদীয়ত সম্পর্কে খোলামেলা অনেক আলাপ হ'ল। ইংরেজী ভাষায় রেকর্ডকৃত তার আলাপচারীতার বাংলা অনুবাদ 'পাক্ষিক আহমদী'র সম্মানীত পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি ঃ

পাক্ষিক আহমদী ঃ আমীর সাহেব ! আমরা আপনার ব্যক্তি জীবন ও আহমদীয়ত সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চাই, সর্বপ্রথম আপনার পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে অনুগ্রহ করে কিছু বলুন ?

হিবাতুন নূর ঃ নামটা কি আমি নিজেই তোমার কাগজে লিখে দেব ! তাহলে আশা করি ভুল হবে না। 'হিবাতুন নূর ফেরহাখেন'। কেউ কেউ ভুল করে ফেরহাখেন কে ফারহা খান বলে ফেলেন। আমার পিতা হল্যান্ডের অধিবাসী কিন্তু আমার মা ছিলেন একজন জার্মান। ১৯৪১ সালে হল্যান্ডের উত্তরে আরন্হাম (ARNHAM) শহরে আমার জন্ম। একজন রোমান ক্যাথলিক হিসাবে বড় হয়েছি। আমার বাবা-মা আমাকে একটি রোমান ক্যাথলিক স্কুলে পড়াশুনা করিয়েছেন। আমাদের স্কুলটি একটি গীর্জার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা আলাদাভাবে পড়ানো হত। এখন অবশ্য এই পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। ছেলে এবং মেয়েদের এক সংগেই পড়ানো হয়। ঐ সময় মানুষ অধিকাংশই ধর্মভীরু ছিল। ক্যাথলিক হোক অথবা প্রোটেষ্টান হোক স্কুলের ব্যবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। তখন গীর্জাগুলোতেও পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা স্থানে বসার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য খুব দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমি বলছি ১৯৪৬/৪৭ এর কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি ঐ সময় আমরা আরন্হাম শহরে থাকি। ৫/৬ বছর প্রাইমারী স্কুল এবং তারপর হাই স্কুলে পড়েছি। হাই স্কুলে অবশ্য ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। তখন থেকেই আমি ধর্মীয় মানসিকতা রাখতাম। শুরু থেকেই আমাকে ধর্মীয় ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আর ধর্মের ব্যাপারে আমার উৎসাহেরও অভাব ছিল। আমার বাবা-মাও বেশ ধার্মিক ছিলেন। বিশেষ করে আমার মা। তিনি আমাদেরকে বাইবেলের বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করাতেন। যেমন শোয়ার সময় কি পড়তে হয় ইত্যাদি। তিনি সন্তানদের খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে গীর্জায় নিয়ে যেতেন। তারও বেশ ধর্মীয় পড়াশুনা ছিল। আমার মনে আছে, আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকতে এক সময় বড় হয়ে ধর্মজাযক হতে চেয়েছিলাম। আমি এবং আমার মা একবার এক সেমিনারে গিয়েছিলাম। 'সেমিনার' হলো, যেখানে প্রাইমারী শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাওয়া যায়। বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার স্কুল, যেখানে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা থাকে এবং ধর্মজাযক হওয়ার জন্য পড়ার ব্যবস্থাও থাকে। এখান থেকে পড়াশুনা করেই ধর্ম জাযক হতে হয়। এখানে অবশ্য ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সাধারণ বিষয়েও পড়ানো হয়। আমরা ঐ যায়গায় গিয়েছি, ঘুরে ঘুরে দেখেছি, জায়গাটা খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। সেখানকার লোকদের আন্তরিকতা, কথাবার্তা, সর্বোপরী পরিবেশটা দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু পিতার অমতের কারণে

সেখানে পড়া সম্ভব হয়নি। এরপর একটা সাধারণ হাই স্কুলে গিয়েছি। সেটাও একটা ধর্মীয় পরিবেশে ছিল। স্কুলের সংগে এখানেও একটা গীর্জা ছিল। আস্তে আস্তে আমি উপলব্ধি করলাম যে, ধর্মীয় জীবন যাপনের মধ্যেই সত্যিকারের স্বাধীনতা। পিতা-মাতা খুব একটা শাসন করেন না, লোকেরাও অন্য চোখে দেখে। তোমরা তো জানোই- তরুন বয়সের ছেলেরা খুব স্বাধীনতা চায়। ছবি আঁকতে আমার খুব ভালো লাগতো, যার ফলে অন্যান্য পড়ার প্রতি আমি উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। তখন ছবি আঁকার উপর পড়াশুনা শুরু করি। যেহেতু পিতা-মাতার পক্ষ থেকে কোন বাধা ছিল না তাই চার বছর হাই স্কুলের পড়া অসমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছি ছবি আঁকা শেখার জন্য। ছবি আঁকতে ভালো লাগতো তাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করেছি। চার বছর পড়াশুনার পর এই স্কুল শেষ করেছি। তখন আমি বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তা ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করি। চীনের সেই সময়ের একটি বিখ্যাত ধর্মীয় গ্রন্থ ইছিং পড়তে শুরু করি। আমি খৃষ্টধর্মের বাইরে সত্যের অনুসন্ধানে ছিলাম। খৃষ্টধর্মে আমার আগ্রহ ছিল না, আমি যা আশা করেছিলাম তা এতে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি কীভাবে এটা বর্ণনা করব ! আমাকে যা শিখানো হয়েছিল, ঈসা (আঃ) যে শিক্ষা দিয়েছেন, আমাদের যেমনটি হতে বলেছেন গীর্জাতেও আমি তা খুঁজে পাইনি। আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমি ধর্মজাযক হতে চেয়েছিলাম কারণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী হতে হলে এটাই একমাত্র উপায়। তাঁর যে শিক্ষা, যে বার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন তা পালন করতে হলে ঈসা (আঃ)কেই অনুসরণ করতে হবে এবং সেটা শুধু ধর্মজাযক হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্ত অনেকবার আমি দেখেছি এই শিক্ষা গীর্জাতে নেই। তারা কোন কোন বিশেষ সময়ে গীর্জার দরজা বন্ধ রাখে, কেউ ভিতরে যেতে পারে না। মানুষ কখনও কখনও এব্যাপারে প্রতিবাদও করেছে। হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর নিজের কিছুই ছিল না। তিনি মানুষের খুব নিকটের ছিলেন। তাঁর এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন দূরত্ব ছিল না। অথচ গীর্জার ব্যবস্থাপনা ভিন্ন। তারপর স্যাক্র্যামেন্ট্ (SACRAMENT) খ্রীস্টানদের ধর্মীয় পবিত্র অনুষ্ঠান যেখানে তারা বিভিন্ন আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। সেখানে তারা লেটিন ভাষায় কথা বলে, পাদ্রীগণ বিশেষ পোষাকে আবৃত থাকেন, তাদের সঙ্গে সহযোগীরাও থাকে। তারা অঙ্গভঙ্গী ও আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা পালন করে, যার অধিকাংশই বোঝা কঠিন। তাদের অঙ্গভঙ্গিও সহজ নয় এবং দেখলে তোমারও অস্বস্তিবোধ হবে। তুমি সহজে কিছু বুঝতেও পারবে না। এ সমস্ত কারণে আমি গীর্জা থেকে অনেকটা দুরত্ব বোধ করতে শুরু করি এবং সেই সাথে অন্য ধর্ম সম্পর্কেও ভাবতে থাকি। অবশ্য বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মের বিষয়ে কখনও চর্চা করিনি। চীনের ধর্ম সম্পর্কে চর্চা করেছি। যেমন- ইছিং, ফিনফাং। 'লাউচে'- তিনি একটা ছোট গ্রন্থ লিখেছিলেন যার নাম ছিল পাথ (PATH) অর্থাৎ রাস্তা। আমি এই বইয়ের বড় ভক্ত ছিলাম। এর শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার হিসাবে খোদার একত্ববাদের কথা ঘোষণা করে। খোদা'ই সকল কিছুর উৎস, সবকিছুর শুরু সেখান থেকেই। খুবই সাধারণ শিক্ষা কিন্তু আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় লাগত। "তুমি যদি শান্তি পেতে চাও তোমাকে অন্য সবকিছ ছেড়ে মূল উৎসের দিকে আসতে হবেঃ খুবই সাধারণ কথা কিন্তু বর্ণনা ভঙ্গি অসাধারণ। খুব ছোট বই, আমার সঙ্গে থাকত। আমি স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে কিছু ভ্রমণ করেছি তখন এই বই আমার সঙ্গে ছিল। ছোট্ট পুস্তিকা ছিল তাই আমি ভাবলাম এটার উপর আমার আরও চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন - এন, এ, শামীম আহমদ, বেলজিয়াম

আমি আমার বর্ণনা এভাবে চালিয়ে যেতে পারি তবে, আমার মনে হয় তোমার কোন বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন রয়েছে যা তুমি জানতে চাও।

পাঃ আঃ অনুগ্রহ করে আপনার বর্ণনা চালিয়ে যান, এগুলোও অত্যন্ত মজার ব্যাপার। পরে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

হা ! নূর ঃ তারপর আমার মনে আছে আমি ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগে কিছু বই খুঁজতে এক লাইব্রেরীতে যাই। সেখানে একটা কুরআন শরীফ আমার নজরে পড়ে। আমি সেটা ঘরে নিয়ে আসি। এরপর প্রথম যখন আমি এটা খুলে দেখি তখন সূরাগুলির নাম আমার চোখে পড়ে। আজব নাম গরু, টেবিল অথবা মায়েদা। অনুবাদ করা কুরআনের একটা কপি ছিল। অবশ্য আমাদের জামাতের নয়। সূরা সমূহের নাম দেখে আমি বড় অবাক হয়েছি। আমার মনে হয়েছে এটা একটা বিশেষ বই, পড়ে দেখা দরকার কী আছে এটাতে। তবে না-এখন নয় পরে সময় নিয়ে মনযোগের সাথে এটা দেখব। তাই তখন না দেখেই এটা আমি লাইব্রেরীতে ফেরত দেই। আমাদের স্কুলে কখনও ইসলাম সম্পর্কে কিছুই পড়ানো হয়নি। ধর্মীয় শিক্ষা বলতে শুধু খ্রীষ্ট ধর্মই পড়ানো হত। অন্য কিছুই নয়। প্রথম যে জিনিষটি আমাদেরকে শিখানো হয়েছে তা হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসই একমাত্র সত্য বিশ্বাস। সুতরাং এতেই আমরা খুশি ছিলাম। পূর্বে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, পাদ্রীগণ নিশ্চয় সত্য কথা বলছেন। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে একটা প্রশ্ন প্রায়ই আমার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করত, যা আমি পাদ্রীদেরকেও জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম- করা হয়নি। প্রশ্নটা ছিল-হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূর্বে মানুষদের কি বিশ্বাস ছিল ? যদি ঈসা

(আঃ)-ই খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং এটাই যদি একমাত্র সত্য বিশ্বাস হয়ে থাকে তবে এর পূর্বের মানুষদের কী হবে ? তাদের কি কোন ধর্ম ছিল না ? তারা কি সবাই জাহান্নামে যাবে ? পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মে আমি এর উত্তর খুঁজে পেয়েছি। ইসলাম সম্পর্কে আমরা একটা কথাই জানতাম- কীভাবে জানতাম জানিনা তবে সবাই জানত যে. মুসলমানরা দিনে ৫ বার প্রার্থনা করে। সম্ভবতঃ এটা শিখানো হ'ত অথবা গল্প-কাহিনীর আকারে প্রচলিত ছিল। আর এই বিষয়টা মনকে খুব প্রভাবিত করত। তাছাড়া আমার ভ্রমনটাও ছিল একটা মুসলমান দেশে। আমি বলতে পারব না এই ধারণা আমার মাথায় কীভাবে এলো যে, মুসলমান দেশে ভ্রমনে যেতে হবে। একবার একটা গানশুনে আমার খুব মনে ধরেছিল গানটি কোন এক আরব দেশের ছিল। তাছাড়া কুরআনও হয়তো এ ব্যাপারে একটা ভূমিকা রেখেছিল। যাই হোক আমি সঠিক মনে করতে পারছি না যে, কেন আমি একটা মুসলমান দেশকে পসন্দ করলাম। তবে এটা ঠিক যে, আমি ইউরোপের বাইরে যেতে চেয়েছি। কারণ এই সময় ঐ ছোট্ট একটা বই ছাড়া আর কোন ধর্মেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। কিন্তু এই বই থেকেও আমি এমন বেশী কিছু পাইনি। শুধু বইটাকে খুব ভাল পেয়েছি। তবে আমি জানতাম যে, আরও পৃথিবী আমার দেখা দরকার। আর যেহেতু আমি বিবাহিত ছিলাম না বা কোন স্থায়ী চাকুরীর বাধ্যবাধকতা ও আমার ছিল না তাই আমি মরোক্কো যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার কাছে খুব সামান্য পয়সা ছিল। সাধারণ ভ্রমনকারীদের মত ভ্রমন করার সামর্থ্য ছিল না। তাই হিচ্-হাইক্ (HITCH-HIKE)-এর মাধ্যমে গিয়েছি। (হিচ্-হাইক্ অর্থাৎ চলতি পথের গাড়ী অথবা লরির চালককে অনুরোধ করে বিনা ভাড়ায় ভ্রমন করা-অনুবাদক) যুবক বয়সে এটা সম্ভব। সামান্য খরচে লম্বা ভ্রমন করা, যেখানে রাত সেখানে কাত, স্লিপিং ব্যাগ সাথে থাকলে অসুবিধা হওয়ার কথা না। ঐ সময় যুবক ছেলেদের মধ্যে এভাবে ভ্রমন করার প্রবণতা খুব দেখা যেত। এটা একটা অসাধারণ ভ্রমন ছিল। হল্যান্ড থেকে বেলজিয়াম-ফ্রান্স হয়ে স্পেনের দক্ষিণাংশ এবং তারপর মরোক্কো। এই ভ্রমনের বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছিনা শুধু বলব এটা একটা কঠিন ভ্রমন ছিল। হিচ্-হাইকীর মাধ্যমে ইউরোপের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন। বিশেষ করে প্যারিস, তারপর স্পেন এ সমস্ত এলাকার লোকেরা গাড়ী থামাতে চায় না। অত্যধিক ধৈর্যের প্রয়োজন। কোন কোন সময়ে সারাটা দিন দাঁড়িয়ে রয়েছি কেউ থামেনি। কিন্তু যখন আমি মরোক্কোতে পৌছি সেখানকার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পাঃ আঃ - মরোক্কো পৌছুতে কতদিন লেগেছিল ? সেখানকার পরিবেশ কেমন দেখলেন ?

হিঃ নুর ঃ প্রায় তিন সপ্তাহ। সঠিক মনে নেই তবে অনেক দিন লেগেছিল মনে আছে। মরোক্কোতে এসে যেন আমি এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করলাম। আবহাওয়া ভিন্ন, মানুষের ব্যবহার ভিন্ন। মোট কথা সেখানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম। সেখানে যাওয়া আমার জন্য সত্যিই খুব অর্থবহ ছিল। পরবর্তীতে এটা আমার জীবনকে এক প্রকার বদলে দিয়েছে। এখানকার মানুষ খুব দয়ালু। খুব বেশী আপ্যায়নকারী। 'হিচ্-হাইকি'র জন্য প্যাট্রোল পাম্প খুব উপযোগী জায়গা। এখানে গাড়ী আসে পেট্রোল নিতে তখন তাদের সাথে কথা বলতে হয়। মানুষ খুবই দয়ালু কিন্তু মুশকিল হ'ল গাড়ী খুব একটা আসে না। অনেকটা ভিন্ন জগত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এমনই ছিল। খুব বেশী গাড়ী চলাচল করত না। যাইহোক যখন গাড়ী আসে তখন তারা কখনও কখনও খাওয়ার জন্যেও দাওয়াত দিত। খুব অবাক হয়েছিলাম। সমগ্র ইউরোপে আমি এমন দেখিনি। পেট্রোল পাম্পে পরিচয় আর খাওয়ার জন্য দাওয়াত। আশ্চর্য নয় কি ? খাওয়ার পর থাকার জন্যও অনুরোধ করত। মায়েরাও আসতেন, বড় আদর করে খাওয়া-দাওয়া করাতেন, সকালে ওঠে আবার বলতেন। তুমি বরং এখানেই থাকো আমরা তোমাকে শহর ঘুরে দেখাবো। এমন দৃশ্য এত বেশী দেখেছি যে, শেষে স্বাভাবিক মনে হতে লাগলো। যেখানে আমি ছিলাম তাদেরকে বললাম, আমি মরোক্কোর দক্ষিণে সাহারার দিকে যেতে চাই। আমার কোন নিদৃষ্ট গন্তব্য ছিল না তাই ভাবলাম-দেখি কতদূর যাওয়া যায়। আমার কোন ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্য ও ছিল না- শুধু ভ্রমন। প্রথমে মরোক্কো তারপর মনে হ'ল দেখি এর পর কী হয়। ভ্রমন করতে থাকি। গ্রাম এলাকা দেখার শখ ছিল। তারা বললেন, অমুক জাগায় যেও, অমুক জাগায়ও যেও সেখানে আমার ভাই থাকে আমার চাচা থাকে তাদের সাথে দেখা করো। ঠিকানা নিয়ে যাও। এভাবে যেতে থাকি। চলতে চলতে এক জায়গায় পৌছি যেখানে আরেকটা পরিবারের সাথে আমার পরিচয় হয়। তারা আমাকে থাকতে দিলেন। বললেন, যতদিন খুশি তুমি এখানে থাকো। সেখানে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম এবং এখানেই আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছু শিখতে পারি। আমি এখানে চলতে ফিরতে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখার সুযোগ পেয়েছি। মানুষ নামায পড়ছে, কী সুন্দর সুন্দর মসজিদ! যদিও বিদেশী হিসাবে ঐ সমস্ত মসজিদে আমার ঢোকার অনুমতি ছিল না। যার ফলে মনের মধ্যে আরও বেশী কৌতুহল সৃষ্টি হ'ল। কখনও কখনও দূরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সুন্দর সুন্দর মসজিদগুলো দেখেছি। সেই সাথে ঝরনা, কিছু গাছ-পালা সর্বোপরি খুব অপূর্ব শান্তিপ্রিয় মনোরম পরিবেশ অনুভূত হত। আমি যাদের মেহমান ছিলাম তারা একবার আমাকে গল্প শুনানোর জন্য একজন আলেমকে নিয়ে এলেন। তিনি একজন যাদুকর ছিলেন আবার ধর্মীয় আলেমও। তার কাজ বাজারে বসে গল্প-কাহিনী শুনানো। আলেম সাহেবকে বাসায় দাওয়াত দেওয়া হ'ল। পরিবারের সব সদস্য, কিছু বন্ধু-বান্ধব এবং আমি বসেছি আলেম সাহেবকে ঘিরে। গল্পের আসর বসেছে। আসরের শেষের দিকে ধর্মের বিষয়েও ওয়াজ-নসীহত করেছেন। তিনি মক্কায় গিয়ে ধর্মের উপর পড়াশুনা করে এসেছেন। অবশ্য ধর্ম সম্পর্কে তার কিছু কথা-বার্তা আমার কাছে আজগুবি লেগেছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বললেন, 'পৃথিবী মাছের পিঠের উপর তৈরী হয়েছে' আরও অনেক আজগুবি কথা বার্তা। পরবর্তীতে জানলাম, এগুলো সাধারণভাবে প্রচলিত কাহিনী। তাছাড়া ঈসা (আঃ)-এর আকাশে উঠিয়ে নেওয়া, পূর্বে এমন মানুষ ছিলেন যারা ৪০ মিঃ লম্বা হতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে। আমি ভাবছিলাম এসব আজগুবি গল্প তিনি কেন বলছেন ? তবে শেষে একটা কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন যা আমাকে ব্যথিত করেছিল। তা হল "যার হৃদয়ে কুরআন নেই সে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরের মত"। পরে আমি জানতে পারি যে, এটা একটা হাদীস।

"ইন্নাল্লাযি লাইসা ফি জওয়েহী শাইয়ুম মিনাল কুরআনে ফাল বাইতিল খারেবে (তিরমিযী, ফাযায়েলুল কুরআন)

কথাটা শুনে ঐ মুহূর্তে আমি বেশ অপমানিত বোধ করেছিলাম। কেননা আমি কুরআন

সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তখন আমি প্রতিজ্ঞা করলাম এখন আমাকে জানতে হবে কুরআনে কী আছে। হল্যান্ডে আমার বোনকে লিখলাম কুরআন পাঠাতে, তিনি পাঠালেন। কয়েকমাস আমি সেখানে ছিলাম। কুরআন হাতে পেয়ে অত্যন্ত মনযোগের সাথে পড়া শুরু করলাম। এসময় আমি ঐ বাড়ী ত্যাগ করলাম এবং খুব সুন্দর একটা গীর্জায় গিয়ে উঠলাম। আমি চাচ্ছিলাম না কারো সাথে আমার যোগাযোগ হোক, এক মনে কুরআন পড়তে চাই। মরোক্কোতে অবশ্য এমন সুযোগ পাওয়া মুশকিল। লোকেরা খুব মিশুক, তোমাকে এখানে যেতে হবে ওটা দেখতে হবে ইত্যাদি। আমি বললাম, না আর কারো সাথে দেখা করা নয়, কারো আমন্ত্রণ গ্রহণ করা নয়, একা থাকব এবং কুরআন পড়ব, মনযোগ দিয়ে পড়ব। যখন আমি পড়া শুরু করলাম প্রথম অধ্যায় মাত্র পড়েছি ইতোমধ্যেই বশ মেনে গেছি। আমার মন বলে ওঠলো আরে! এই তো সেই জিনিস যাকে আমি খুজঁছিলাম। এত সুন্দর এবং এত পরিস্কার কথা এতো সেই খোদা কথা বলছেন যার কথা বাইবেলেও পড়েছি। কুরআনের অনেক কথা আমার খুব মনে ধরল; কিছু কিছু অংশ তখনও আমি বুঝি নি। তবে কোন কোন অংশ খুব সহজ বোধগম্য এবং অপূর্ব মনে হ'ল। তা এখন আমি মুখস্থ করা শুরু করলাম। যে সমস্ত আয়াত আমাকে খুব বেশী আকৃষ্ট করেছিল আমি তা লিখে নিলাম। আমার মনে নেই কতদিন এভাবে আমি পড়েছি তবে এটা মনে আছে যে, আমি তখন কুরআন শেষ করিনি। কুরআন পড়ে খুব তৃপ্ত হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। আমি পরিষ্কার বুঝেছিলাম এটা খোদার কথা, সুতরাং আমার উচিত যেমনটি খোদা বলেছেন, তেমন হয়ে যাওয়া। এখন কুরআন পড়ছি এটা জানার জন্য যে, এখন আমার কী করা উচিত। খোদা আমাকে কী করতে বলেছেন। হৃদয়ে কোন সন্দেহ আর অবশিষ্ট ছিল না যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। তখন আমি হল্যান্ডে ফেরত এলাম একইভাবে গাড়ীতে লিফ্ট নিয়ে নিয়ে। ফিরে আসার পথে কিছু মজার ঘটনা ঘটে। অনেক দিন লেগেছিল ফেরত আসতে। একদিন আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কেউ লিফ্ট দেয় কিনা এমন সময় এক মহিলা এসে রাস্তার অপর পাশে গাড়ী থামিয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বলতে পার প্যারিস কোন দিকে ? আমি তাকে বললাম আপনি যেদিকে যাচ্ছেন সেদিকে নয় বরং এই দিকে। আমি তাকে রাস্তা বুঝাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ? আমি বললাম, ঠিক আছে। উঠে বসলাম। এরপর দেখলাম এই মহিলা তো আসলে হল্যান্ডে যেতে চান। একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। কি করে তিনি সেখানে পৌঁছুলেন জানি না, রাস্তা ও তিনি চিনতেন না। যাই হোক এভাবে আমার বাড়ী ফেরার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলো। বাড়ী এসে বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বললাম। জানালাম আমি মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তারা ভাবলেন- সাময়িক আবেগের ব্যাপার কিছুদিন পর এমনি ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আমি খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম এদেশে মাত্র একটি মসজিদ আছে এবং তা ডেনহেগ শহরে। সুতরাং আমি তাদেরকে লিখলাম, তারা আমাকে কিছু লিফ্‌লেট পাঠিয়ে দিলেন। এরপর আমি ফোন করে সময় নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। আকমল সাহেব এবং হাফেজ কুদরতুল্লাহ্ সাহেব সেখানে থাকতেন। আকমল সাহেব ঐ সময় মসজিদে ছিলেন। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং দুই / তিন ঘন্টা ধরে আমাকে বুঝালেন। ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সব কিছু বললেন। আমি শুনে খুব অবাক হলাম। আমি ইসলামে এ জাতীয় ব্যাখ্যা আশা করিনি। আমি ভেবেছিলাম, তারা বলবেন, মুসলমান হলে তোমাকে নিয়মিত মসজিদে যেতে হবে। অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু তারা এসব ব্যাপারে কিছুই বললেন না। বরং বললেন, কিছু অবাক করা কথা-বার্তা। ইসলাম সম্পর্কে আমার যা ধারনা ছিল তেমন কিছুই তারা বললেন না। ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারনায় ছিল ঐসব কল্প কাহিনী যা ইতিঃপূর্বে আমি শুনেছিলাম। কিন্তু তবুও আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম কারণ যে কুরআন আমি পড়েছিলাম তা সেই সর্বোৎকৃষ্ট বই যা আমি ইতিঃপূর্বে দেখেছিলাম। যাইহোক, তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কেও অনেক কিছু বললেন। কিছু বই-পত্রও দিলেন। আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। কি ভেবে এসেছিলাম আর এসব কি শুনছি। কি হচ্ছে আমার সঙ্গে এসব। এরপর বেশ সময় নিয়ে আমি বইগুলি পড়লাম। অবশেষে ১৯৬৮ সালে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি। বিষয়গুলি যখন আমি বুঝেছিলাম তখন আমার খুব ভাল লেগেছিলো। এই তো সত্যিকার অর্থে আমার অন্বেষণে ছিল। এটাই তো ইসলামের আসল ব্যাখ্যা। ঐসব আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করতে হবে না। সেই সাথে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা হল। তুমিও আহমদী সুতরাং তুমিও জানো কী সেই ব্যাখ্যা। আমার জন্য তো আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ আমি একজন খৃষ্টানের ধারণা নিয়ে বড় হয়েছি। এতদিনে আমি বুঝেছি কে ছিলেন ঈসা (আঃ)। তিনি বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন নবী ছিলেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এবং ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়টিও এখন আমার কাছে পরিষ্কার। এ এক অসাধারণ আবিষ্কার। আজও আমি মনে করি এর কোন জবাব নেই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ঃ
এন, এ, শামীম আহমদ, বেলজিয়াম

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য

যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা

মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস্ (মরহুম)

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

সুতরাং মজলিসে আহরারের প্রাদেশিক সভাপতি মুহাম্মদ আলী জলন্ধরী তার এ বক্তৃতায় যা তিনি মুলতান কনফারেন্সে দিয়েছিলেন, বলেন,

"**লা ইকরাহা ফিদ্দীন** এর অর্থ এই যে, কোন কাফিরকে বাধ্য করা যেতে পারে না যে, সে যেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কুফরী পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাকে ইসলামের অনুশাসন পালনে শক্তির সাথে বাধ্য করা জরুরী। যদি সে না মান্য করে এবং ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ করে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। আর তার শাস্তি এই যে, ইসলামী সরকার তিন দিনের মধ্যে তাকে হত্যার ব্যবস্থা করবে (আযাদ, মুলতান কনফারেন্স সংখ্যা, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৫০ ঈসাব্দ মুহাম্মদ আলী জলন্ধরীর বক্তব্য)।

তার এই দলীদের সারাংশ হলো এই যে, যখন কেউ ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছে তখন তার নিকট হেদায়াত ও সৎপথ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং পথভ্রষ্টতাও প্রকাশিত হয়ে গেছে। এজন্যে যদি সে ইসলামকে পরিত্যাগ করে তাহলে সে অবশ্যই হত্যাযোগ্য। যেন যতক্ষণ পর্যন্ত না হেদায়াত সৎপথ ও প্রথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী কারও নিকটে সুস্পষ্ট না হয়ে যা ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করা তার ওপর জবরদস্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী। কিন্তু যখন কারও নিকট সৎপথ ও পথভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার পরে ইহা থেকে পৃথক হতে চায় তখন তাকে বাঁধা দেবার জন্যে যত প্রকার শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হোক না কেন এমন কি তাকে যদি হত্যাও করা হয় তাহলে ইহাকেও জবরদস্তি বলা হবে না। আর এ বিষয়কে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থীও মনে করা যাবে না। শাস্তি নিয়ে সৎপথের সুস্পষ্টতা তো এজন্যে বলা হয়েছিলো যে, এর পরে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাই থাকে না কেননা, ধর্মের ব্যাপারে শক্তিপ্রয়োগ কেবল এই অবস্থায় হতে পারতো যে, হেদায়াতের পথ সন্দেহজনক হয় এবং এর সন্ধান পাওয়া যায় না যেমন কিনা পিতা-মাতা সন্তানের ওপরে এমন সময়ে শক্তি প্রয়োগ করেন যখন পর্যন্ত তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। এবং পার্থক্য করতে পারার পরে শক্তি প্রয়োগ করে না। এভাবেই যখন সৎপথ ও পথভ্রষ্টতা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং আল্লামা আবূ হাইয়ান আন্দালুসি **লা ইকরাহা ফিদ্দীন**। আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

কতক লোক **লা ইকরাহা ফীদ্দিন** এর এই অর্থও করে থাকেন যে, যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে অন্য ধর্ম অবলম্বন করে (অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায়) তখন এমন ব্যক্তিকে ইসলামের জন্যে বাধ্য করা যায় না। আর আবূ মুসলিম ও কিফাল-এর বক্তব্য এই যে, এ আয়াতে করীমা এই অর্থই বহন করে যে, আল্লাহ্ নতুন ঈমান আনার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ ও কঠোরতা করেন না। বরং এর ভিত্তি মানুষের এখতিয়ারে ও শক্তির ওপরে রেখে দিয়েছেন। যখন আল্লাহ্‌তাআলা তৌহীদের দলীল-প্রমাণ খুব সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তখন কারও জন্যে কুফরীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে কোন ওজর-আপত্তির অবকাশ থাকে না। তখনও যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে সেক্ষেত্রে উহার একই প্রতিকার হতে পারে যে, তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এ দুনিয়াতে এমন করা বৈধ নয়। কেননা, ইহা পরীক্ষার স্থান আর শক্তি প্রয়োগ ও জবরদস্তি দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করানোর মধ্যে পরীক্ষার নীতি ভূলুণ্ঠিত হয় এবং **লা ইকরাহা ফীদ্দীন**-এর এই সব অর্থের আল্লাহ্‌তাআলার এ কথা সমর্থন করে **কাদ তাবাইয়ানার রুশদু মিনা গাইই**– অর্থাৎ দলিল প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বর্ণনাসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে। এখন মান্য করবার জন্যে শক্তি প্রয়োগের একটি পথই অবশিষ্ট ছিলো আর ইহা বৈধ নয়। কেননা, ইহা মানুষকে মুকাল্লাফ (যাদের ওপরে শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য) বানানোর নীতির পরিপন্থী। কেননা, জবরদস্তির আকারে সে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়ার অধিকারী হতে পারে না (আল্ বাহরুল মুহীত; ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২)।

ইহা সর্বৈব বিস্তারিত তফসীর যে, ধর্মের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ ও ঘৃণা বৈধ নয়; হোকনা তা ঈমান আনার পূর্বে বা ঈমান নিয়ে আসার পরে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পরে। আর যেভাবে ঈমান নিয়ে আসার জন্যে কারও ওপরে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি নেই ঠিক সে রকমই তাকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁধা দেয়ার জন্যেও শক্তি প্রয়োগের অনুমতি নেই।

এই কথা যে, যখন এক ব্যক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তার পরে উহা পরিত্যাগ করার কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। আর যদি পরিত্যাগ করে তাহলে হত্যার শাস্তির যোগ্য হয়– জ্ঞানতঃ অনুমোদনের যোগ্য নয়। একেবারেই সম্ভব যে, উহাকে একটি ধর্ম-অবলম্বন করার পরে উহার মধ্যে এমন কিছু দৃষ্টিতে আসে যা তার নিজের যাচাইয়ে সত্য বলে সাব্যস্ত হয় না। আর সে ঐ ধর্মকে বিশ্বস্ততার সাথে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম গ্রহণ করার আসল উদ্দেশ্য তো এই হয়ে থাকে যে, মানুষ নিজের অভ্যন্তরে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন পায়। এবং খোদাতাআলার নৈকট্যের সম্মান লাভ করে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি একটি ধর্মকে গ্রহণ করার পরে ঐশী নৈকট্যের কোন অংশও লাভ করে না এবং তার অভ্যন্তরে কোন আধ্যাত্মিক পরিবর্তনও প্রত্যক্ষ করে না তখন কি সে বুদ্ধিমানের মত দূরে সরে যাবে না ? এমন ব্যক্তিকে এ ধর্মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে শক্তি প্রয়োগ ও ঘৃণা দ্বারা কাজ নেয়া হয়। যার সম্বন্ধে সে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা বুঝে নিয়েছে যে, ধর্ম অবলম্বন করার আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আমার ঐ ধর্মে অবস্থান করা দ্বারা লাভ হতে পারে না। আর যখন সে ঐ ধর্মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে না চায় তখন তাকে হত্যা করে দেয়া হয়। এখন শক্তি প্রয়োগ ও ঘৃণার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হবে যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন ধর্মকে, যা একবার গ্রহণ করে নিলে পরে উহাকে পরিত্যাগ করার জন্যে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, গ্রহণ করার সাহস করবে না।

লাইকরাহা ফীদ্দীন– এর এমন একটি অর্থহীন তফসীরকারী এসব কোটি কোটি মুসলমানের প্রসঙ্গে কী বলবেন যারা কেবল মুসলমানদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে মুসলমান আছেন ! এবং তারা কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে মুসলমান হন নি। তাদেরও কি এ অধিকার আছে বা নেই যে, তারা চিন্তা করে এবং নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদেরও ইসলামের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে বা অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করা দরকার। আর যদি তারা নিজেদের জন্যে অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদেরও জবরদস্তি করে ইসলামে রাখা বা মুরতাদ মনে করে হত্যা করে দেয়া আয়াত **লা ইকরাহা ফীদ্দীন**-এর পরিপন্থী হবে, কিম্বা হবে না।

পাকিস্তানে তবলীগের ওপর বিধি-নিষেধ

দ্বিতীয় কথা যার ওপরে আহরাররা জোর দিয়েছে তাহলো এই ঃ

"ইসলামী শাসনের অধীনে অইসলামী ধর্মকে

তবলীগের অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। বিশেষ করে কাদিয়ানীদেরকে। ইহা এজন্যে যে, পাকিস্তানের অধিকাংশই মুসলমান। তাদের মৌলিক মসলা হলো খতমে নবুওয়তকে স্বীকার করা। এতদ্ব্যতিরেকে তাদের ইসলামই শেষ হয়ে যায়। যখন মির্যায়ীরা খতমে নবুওয়তের বিরুদ্ধে তবলীগ করবে তখন নিশ্চিৎভাবে ইহা মুসলমানরা সহ্য করতে পারবে না। এর ফলে শান্তি বিঘ্নিত হবে" (আযাদ, ৯ অক্টোবর, ১৯৫০ ঈসাব্দ)।

আর মুহাম্মদ আলী জলন্ধরী, প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক মজলিসে আহরার স্বীয় পরিপূর্ণ দায়িত্বের সাথে ঘোষণা করেন যে, "মুসলিম রাষ্ট্রে ইহুদী ও খৃষ্টান নিজেদের মতবাদ সম্বন্ধে তবলীগ করতে পারে। এবং অন্যান্য কাফিরদেরও অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কখনও ইহা হতে পারে না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে এক মুরতাদকেও কুফরী ও ইরতেদাদের তবলীগের অনুমতি দেয়া হয়" (আযাদ-এর কনফারেন্স সংখ্যা, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৫০, মুহাম্মদ আলী জলন্ধরীর বক্তৃতা)।

প্রাদেশিক মজলিসে আহরারের সভাপতির এ ঘোষণার চে' অধিক দায়ীত্বহীন ও বোকামীপূর্ণ ঘোষণা আর কোন হতে পারে না। এক দিকে তো তারা ইহুদীদের খৃষ্টানদের, হিন্দুদের, বুদ্ধদের, মাজুসীদের এবং নাস্তিকদের জন্যে মুসলমানদের মাঝে তবলীগের অধিকার স্বীকার করে যেন তারা মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানাতে পারে আবার অন্য দিকে ঐ বক্তৃতায়ই ইহাও বলে, "ইসলামে আইনগতভাবে মুরতাদ ও বিদ্রোহীর শাস্তি এই যে, ইসলামী সরকার ৩ দিনের মধ্যেই তাকে হত্যা করে ফেলে"।

এখেকে বোকামীপূর্ণ ও বিরোধাত্মক ঘোষণা আর কিইবা হতে পারে যে, একদিকে তো মুসলমানদের মুরতাদ বানাবার জন্যে অমুসলমানদের তবলীগের অনুমতি দেয়া হয় আর অন্য দিকে এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, যে মুরতাদ হবে তাকে পাকিস্তান সরকার তিন দিনের মধ্যে হত্যা করে দিবে।

এ বক্তৃতায় মজলিসে আহরারের প্রাদেশিক সভাপতি আহমদীদের প্রসঙ্গে ইহাও বলেন যে, "এদের কুফরীর কারণ অন্যান্য কাফিরদের চেয়েও অধিক"।

আর এহেন কথা ইহুদীদের মুখ দিয়ে কুরআন মাজীদ মুসলমানদের ব্যাপারে বলিয়েছে।

আহলে কিতাব (ইহুদী) কাফিরদের সম্বন্ধে বলে যে, এরা এসব লোক থেকে যারা ঈমান নিয়ে এসেছে (অর্থাৎ মুসলমান থেকে) অধিক সঠিক পথে রয়েছে" (সূরাতুন্ নিসাঃ ৫২ আয়াতাংশ)

মুসলমান ইহুদীদের ন্যায় একত্ববাদের প্রবক্তা ছিলো। তাদের নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপরে ঈমান আনতো এবং মক্কার কাফিররা মূর্তি পূজক ছিলো এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তের অস্বীকারকারী। কিন্তু এতদ্ ব্যতিরেকেও ইহুদীরা বলতো, মক্কার কাফিররা মুসলমান থেকে উৎকৃষ্টতর এবং অধিক সঠিক পথে ছিলো। হুবহু এভাবেই আহমদী আল্লাহ্‌কে **ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু** (শরীফ বিহীন) উপাস্য হিসেবে মান্য করে। কুরআন শরীফকে সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ মান্য করে। আর আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মনে-প্রাণে সাইয়্যেদুল মুরসালীন (নবীদের নেতা) খাতামান্নাবীঈন (নবীদের মোহর) বিশ্বাস করে থাকে। নামায রোযা প্রভৃতি ইসলামী আদেশসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। এতদ্সত্বেও আহরাররা বলে, আহমদীদের কুফরী সব কাফিরদের চেয়ে অধিক। আর খৃষ্টানরা যারা ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে নাউযুবিল্লাহ্ মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী মনে করে এবং হিন্দুদের, যারা অংশীবাদী এবং খোদার সব নবীদের অমান্যকারী, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে উৎকৃষ্টতর। **তাশাবাহাত কুলুবুহুম–** তারা সদৃশ্য হৃদয়ের তবলীগের ওপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি আহরাররা উপস্থাপন করেছে, উহা তা-ই যা আর্চ বিশপ আরর্ন্ডল ১৪০০ ঈসাব্দে প্রবর্তন করেছিলো ঃ

আর নিম্নোক্ত আইন বিভিন্ন প্রদেশে জারী করা হয়েছিলো!

"যদি কোন ব্যক্তিকে চার্চের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে তবলীগ করতে পাওয়া যায় তাহলে তাকে চার্চ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং তাকে নাস্তিক ও ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত করা হবে। আবার কোন ব্যক্তিকে যদি ওয়েক্লিফ বা তার শিষ্যদের পুস্তকাদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র লাভ করা ব্যতিরেকে পড়াতে দেখা যায় তাহলে সে-ও আইন বিরোধী কাজ করেছে বলে মনে করা হবে" (হিষ্ট্রি অব প্রিষ্ট ক্রাফ্‌ট ইন আল্ এজেসঃ প্রণেতা ঃ উইলিয়ম হিউইট, পৃষ্ঠা ১১০)।

অতএব আহরারীরা খৃষ্টানদের অনুসরণ করে ঐ কথাই উপস্থাপন করেছে যা কিনা আর্চ বিশপ আরর্ন্ডল তাঁর ক্ষমতাকালে আইনানুগ করে নিয়েছিলো। আর ইহা কতই না সাদৃশ্যপূর্ণ যা কিনা আহরারী মৌলবী এবং খৃষ্টান বিশপ ও পাদ্রীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এর সাথে সাথে ইহাও বলে যে, ইসলাম একটি তবলীগী ধর্ম। সুতরাং ১৯৫০ সনের ১লা আগষ্ট যেসব আহরারী নেতারা সুলতান শহরে বক্তৃতায় বলেছে। এদের মধ্যে একজন বলেছে ঃ "ইসলাম একটি তবলীগী ধর্ম এবং পরিপূর্ণ ধর্ম যা কিনা সমস্ত বাতিলকৃত ধর্মগুলোকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে ..... ইসলাম একটি তবলীগী ব্যবস্থাপনা যা কিনা খোদার দিকে পথ প্রদর্শন করে। এজন্যে পাকিস্তানের আহরার ইসলামের মজলিসে আমেলা পাকিস্তানের আইন পরিষদের নিকট এ দাবী করে যে, "পাকিস্তানে অমুসলিম তবলীগী সংগঠনগুলো বিশেষ করে মির্সায়ীদের তবলীগী প্রচারনার ওপরে পুরোপুরি বিধি নিষেধ আরোপ করা হোক। যেন দেশে মুরতাদের ফিতনা সৃষ্টি না হয় এবং মুসলমানদের জবাব দেবার কার্যক্রম গ্রহণ করতে না হয়" (আযাদ, ১০-৮-১৯০০)।

যখন মানুষ মিথ্যা কথা বলে তখন তার বুদ্ধিজ্ঞান লোপ পায়। দলীলের যথার্থতাও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বলা হয়, যেহেতু ইসলাম তবলীগী ধর্ম- তাই অন্য ধর্মকে তবলীগের অনুমতি থাকা উচিত নয়। বরীঁ আকলো দানেশ বেবায়াদ গেরেস্তঃ অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি দেখে কাঁদা উচিত।...

এবং ন্যায় বিচারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এ কথাকে যথার্থ বলে মানতে পারে। নিজের জন্যে তো অমুসলিম সরকারদের নিকট থেকে এ প্রত্যাশা রাখে যে, তারা তবলীগের অনুমতি দেয় কিন্তু একই নিঃশ্বাসে ইহাও বলে যে, মনে রেখ ইসলামী শাসনাধীনে অন্য কাউকে তবলীগের অনুমতি দেয়া হবে না। এখেকে অনর্থক ও বাজে দাবী আর কী হতে পারে। আর ইহা কুরআনে শরীফের শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফল। কেননা কুরআন মাজীদ তো অমুসলিমকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে ঃ

অর্থাৎ "যদি তোমরা তোমাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মকে সঠিক মনে করো তাহলে তো এর ওপরে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করো। তারা এই ঘোষণা করে ঃ

"সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে আর ইহার উত্তম অংশের অনুসরণ করে, তারাই ঐ সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান" (সূরাতুল যুমার ঃ ১৮-১৯ আয়াতাংশ)

উত্তম অংশের অনুসরণ করার অর্থ ইহাই যে, বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা যখন নিজ নিজ কথা উপস্থাপন করে তখন তারা ওগুলোর মধ্য থেকে উত্তম কথাকে মেনে নেয় এবং বলে ঃ

"তোমরা প্রজ্ঞা ও সুদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করো যা সর্বোত্তম" (সূরাতুন্ নাহল ঃ ১২৬)।

আর এ বিতর্কের সুযোগ তো তখনই হতে পারে যখন কিনা অমুসলিমের নিজ নিজ ধর্মের অবলীগের অধিকার লাভ হয়। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

স্মৃতির পাতার অনেক কথা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৭৬তম সালানা জলসার কয়েকদিন আগে হঠাৎ জলসাপোলক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন সাব কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা আমার হাতে এসে পড়ে। তাতে আমি দেখতে পেলাম আমাকে গেষ্ট হাউজ সাব কমিটির সদস্য-সচিব করা হয়েছে। মনটা আনন্দ এবং অজানা আশংকায় সহসাই কেঁপে উঠল। আনন্দিত হলাম এজন্যে যে, হুযূর আকদস (আইঃ)-এর প্রতিনিধির সাথে সর্বক্ষণ থাকার সুযোগ পাব এবং খেদমত করার অফুরন্ত সময় পাবো। অন্যদিকে মনটা কেঁপে উঠল এ ভেবে যে, যে গুরু দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে তা কি আমি ঠিকমত পালন করতে পারব ? গেষ্ট হাউজ সাব কমিটির আহবায়ক ছিলেন মাসুম ভাই। সদস্য হিসাবে ছিল চপল ও তসলিম। মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে, যাদের সাথে যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সমঝোতা রয়েছে তারা সবাই-ই এতে রয়েছে। তাই যেকোন পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে। জলসার আগের শুক্রবার পর্যন্ত মাসুম ভাই এসে পৌছায়নি। তাই আমাকেই সদস্য সচিব হিসাবে বিভিন্ন সাব কমিটির আহবায়কের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে হল। ন্যাশনাল আমীর সাহেব উক্ত সভায় সকল কমিটিকে কিভাবে কাজ করবে সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেন। জানতে পারলাম মাসুম ভাই-জলসার আগের দিন আসবেন। তাই টাকার জন্য রিকুইজিশন দিলাম। এবং (কেয়ারটেকার সাহেবের) নাসের মামার সহায়তায় তাঁকে সঙ্গে করে ২/২/২০০০ তারিখে গেষ্ট হাউজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলাম। ঐদিনই বিকালে ব্যাগসহ এক মাসের জন্য চলে আসি আঞ্জুমানে। চপল ও তসলিম যেহেতু জলসার অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল তাই এনাম নামের নাটোরের একটি ছেলেকে (বর্তমানে সে মিরপুর মজলিসের সদস্য) গেষ্ট হাউজের কাজের জন্য বলি। সে আন্তরিকভাবে রাজী হয় এবং সাথে সাথে তাকে নিয়ে গেষ্ট হাউজ ঝাড়ামোছার কাজে লেগে যাই। রাত ১:০০ টা পর্যন্ত আমরা কাজ করে ঐদিনকার মত কাজ শেষ করি। ৩/২/২০০০ তারিখে সকালে হুযূরের (আইঃ) প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসির আহমদ; নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ বাংলাদেশে আসবেন তাই সকাল থেকেই সবার মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছিল। সেই সাথে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর মোহতরম মাশরেক আলী মোল্লা সাহেব ও কলিকাতার আমীর সাহেব শাহজাদা পারভেজ আহমদ সাহেবও আসবেন। মাসুম ভাই রিসিপশনের জন্য বিমানবন্দরে চলে যায় জামাতের অন্যান্যদের সাথে। আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। এক সময় খবর এলো শাহ্জাদা পারভেজ আহমদ সাহেব আসছেন না। এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর সাহেব বিকালে আসবেন। দুপুর ১২:৩০টার দিকে হুযূর (আইঃ)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব বকশীবাজার কেন্দ্রীয় মসজিদে এসে পৌছান। তিনি আসার পর সবার সাথে বাংলায় কেমন আছেন ? কি খবর ? ভালো তো ? ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে কুশল বিনিময় করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইতিঃপূর্বেও দুইবার সদর মুরুব্বী হিসাবে কাজ করেছেন। এছাড়াও, উগান্ডা, ইন্দোনেশিয়ায় সদর মুরুব্বী হিসাবে কাজ করেছেন। সফর করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। তিনি বাংলা, ইন্দোনেশিয়ান, ইংরেজী, আরবী, ফারসী, উর্দূ ভাষা জানেন। অমায়িক, সদা হাস্যোজ্জ্বল, প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী তিনি। কোন কাজের জন্য কখনো রাগ করেন না বা খুব তাগিদ দেননা। অথচ নামাযের ব্যাপারে একেবারেই আপোষহীন। যাক্ যেকথা বলছিলাম- পরের তিনদিন জলসা উপলক্ষ্যে তাঁর ব্যস্ততা ছিল। তাছাড়া সারাটা ফেব্রুয়ারী মাসই কেটেছে বিভিন্ন জামাত সফর ও জলসায় যোগদানের মধ্য দিয়ে। অনেকেই জানতে চেয়েছেন তাঁর দৈনিক রুটিন কেমন ছিল ? তিনি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের পর ঘন্টাখানেক তেলওয়াত করতেন। ফজরের নামায সেরে তিনি হাঁটতেন। হাঁটার পর তিনি আবারো তেলাওয়াত করতেন। এরপর ঘন্টাখানেকের মত ঘুমাতেন। ঘুম থেকে জেগে নাশ্‌তা করতেন এবং খবরের কাগজে চোখ বুলাতেন। প্রতিদিনই কোন না কোন ন্যাশনাল সেক্রেটারীর সাথে তাঁর মিটিং থাকতো (যদি তিনি সফরে না থাকতেন।) সে সময়টা তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ১১.০০টার দিকে এককাপ চা পান করতেন। গোসল সেরে যোহরের নামায আদায় করতেন। এরপর খাবার আনতে আনতে তিনি কিছুক্ষণ কুরআন শরীফ পড়তেন। খাবার শেষে কোন সাক্ষাত না থাকলে কুরআন শরীফ পাঠেই রত থাকতেন। আসর নামাযের আগ পর্যন্ত তিনি তেলওয়াত করতে থাকতেন। আসরের নামাযের পর খানিক তেলাওয়াত করে মিটিং করতেন। সে সময় তিনি চা পান করতেন। সাথে হালকা নাশ্‌তা। মিটিং শেষে তিনি ওযু করে একেবারে মাগরিবের আগ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন। মাগরিবের নামাযের পর তেলাওয়াত করে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বা জামাতী কোন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ওযু সেরে এশার নামায আদায় করে খাবার দেবার আগ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন। খাবার শেষ করে ঘন্টাখানেক হাঁটতেন এবং ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ পান করতেন। আবার শেষ রাতে জেগে শুরু হতো তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম।

মাশরেক আলী সাহেবকেও খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি জলসার তিন দিন ছিলেন। জলসা শেষে তিনি ভারত চলে যান। তবলীগের ময়দানে জীবন্ত কিংবদন্তি মাশরেক আলী সাহেবকে দেখলাম। এতো বড় কাজের অংশীদার হয়েও একটু অহংকার নেই। সদালাপী, মিষ্টভাষী নয়নাভিরাম এক ব্যক্তিত্বকে দেখলাম। হৃদয়ে প্রশান্তি আসে তাঁকে দেখলে। আন্তর্জাতিক বয়াতে হুযূরের (আইঃ) হাতে যে কয়জন সৌভাগ্যবানদের হাত থাকে তাঁদের মধ্যে দু'জনকেই আমি এই জলসায় যে শুধু দেখলাম তা-ই নয় বরং কাছে থেকে তাঁদের খেদমত করারও সুযোগ পেয়েছি।

আমাদের ব্যাপারে কিছু বলছি। মাসুম ভাই এসে জানালেন তিনি তাঁর নিজস্ব জামাতী ব্যস্ততার কারণে গেষ্ট হাউজের কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়াতে পারবেন না। তিনি পটুয়াখালীতে জুনিয়র সদর মুরব্বীর দায়িত্ব পালন করছেন। তাই অজানা উৎকণ্ঠা আবারো বেড়ে গেল। কারণ আমাকেই গেষ্ট হাউজের চার্জে থাকতে হবে এবং বিশেষভাবে হিসাবপত্র দেখতে হবে। আমি কোনদিনই হিসাবে ভালো ছিলাম না। আর গেষ্ট হাউজের এই এত টাকার হিসাব এটা আমার জন্য ছিল রীতিমত এক ভীতিকর ব্যাপার। যাক্ খোদার অশেষ রহমতে আমি শেষ পর্যন্ত ঠিকভাবেই একাজটি সমাধা করতে পেরেছিলাম। গেষ্ট হাউজ এ এক মাস কাজ করার সময় ভিতরকার দিক অর্থাৎ খাবার নিচ থেকে উপরে আনা, থালা বাসন অধিকাংশ সময় ধোয়া ইত্যাদি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করেছে এনাম। হরতালের মধ্যেও গেষ্ট হাউজ এর বিভিন্ন বাজার পত্রাদি যে সময় প্রয়োজন হয়েছে তসলিম, চপল, মামুন এরা নির্দ্ধিধায় সম্পন্ন করেছে। এদের সবাইকে খোদাতাআলা জাজায়ে খায়ের দান করুন।

আমরা ডিউটি দেবার সময় যখন তিনি কোথাও হেঁটে যেতেন হুযূরের (আইঃ) প্রতিনিধির সামনে থেকে লোক সড়িয়ে দিতে চাইলে তিনি বাধা দিতেন। খুব সাদাসিধেভাবে চলার অভ্যাস তাঁর।

অথচ তাঁর প্রপিতামহের প্রপিতামহ ছিলেন রাজা রাওয়াল আহমদ। যার নামে বর্তমানের পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির নামকরণ করা হয়েছে।

কোন জায়গায় বের হওয়ার আগে স্যার [হুযূরের (আইঃ) প্রতিনিধিকে আমরা স্যার বলে ডাকতাম] আমাকে জিজ্ঞেস করতেন কি পড়বেন। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করার খাতিরে জিজ্ঞেস করতেন না। আমি যেটা বলতাম তিনি তা-ই পরিধান করতেন। ওযূ করার সময় তাঁর টুপিটা আমার মাথায় রেখে ওযু করতেন। সব সময় আমার গালে হাত দিয়ে আদর করতেন। তিনি আমাকে একটা জিন্নাহ্ ক্যাপ, একটা শার্ট, একটা ডাইরী ও একটা Address Book Gift করেন। আমার কাছ থেকে রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল সংগীত শুনতেন। শহীদদের পরিবারের সাথে সুন্দর বনে তাঁর সাক্ষাত আমার মানসপটে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমৃত্যু। মানুষ কতটুকু আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে পারে এবং ধৈর্যের সাথে কথা শুনতে পারে তা তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করাই কষ্টকর হতো। সুন্দরবন জলসায় তিনি যখন সুন্দরবনের Guest House -এ অবস্থান করছিলেন তখন সুন্দরবনের খাদেমগণ কিছুক্ষণ তাঁর সাথে ডিউটিতে ছিলেন। এছাড়া নিয়মিত তাদের ডিউটিতো থাকতোই। ঐ অবসরে আমি তসলিমের দাদা-বাড়ী, নানা-বাড়ী ও আরো কয়েক জায়গা বেড়িয়ে আসি। গেষ্ট হাউজ-এ ফেরার পর উনি আমাকে বললেন, "ওয়-হো-ই-জোয় তুমি আমার কেমন বন্ধু হলে ?" তাঁর এ কথাটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। ঢাকা গেষ্ট হাউজে-ও তিনি একবার বলেছিলেন "ওয় হোই জোয় তুমি আমার কেমন ছেলে হলে ? চা টা খাওয়াও তো।" তিনি আবার চানাচুর ও মুড়ি তেল পেঁয়াজ দিয়ে খেতে পসন্দ করতেন। সেটা ফাঁকে ফাঁকে খেতেন। এছাড়া ডাবের পানি পসন্দ করতেন। কোন প্রকার ঠান্ডা পানীয় তিনি পান করতেন না। খাওয়া দাওয়া বাঙালিদের মতই তবে খুব অল্প খেতেন। আমরা যে দিন সুন্দরবন গেলাম এর আগের দিন রাতে ঢাকা থেকে মাইক্রোবাস যোগে রওয়ানা দেই। ভোরে যশোরে আমরা থেকে যাই। আর অন্য দু'টি মাইক্রোবাস চলে যায় সুন্দরবনে। স্যার ঢাকা থেকে যশোর বিমানযোগে আসেন ও যশোর থেকে আমরা এক সাথে সুন্দরবনের পথে রওয়ানা দেই। সুন্দরবনে ঐদিন বৃষ্টি হয়েছিল বিধায় ২ মাইল জায়গা হেঁটে যেতে হয়। তিনি রাতে এই কর্দমক্ত পথে হেঁটে রওয়ানা হন। স্থানীয় খাদেমগণ তাকে শত অনুরোধ করেও মোটর সাইকেলে বসাতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন যে, হুযূর (আইঃ)-এর নিষেধ রয়েছে যে, সদর মুরব্বীরা যেন মোটর সাইকেলে না চড়ে। ঐ দিন হাঁটতে হাঁটতে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, জামেয়াতে পড়ার সময় তিনি একদিনে ৮০ মাইলের মত হেঁটে ছিলেন। যা জামেয়ার ইতিহাসে রেকর্ড। সুন্দরবনে এই কাঁদা-মাখা রাস্তার মধ্যে কিছু রাস্তা তিনি বাইসাইকেল চালনা করে যান। সুন্দরবন পৌঁছেই সোজা Stage-এ চলে যান। জলসায় বক্তৃতা শেষ করে এরপর বিশ্রাম নেন অন্যান্য রুটিন ওয়ার্ক সেরে। তিনি সময়ের প্রতি এত মনোযোগী যে, তা না দেখলে বোঝা যাবে না। পরদিন সকালে শহীদগণের কবর যিয়ারত করার প্রোগ্রাম। তিনি সময়মত বেড়িয়ে পড়লেন। অনেকেই তৈরী হয়ে কবরস্থানে পৌঁছতে পৌঁছতে তিনি দোয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। সুন্দরবনে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সাথে খাবার খেয়ে নিবে। ঘুমাবেও আমার রুমে।" অর্থাৎ আমি যেন তাঁর প্রোগ্রামগুলোতে তাঁর সাথে থাকিতে যাতে বিলম্ব না হয়। আমি অবশ্য গেষ্ট হাউজ-এর অন্যদের সাথেই খেতাম এবং ঘুমাতাম। সুন্দরবন থেকে তিনি খুলনা যান। আমারও তাঁর সাথেই যাবার কথা। কিন্তু উনি বললেন, "তুমি প্রথমবার সুন্দরবন এসেছ। তাই বন না দেখে তোমার যাওয়া হবে না। এটা আমার আদেশ।" সুপ্ত বাসনা আর তাঁর আদেশ দু'য়ে মিলে একাকার হয়ে গেল সুন্দরবনের গহীন জঙ্গলে। বন দর্শন হলো আমার আর সেই সাথে নিস্তব্ধ নির্জনতাও দেখলাম। সবই স্যারের বদৌলতে। স্যার প্রায়ই আমার কাছ থেকে নযম শুনতেন। তাই তিনি আমাকে সুন্দরবনে নযম গাওয়ার জন্য বললেন। আমি জলসায় নযম গাইলাম। তিনি সে নযমের উচ্চারণ আগেই ঠিক করে দিয়েছিলেন।

স্যারের সাথে চট্টগ্রাম ও যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর সাথে রাঙামাটি যাই। জলসায় তাঁর ব্যস্ততা ছিল দারুণ। এর মাঝেও আমাদের সবার খোঁজ-খবর ঠিকই রাখতেন। তিনি যখন ৭০ সনে এখানে সদর মুরব্বী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তখন তাঁর পোষ্টিং ছিল চট্টগ্রাম। এখানকার বান্দারবন এলাকার কিছু ছেলেকে তিনি আঞ্জুমানে এনে রেখেছিলেন। এরা বয়াত করেছিল এবং নামায পড়তো-আযান দিতো। তাদেরই একজন যখন শুনল যে, তিনি চট্টগ্রাম এসেছেন তখন মায়ের অসুখ-মেয়ের বিয়ের ব্যস্ততা ফেলে ছুটে এসেছেন তাঁর সাথে দেখা করতে। আমি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, কতটুকু আন্তরিকতা আর ভালবাসা প্রদর্শন করে থাকলে একটা লোক এত বছর পরেও ভুলতে পারে না বা স্মৃতিপটে একটুও ধুলো জমেনা। স্যারের সাথে বিভিন্ন জামাতে ট্যুরে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি প্রতিটি জামাতের সমস্যা শুনতেন এবং সমাধান দিতেন সাথে সাথে। এত দৃঢ় পদবিক্ষেপ আর দক্ষ ব্যবস্থাপনা সত্যিই যার জুড়ি মেলা ভার। তিনি আমাকে Autograph দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন – "আল্লাহ্‌তাআলার সাহচর্যের চেয়ে বড় কোন জিনিস এই পৃথিবীতে নেই।" আল্লাহ্‌তাআলার সাহচর্য লাভের বিভিন্ন উপায় ও আমল করা আমি উনার আচরণ ও আমল দেখে শিখেছি। আমার কাছে ভাষা নেই-যা দিয়ে আমি সেই সব গুণের কথা বর্ণনা করতে পারি যা স্যারের সাথে কাটানো এক মাসে আমি দেখেছি। হৃদয়ে উপলব্ধি ছাড়া আর স্বচক্ষে দর্শন ছাড়া তা বোঝা কারো পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না। স্যারের বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল মনটা ততই খারাপ হচ্ছিল। তাঁর কাছে দোয়া চেয়েছি। যাবার আগের দিন তাঁর সুটকেস গুছিয়ে দিলাম। যাবার আগের দিনও তিনি MTA-এর জন্য প্রোগ্রাম দিলেন। পরদিন সকালে PIA-এর একটি ফ্লাইটে করে তিনি বিদায় নেন। যে আগমন ঘটেছিল স্নিগ্ধ, কোমল হাসিতে, যে আগমন ঘটেছিল শত প্রত্যাশাকে সামনে রেখে, যে আগমন ঘটেছে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বন্যা নিয়ে, যে আগমনে ফুটেছিল হৃদয়ের বাগানে ফুল, সে বিদায় ঘটল চোখের জলে। শত চেষ্টায়ও সংবরণ করতে পারিনি চোখের জল। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ আর আন্তরিক অভিব্যক্তি সব কিছু ফেলে চলে যেতে হয়- চলে যায়। আর দিয়ে যায় কিছু সোনালী স্মৃতি, যে স্মৃতিপটে কখনো ধুলো জমবেনা। হৃদয়ে বাঁধানো আছে একজনের ছবি যে ছবি কোনদিন ম্লান হবেনা। একটুও মুছবেনা। শুধুই স্মৃতিকে করবে আরো সমুজ্জ্বল-চির ভাস্কর।

– মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবিব (জয়)

মাওলানা রাজা নাসির আহমদ, নায়েব ইসলাহ্ ও ইরশাদ-এর সাথে এহসানুল হাবিব (জয়)

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(৪৭তম কিস্তি)

ওজন ও মাপ ঃ

ওজন বা মাপের সাথে আমরা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছি। অতি প্রাচীনকাল হতেই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের বহু দ্রব্যাদির বেঁচাকেনায় ওজন ও মাপ ব্যবহার হয়ে আসছে। বিক্রেতারা যদি ওজন ও মাপে কম দেয় বা পাল্লা, বাটখারা ও মাপকাঠি বা ফিতাতে কম দেয়ার ব্যবস্থাদি করে রাখে তবে তাতে ক্রেতাদের তারা ঠগাতে পারে বটে তবে তারা নিজেদের নৈতিকতাকে হত্যা করে থাকে। তারা যে ধোঁকাবাজ, ঠগ, বিশ্বাস ভঙ্গকারী তা সাধারণ ক্রেতারা না জানলেও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্ দেখেন, জানেন তাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাদের নীতিহীনতা সম্পর্কে যে সব কথা বলা হলো তা সর্ব যুগের জন্যই প্রযোজ্য। আধুনিকতার যত বড়াইই করা হোক না কেন, যে পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন কিছু আবিষ্কার ও আয়ত্ব না করতে পারবে যা দ্বারা বিক্রেতারা ওজন ও মাপে কম দিলেও ক্রেতারা পুরোপুরি পেয়ে যাবে সে পর্যন্ত বিক্রেতারা জঘন্য অনৈতিকতা হতে উদ্ধার পাবে না। ওজন, মাপ ও পাল্লা বাটখারায় সততা রক্ষার জন্য কুরআনে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা কোন যুগেই বর্জনীয় হতে পারে না। কুরআন বলছে (বাংলা তর্জমা) ঃ 'এবং যখন তোমরা মাপিয়া দাও, মাপ পূর্ণরূপে দাও; এবং সঠিক দাড়ি পাল্লায় ওজন করিয়া দাও, পরিনামে ইহাই কল্যাণজনক এবং সর্বোত্তম।' (১৭ঃ৩৬) কল্যাণজনক ও সর্বোত্তম কথা দু'টো নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবা যাক। যে ব্যক্তি এক জিনিষের বিক্রেতা সে ব্যক্তি অন্য জিনিষের ক্রেতা। বিক্রেতাই যদি ওজন ও মাপে ঠকায় তবে উপরোক্ত দু'জনই ঠকে থাকে। প্রকৃত মু'মিন বান্দা কখনও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি কুড়াতে চায় না। তিনি কখনও অন্যায় পথে বৈষয়িক লোভ-লালসার শিকার হয়ে নৈতিকতা বর্জন করবেন না। তেমনি মানবতায় উজ্জীবিত ব্যক্তিও জেনে শুনে মানুষকে ঠকাতে পারেন না। এতে সমাজে তারা যত বড় সেকেলে হিসেবেই পরিচিত হোন না কেন। উপরোক্ত দু'টো শব্দে সৎ ব্যবসায়ীকে অতি উচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। কুরআনের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে (বাংলা তর্জমা) ঃ 'এবং মিদিয়ানবাসীদের নিকট (পাঠাইয়াছিলাম) তাহাদের ভাই শোআয়াবকে। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবূদ নাই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ এবং ওজন পুরা দাও এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিষপত্র কম দিওনা এবং পৃথিবীতে উহার সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না; ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, যদি তোমরা (মু'মিন হইয়া থাক') (৭ঃ৮৬)। মানব সমাজে চূড়ান্ত বিশৃংখলার সময়েই নবীর আগমন হয়ে থাকে। আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি মানুষকে শৃংখলায় আসার পথ দেখান। সংশোধনের পর ধীরে ধীরে আবার মানুষ পথ হারায়। শত শত বছর আগে প্রদত্ত মাপ ও ওজন সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর শিক্ষা আজও সমভাবে প্রযোজ্য। কুরআন সে কথা তুলে ধরেছে। আবারও মু'মিন হওয়ার তাগিদ দিয়েছে। আজকাল শতকরা নয়, হাজারে দু'চারজন সৎ ব্যবসায়ী খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা এত সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিশ্বজোড়া এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সুসংগঠিত মু'মিনদের এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান বিশ্বে খেলাফতের অধিকারী একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই পথ দেখাতে পারে বাস্তব উদাহরণ দ্বারা।

এখন এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে যা আমাদের কল্যাণ অকল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসব বিষয়ে গত ১০/১২ বছরে কয়েক হাজার 'পেপার কাটিংস' জমেছে। গণধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ, যৌতুকের দাবী, প্রেমের ঠুনকু আহবানে সাড়া না দেয়ায় বা বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখানের অপরাধে (?) এসিড নিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষের (সবাই নারী) মুখ মন্ডল ও দেহ ঝলসিয়ে দেয়া এসব বিষয়ে কিছু লেখালেখি করলে কয়েকজন বন্ধু বল্লেন এসব ঘটনা সবই যে সত্য তা সন্দেহাতীত-ভাবে বলা যায় না। উত্তরে বল্লম- সবই যে মিথ্যা তাও তো বলা যায় না। এমন অনেক ঘটনা আছে যা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয় না, তাও তো অস্বীকার করা যায় না। তা'ছাড়া মোকদ্দমার রায়কে তো গ্রহণ করতে হবে। গত ২/৩ বছর যাবত এসব বিষয়ে মোকদ্দমার যেসব রায় চোখে পড়েছে ওসবের কাটিংস সংখ্যাও দেড় শতাধিক অতিক্রম করেছে। এসব নিয়ে বিতর্কে না গিয়েও অনায়াসে বলা যায়। দিনদিন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নৈতিকতার সর্বগ্রাসী পচন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সমাজ যেন মনুষ্যত্ব বর্জিত খুনী সমাজের রূপ ধারণ করছে। এসব নিয়ে কয়েক ভলিউম লিখেও কোন কিনারায় পৌছা যাবে বলে মনে হয় না। বার্ধেক্যজনিত কারণে এ লেখকের পক্ষে এরূপ লেখার সুযোগ, সময় এবং সামর্থ্য নেই। তাই যথা সম্ভব সংক্ষেপে প্রধান কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অবস্থা যা-ই হউক না কেন আমাদেরকে মানুষের উপর আস্থা হারালে চলবে না। বিবেক জেগে উটবেই। মনুষ্যত্ব ফিরে আসবেই। ইতিঃপূর্বে ওজন ও মাপে ঠকানোর বিষয়ে বলা হয়েছে। এতে প্রধানতঃ আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে। অপরপক্ষে নকল ও জাল-ভেজাল খাদ্য গ্রহণে আমাদের জীবনই নানাভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। এসব ওজনে কম দিলে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। তাই বলে এসব ক্রিয়াকান্ডকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করা যায় না। আলোচনার বিষয়াদিতে যাওয়া যাক।

মজুদদারি, ধোঁকাবাজি বড়ই ঘৃণ্য কাজ ঃ

সহজ অর্থে মজুদদারি হলো জমা করে রাখা। এর বিভিন্ন রূপ আছে। যেমন সোনা রূপা মজুদ করে রাখা, টাকা-পয়সা জমিয়ে রাখা। অর্থাৎ এসবকে নিজের কাছে জমিয়ে রেখে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা। অথচ চালু থাকলে এসব দ্বারা সমাজ নানাভাবে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারে। ব্যবসায়ীরা অতিলাভের লোভে পড়ে কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রী মজুদ দ্বারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ও উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে স্বল্প সময়ে ধনী হওয়ার পথ খুঁজে। তাতে জন সাধারণ বিশেষ করে গরীবদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকে না। এরূপ অভিজ্ঞতা কমবেশী সবারই জানা আছে।

মজুদদারি কত ভয়ানক রূপ নিতে পারে সে অভিজ্ঞতা মাঝেমধ্যে আমাদের হয়ে থাকে বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সময়ে সাধারণতঃ

দুর্ভিক্ষ দু'কারণে ঘটে থাকে যেমন প্রতিকুল আবহাওয়ায় খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ অতিলোভে আক্রান্ত ব্যবসায়ীদের কারসাজি তথা যত পারা যায় খাদ্য মজুদ করে ধরে রাখা ও নানা গুজব ছড়িয়ে ক্রেতাসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তোলা। তখন তারা লাগামহীনভাবে দর বাড়িয়ে লাভবান হয়ে থাকে। এরূপ মজুদ দারির চূড়ান্ত রূপ আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছি গত পঞ্চাশের মনন্তরে। এমন কি কমবেশী ভুক্তভুগীও হয়েছি। তখন দুই বাংলা মিলে ছিলো ভারতের অঙ্গ বঙ্গপ্রদেশ। দ্বিতীয় মহাযুক্ত চলছে। যুদ্ধের অজুহাতে মানুষের ('অমানুষের' বলাই যুক্তি সংগত) সৃষ্ট এ ছিলো এক ভয়াবহ মহা দুর্বিপাক। ১৫ লক্ষাধিক আদম সন্তানকে খাদ্য না পেয়ে ধুকে ধুকে করুন মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তখন পত্রিকাদিতে এ কথা বলা হতো যে, যুবকরা যাতে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয় এরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্যই বৃটিশ সরকার এদেশীয় দোসর বেনিয়াদের মাধ্যমে এ দুর্যোগ সৃষ্টি করে। তখন সামান্য খাদ্যের জন্য মা তার প্রাণতুল্য সন্তানকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে, পথে-ঘাটে ফেলে রেখে দায়মুক্ত হয়েছে। নিজ হাতে হত্যা করে একথার অকাট্য প্রমাণ রেখে গেছে যে, বুভুক্ষার করালে নিষ্ঠুরতা হতে পবিত্র মাতৃ স্নেহও রেহাই পায়নি। তখন আরো দেখেছি ক্ষুধার তাড়ানায় প্রেমময় স্বামী স্ত্রীকে বিষ নযরে দেখেছে। এমন কি হত্যা করে চিরকালের জন্য ক্ষুধার তাড়না হতে 'মুক্তি' দিয়ে দানবীয় অট্টহাসিতে মানবেতর জীবনের জ্বলন্ত সাক্ষ্য রেখে গেছে। এসব লক্ষ্য করে কোন কবি বলেছেন ঃ

'দুর্ভিক্ষে বাৎসল্য আহত
প্রেম পরাভূত'। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

স্মৃতির পাতা থেকে

২য় কিস্তি

তারিক সাইফুল ইসলাম ঃ এতক্ষণ আমরা মৌলবী মীর্যা আলী আখন্দ সাহেবের বয়াত গ্রহণের ঘটনা শুনলাম। এখন তিনি তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিবৃত করছেন। মীর্যা **আলী আখন্দ** ঃ বয়াত গ্রহণের পর আমি তবলীগ শুরু করে দিলাম। প্রেমারচর গেলাম। সেখানে ইমাম হোসেন সাহেব, তারপর আবু তাহের সাহেব, তারপর মৌলবী আব্দুল হেকিম সাহেব তাদের সঙ্গে আহমদীয়ত সম্পর্কে আলাপ হ'ল। সেই সময় আমার মামার বাড়ীতে জায়গীর থাকতেন মুনশী মনোহর আলী সাহেব। উনাকে 'মনোহর' আলী বলতো। আমীর সাহেব তাঁর নাম বললেন 'মনোয়ার' আলী। আমার মামার বাড়ির মসজিদে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি ছেলে-পেলেদের আরবী পড়াতেন। মৌলানা তালেব হোসেন সাহেবের বাড়িতেও খাওয়া-দাওয়া করতেন বা থাকতেন। তাঁকেও তবলীগ করেছি। তাকে দেখেছি যে, তিনি আমার সব কথা মেনে নিয়েছেন। কোন আপত্তি করেন-নি। এরপরে এসে পড়লাম বৈরাগীর চর। বৈরাগীরচরে এসে দেখা হল আবূ তাহেরের সঙ্গে।

তা. সা. ই. ঃ আচ্ছা আপনি যে তাঁকে তবলীগ করলেন এটাতো বললেন না যে, এর ফলাফল কী হ'ল।

মী. আ. আ. ঃ ফলাফলতো আসবে। (এখনো) সবাইকে খবর দিয়ে চলেছি।

তা. সা. ই. ঃ আচ্ছা

মী. আ. আ. ঃ আবূ তাহের সাহেবের সঙ্গে দেখা বৈরাগীর চরে। আবূ তাহের বললো, এখানে এক (অস্পষ্ট) ... মৌলবী ... এসে আমাদের দেশের মৌলানাদের একেবারে ধুয়ে ফেলেছে। বললো, আরশ-টারশ যে বলো এটা দৈহিক নয়, এটা সম্পূর্ণ বাতেনী। আহমদীরা যেভাবে আরশকে পেশ করে, সেভাবে। আমি বললাম, এগুলোতো আহমদীয়া মতবাদ। আর তারপরে আমি আরশ সম্পর্কে আহমদীর (পত্রিকা) মধ্যে একটা (প্রবন্ধ) ছিল, এটা আব তাহেরকে দিলাম। আবূ তাহের তখন বাল্লা থেকে ধান এনে বেতালের বাজারে বিক্রি করতো।

তা. সা. ই. ঃ আচ্ছা, আবূ তাহের সাহেব কে ? (পরিচিত) একজন লোক, নাকি কোন আত্মীয় ?

মী. আ. আ. ঃ আবূ তাহের আবূ মূসা সাহেবের ভাই। মৌলানা তালেব হোসেন সাহেবের ভাগিনা। খুব মাথাওলা লোক ছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ হল যে, (অস্পষ্ট) মৌলবীই তো এসমস্ত কথা বলে। আমি বললাম, এগুলোতো। আহমদীয়া মতবাদ। আরশ সম্পর্কে একটা Article দিলাম মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর। এটা দেখে সে অভীভূত হয়ে গেল। বলল, আমাদের নামে কিছু কিতাব পাঠান; বলেন, পাঠিয়ে দিতে। তো আবূ মূসা সাহেবের নামে ঢাকা আঞ্জুমানে চিঠি লিখলাম। যেখান থেকে বৈরাগীর চর পুস্তকাদি এসে গেল। সেগুলো ...

আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক ঃ তখন ঢাকা আঞ্জুমান কি ৪, বকশীবাজারেই ছিল।

মী. আ. আ. ঃ ৪, বকশীবাজারেই ছিল। তখন ...

তা. সা. ই. ঃ আচ্ছা, এটা কোন সালের কথা বলছেন ? আপনি তো পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ সালে বয়াত গ্রহণ করলেন।

মী. আ. আ. ঃ হ্যাঁ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশই ধর।

তা. সা. ই. ঃ এখন এটা কোন সালের কথা ?

মী. আ. আ. ঃ এটা ... (চিন্তামগ্ন)

আ. শা. বি. তা. ঃ বয়াতের কয় বছর পরের কথা ?

মী. আ. আ. ঃ এই, সঙ্গে সঙ্গেই ?

তা. সা. ই. ঃ আচ্ছা, তাহলে তখনতো আপনি স্কুলের ছাত্র।

মী. আ. আ. ঃ তখনো স্কুলে ছাত্র।

তা. সা. ই. ঃ তা সত্ত্বেও আপনি তবলীগ শুরু করে দিয়েছিলেন।

মী. আ. আ. ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই।

তা. সা. ই. ঃ তখন কি আপনার আব্বাজান বেঁচেছিলেন ?

মী. আ. আ. ঃ না, তিনি মারা গেছেন, কিছুদিন পরেই। তারপরে এই বইগুলো যখন আবূ মূসা সাহেব পেলেন, আবূ মূসা সাহেবের মাধ্যমেই মৌলানা তালেব হোসেন সাহেবকে আনি। কারণ তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী না শুধু, চেহারা-নমূনা অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্ত আর দেশের একজন বড় নেতা ছিলেন। President-maker, তাঁকে বলা হতো President-maker। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বানাতেন। (অস্পষ্ট) বইগুলো পেয়ে আবু মূসা সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গেলেন,

আর মায়ের কাছে গিয়ে বললেন, "মা, বা'সাব (আব্বা) বলতেন যে, ইমাম মাহদী এসে গেছে, ইমাম মাহদী সত্যি সত্যি এসে গেছে ঃ তখন 'আল্‌হামদু' সূরার তফসীরটি পড়ে শুনালেন। আবূ মূসার মা বহু বৎসর আগে স্বপ্নে দেখেছিলেন, পশ্চিম-উত্তর আকাশে ঘোড়ায় চড়ে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) হাজির হয়েছেন। যখন আবূ মূসার পিতা মরহুম ক্বারী আব্দুল্লাহ্, আহমদীয়ত নিয়ে চর্চা করতেন, তখন তিনি এ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ইমাম মাহ্দী জাহির হয়েছেন।

এখন, ক্বারী আব্দুল্লাহ্ মরহুম, তাঁর সম্পকে একটা ইতিহাস আছে। তিনি মৌলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের এক মেয়েকে পড়াতেন।

তা. সা. ই. ঃ কোন আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ? প্রথম যিনি ...

মী. আ. আ. ঃ আমাদের মৌলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব।

তা. সা. ই. ঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার।

মী. আ. আ. ঃ আর তিনিও সিলেটী, ইনিও সিলেটী।

তা. সা. ই. ঃ কেন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার না আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। সিলেটী বলছেন কেন ?

মী. আ. আ. ঃ তাঁর তো সিলেটে বাড়ি, এদেরও সিলেট বাড়ি।

তা. সা. ই. ঃ কাদের ?

মী. আ. আ. ঃ বড় মৌলানা ...

তা. সা. ই. ঃ ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সিলেট থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় এসেছিলেন।

মী. আ. আ. ঃ বোধ হয়। যাহোক, তিনি সিলেটী। তাঁর মেয়েকে পড়াতেন। এভাবে পরিচয় হয়। আহমদীয়তের এক Spirit (প্রেরণা)নিয়ে আসেন। হযরত মৌলানা তালেব হোসেন সাহেব যখন পাশ করে আসলেন হিন্দুস্তান থেকে, তখন তিনি ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে, জাহির হয়েছেন ... বলতেন। তিনি বলতেন, "না, হিন্দুস্তানের সমস্ত মৌলবীরা তাকে কাফির ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন।" একদিন, একটা ঘটনা- মৌলানা তালেব হোসেন সাহেব যেমন একজন বড় আলেম ছিলেন, সেই যামানায় আরো দু'জন এরকম বড় আলেম ছিলেন। একজন হলেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সৈয়দপুরের মৌলবী মির্যা আলী। তার নাম অনুসারে আমার নাম রাখা হয়েছে। আরেকজন হলেন, কিশোরগঞ্জের শাব্বর আলীর বাপ, মৌলানা। তাঁর ছেলে, কলেজের ছাত্র, এক সময় আমার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করে।

একদিন মৌলবী মির্যা আলী সাহেব মৌলানা তালেব হোসেন সাহেবের বাড়িতে আসেন। তখন ক্বারী আব্দুল্লাহ্ সাহেব মৌলবী মির্যা আলী সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মৌলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সঙ্গে বহাস করতে রাজী আছেন ?" তখন মৌলবী মির্যা আলী সাহেব, যিনি এদেশে মৌলানা তালেব হোসেন সাহেবের মতই বড় একজন আলেম ছিলেন, তিনি মাথায় হাত রেখে বললেন, "দূর থেকে হাজার সালাম। মৌলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সঙ্গে বহাস করার ক্ষমতা (নিয়ে) এই বাংলা মুল্‌কে কোন মৌলানা পয়দা হয় নি।"

তা. সা. ই. ঃ সুবহানাল্লাহ্।

মী. আ. আ. ঃ সেই জামানাটা ছিল মুশকিলাতের (সমস্যাবলীর) যামানা। সারা দেশে (এলাকায়-অনুলেখক) কোন আহমদী নেই। মৌলবী ক্বারী আব্দুল্লাহ্ সাহেব মনে মনে আহমদী ছিলেন। সব জায়গাতেই তিনি ইমামতি করতেন। প্রকাশ্যে তিনি ঘোষণা করেন নি। (চলবে)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম
আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

অনুলিখন
– আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক
কামারুল্লাহ্ বিন তারিক ইসলাম

অমৃতবাণী (৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

ইনশাআল্লাহ্ আমরা পরে এ সম্পর্কে আলোকপাত করবো। যাই হোক, যদিও ইহা প্রমাণিত হয় যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হিন্দুস্তানে একজন আযীমুশ্‌শান অতীব মর্যাদাশালী মুজাদ্দেদ জন্ম গ্রহণ করবে কিন্তু এরূপ বলা জবরদস্তি বৈ কিছুই নয় যে, সাইয়্যেদ আহমদ সাহেবের উপর ইহা প্রযোজ্য হয়; কারণ যেরূপে পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাইয়্যেদ সাহেব চতুর্দশ শতাব্দী পান নি। এখন নেয়ামতুল্লাহ্ ওলীর কতিপয় পংক্তি যা মাহদী সম্পর্কে বলেছেন ব্যাখ্যা সহ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

পংক্তিসমূহ

"যা কিছু আমি এই পংক্তিগুলিতে লিখবো তা কোন জ্যোতির্বিদ্যার উপর ভিত্তিমূলক খবর লিখবো না বরং ইলহামের মাধ্যমে খোদাতাআলার তরফ থেকে আমাকে অবহিত করা হয়েছে"।

❑ "বারশত বৎসর অতীত হওয়ার পরপরই আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ আমি লক্ষ্য করছি, এর মর্ম এই যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দুনিয়াতে এক নূতন বিপ্লব সৃষ্টি হবে এবং বিস্ময়কর ঘটনাবলী সংঘটিত হবে এবং হিজরতের বারশত বৎসর অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্যজনক বিষয়াবলী প্রকাশ পেতে আরম্ভ করবে"।

❑ "ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জগৎ হতে সদাচরণ ও খোদার ভয়-ভীতি উঠে যাবে, ফিৎনা ও গোলযোগের ধূলিকণা উড়বে, পাপসমূহের মরিচা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, হিংসা বিদ্বেষের ধূলিরাশি যথাতথা ছড়িয়ে পড়বে, পরস্পর শত্রুতা শিকড়ে জমিয়ে বসবে, সাম্প্রদায়িকতাও বিচ্ছিন্নতা সমাজকে কলুষিত করবে, পরস্পর সম্প্রীতি ও সহানুভূতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এই সব অবস্থা দেখে নিরাশ ও মর্মাহত হয়ে যাওয়া উচিত হবে না"।

❑ "দেশে দেশে নির্যাতনকারীদের সীমাতীত নির্যাতনের অন্ধকাররাশি জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। রাজা-প্রজাদের উপর, এক সম্রাট অন্য সম্রাটের, এক শরীক অন্য শরীকের উপর নির্যাতন করবে এবং এমন লোকের অভাব দেখা দিবে যারা ন্যায়-নিষ্ঠাবান হবে"।

❑ "উপমহাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে এবং ইহার প্রান্তে প্রান্তে ভীষণ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং যুদ্ধ বিগ্রহ ও নির্যাতন হবে"।

❑ "এমন বিপ্লব সংঘটিত হবে যে, সম্মানিত ব্যক্তি দাসে পরিণত এবং দাস সম্মানী ব্যক্তিতে পরিণত হতে দেখতেছি অর্থাৎ ফকীর ধনী এবং ধনী ফকীর হয়ে যাবে"।

❑ "উপমহাদেশ ভারতবর্ষের পূর্বকালীন সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যাবে এবং নূতন মুদ্রার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে স্বর্ণ কম থাকবে"।

❑ "দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং বাগানে ফল-ফলাদি ধরবে"। (চলবে)

(নিশানে আসমানী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ- ৫ম কিস্তি)

অনুবাদ - **মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,**
সদর মুরব্বী

রাশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মূল ঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল মুনীর

১০ম কিস্তি

মুফতী জিয়া উদ্দিন বাবা খানুফ

মুফতী সাহেব, তাঁর সহকারী মখদুম আম্মা ইলোফ ও তাঁর বন্ধুগণ পূর্ণ মনোযোগের সাথে আমাদের অভ্যর্থনা করেন। কিছুসময় ব্যয় হলো মত বিনিময়ে ও সংবাদাদি জানতে। অতঃপর মুফ্তী সাহেব ও মখদুম আম্মা ইলোফ আমাদেরকে মসজিদ, লাইব্রেরী ও বিভিন্ন অফিস দেখালেন। মুফ্তী সাহেবের নিকট থেকে জানা গেল যে, যদিও কোন ধর্মেরই প্রকাশ্য প্রচারের অনুমতি নেই, কিন্তু ইসলামী মাদ্রাসাসমূহে আলোচনার উপর কোন বাধা-নিষেধ নেই। মসজিদেই হউক বা ঘরেই হউক, ইবাদতের উপরও কোন বাধা-নিষেধ নেই। কিন্তু দেশের যুবকদের ইবাদতে ঐ আগ্রহ নেই, যা বয়স্কলোকদের মধ্যে এখনো দেখা যায়। অক্ষর পরিবর্তনের ফলে আরবীতে কুরআন করীমের তেলাওয়াতও ব্যাপকভাবে হয় না। কিন্তু আরবী অক্ষরে কুরআন করীম পাওয়া যায় এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। মুফতী সাহেব লাইব্রেরীতে কুরআন করীমের তিনটি কপি দেখালেন। এগুলো খুব সুন্দর অক্ষরে ছাপানো হয়েছিল। কুরআন করীমের এই তিনটি কপি বিগত কয়েক বৎসরে মিশরে ছাপানো হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার রুশীয় এলাকা থেকে ধর্মীয় ও ফেকাহ্ সম্পর্কিত মসলা মাসায়েলের উপর প্রশ্নাবলী মুফ্তী সাহেবের খেদমতে ও তার অফিসে অনবরত পৌছতে থাকে। এগুলোর উত্তরও পৌছিয়ে দেয়া হয়। বিয়ে ও তালাক ইত্যাদির সব ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ তার অফিসের পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে। (তাহাদীসে নেয়ামত)

মরিসাসে অবস্থানকালে খাকসারেরও (লেখককেও) মুফ্তী সাহেবের সাথে চিঠিপত্র লেখালেখির সুযোগ হয়েছিল। আমাদের চিঠি লেখালেখি আরবীতে হতো। মোহতারম মুফতী সাহেবের চিঠির রাশিয়ান অনুবাদও সাথে সাথে হতো। তিনি আমাদের ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত কুরআন প্রদর্শনীর জন্য একটি চমৎকার কুরআন মাজীদ উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তিনি উসমান (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মাজীদে ঐ সকল পৃষ্ঠার ফটোকপিও প্রেরণ করেন, যার উপর হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের সময়কার রক্তের চিহ্নও ছিল। মাওলানা কাওসার নিয়াজী তার রাশিয়া সফর গ্রন্থেও এই কুরআন মাজীদের উল্লেখ করেন যে, ইহা হরিণের চামড়ায় লেখা হয়েছে এবং একটি লোহার সিন্দুকে রক্ষিত আছে। ইহা ১৯২৩ সালে মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী মস্কো থেকে একটি বিশেষ ট্রেনে করে তাস্কন্দ প্রেরণ করা হয়েছিল। এর পূর্বে ইহা মস্কোতে জার সম্রাটের লাইব্রেরীতে ছিল। (মেহ্ফে ও সামনী সংক্রান্ত ইতিহাস, তাসকন্দ)

প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ আছে যে, "অভাবই উদভাবনের প্রসূতি"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার মুসলমান সৈন্যের প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় সরকার ধর্মীয় ক্ষেত্রে নমনীয় পলিসি গ্রহণ করে। এর ফলে মুসলমান সেনাবাহিনী খুব খেদমত করেছিল। তাদের পতাকা এখনো মস্কো জাতীয় যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যায়। এর উপর কলেমা তৈয়্যবা লিখিত আছে। অনুরূপভাবে মুসলমান দেশ-সমূহের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন সাতটি মুসলিম কনফারেন্স বিভিন্ন সময় রাশিয়ায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭০ সালে তাসকন্দের মুসলিম কনফারেন্সে মরিসাসের আহমদী মিশনারীকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যোগদান করতে পারেন নি। অনুরূপভাবে সুন্দর আরবীতে কুরআন মাজীদও ছাপানো হয় এবং কয়েকটি মসজিদও মেরামত করা হয়। মুসলমানদের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন মুফতী জিয়াউদ্দিন **বাবা খান্তফ**। এই তাসকন্দেই ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইউব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে যুদ্ধ বিরতির গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি হয়েছিল।

২। তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্র

তাজিকিস্তানের সীমান্ত আফগানিস্তানের সাথে সংযুক্ত। এর আয়তন ১৪,৩১,০০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৫১,১২,০০০। মুসলমানদের অনুপাত ৯৮ শতাংশ। দোসম্বা এর রাজধানী (ফার্সী ভাষায় দোসম্বাকে সোমবার বলা হয়, যেমন বলা হয় দোসম্বা মোবারক দোসম্মা মোবারক)। লেলিনাবাদ ও খাওয়ারেজ এর দু'টি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। শেখ ইয়াকুব চরখী এই দোসম্বাতেই সমাহিত রয়েছেন। ইনি শেখ বাহাউদ্দীন নক্সবন্দীর শিষ্যদের একজন। এই সম্পূর্ণ এলাকাটি সুফীগণের প্রভাবাধীন ছিল। আফগানিস্তান থেকে প্রথমে এখানে ইসলামের জ্যোতিঃ পৌছেছিল। খৃষ্ট অষ্টম শতাব্দীতে যখন এখানে ইসলামের পয়গাম পৌছায় তখন সম্পূর্ণ জনবসতি ইসলামের কোলে আশ্রয় নিয়ে নিল। একজন মিশরীয় ঐতিহাসিক ডঃ আব্দুর রহমানের বক্তব্য অনুযায়ী কেবল একদিনেই তাসকন্দ ও খারাবের দু'লক্ষ পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। রাশিয়ার জার উনবিংশ শতাব্দীতে এই এলাকা দখল করে নিল, এবং ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর কমিউনিষ্টরা ইহাও দখল করে নিল।

৩। তুরকামানিস্তান প্রজাতন্ত্র

তুরকামানিস্তানের আয়তন ৪,৮৮,১০০ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৩৫,৩৪,০০০ যার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। ইস্কাবাদ ইহার রাজধানী। বস্তুতঃ বালটিক ও মরু, যার নাম মারী, মুসলিম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। শেখ ইয়াজিদ বিন হাকেম (রহঃ)-এর পদধূলীও এখানে পড়েছিল। এই এলাকা ছিল কয়েকজন বিখ্যাত ও সুপরিচিত মোহাদ্দেস এর আবাসস্থল। মারীর হামদানী মসজিদ ঐতিহাসিক ভবনসমূহের অন্যতম। শেখ ইউসুফ হামদানীর নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয়।

কমিউনিষ্ট বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই তুর্কিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হলো। কিন্তু শীঘ্রই রুশ সৈন্যরা ইহাকে তছনছ করে দিল এবং এই এলাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হয়ে গেল। অতঃপর ইহাকে তুরকামানিয়া প্রজাতন্ত্র নাম দিয়ে এখানে কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম করে দেয়া হলো।

কয়েকজন আলেমকে ভিক্ষুক ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো এবং নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়ার জন্য ভেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হলো। কেবল ১৯৫৪ সালে এক বৎসরের মধ্যে এই এলাকাতেই বিরুদ্ধবাদী ধর্মের ৭০০ সম্মেলন করানো হলো। মুসলমানদেরকে বালমিক (মৌলবাদী ও আঞ্চলিকতাবাদী) নামে ডাকা হতে থাকলো। কোন মুসলমানকে যেকোন সময়েই বালমিক সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো।

৪। কিরগিজিয়া প্রজাতন্ত্র

কমিউনিষ্টদের ক্ষমতা দখলের পর সাবেক তুর্কিস্তানকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে দেয়া হলো। এই বিভক্ত খন্ডগুলোর মধ্যে একটির নাম কিরগিজিয়া ছিল। ইহার আয়তন ১,৯৮,৫০০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৪২,৯১,০০০। মুসলমানদের অনুপাত শতকরা ৯২ ভাগ। ফ্রুঞ্জেও ইহার রাজধানী। একজন খৃষ্টান ঐতিহাসিকের মতে ১৯৪০ সাল আসতে আসতে সোসালিজম ও নাস্তিকতার জীন শত শত আলেম ও ধর্মীয় নেতাকে অদৃশ্য করে দিল এবং স্বয়ং রুশীয় ধারণা অনুযায়ী ১৯৪১ সাল শেষ হওয়া পর্যন্ত তুর্কিস্তানে কয়েক হাজার মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হলো। এ সকল কর্মকান্ড সত্ত্বেও একজন পর্যটক বলেন, মুসলমানদের এলাকায় একজনও পূর্ণ নাস্তিক নেই।

৫। আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র

রুশীয় আজারবাইজানের সীমান্ত ইরানের সাথে সংযুক্ত। বরং ইহার কিছু অংশ রাশিয়ায় এবং কিছু অংশ ইরানে। রুশীয় উত্তর আজারবাইজানের আয়াতন ৮৬,৬০০ বর্গ কিলোমিটার এবং জন সংখ্যা ৭০,২৯,০০০। ইহার রাজধানী বাকু। শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমানের মধ্যে ৭৭ ভাগ তুর্কী ও অবশিষ্ট আরবী এবং ইরানী। ইহার পশ্চিমে আরমেনিয়া, তুর্কী ও ইরাক। এইভাবে তুর্কী ও ইরানের মাধ্যমে মুসলিম দুনিয়ার সাথে ইহার সরাসরি সম্পর্ক আছে। এই এলাকা তেল সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী। ১৮৯৮ সালে এখান থেকে সারা পৃথিবীর তেলের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উত্তোলন করা হতো এবং গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের পেট্রোল এখান থেকে যেতো।

এখানে ইসলামের জ্যোতিঃ খলীফা রাশেদ হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর যুগে পৌছেছিল। হযরত বাকের বিন আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ইসলামী সেনাবাহিনীর পদচাড়না এখানে ঘটেছিলো। এদত্‌সত্ত্বেও এই এলাকা ১১৩ হিজরীতে উমাইয়া খলীফা হাসবাম বিন আবদুল মালেকের যুগে ইসলামী সাম্রাজ্যের নিয়মিত অংশে পরিণত হয়। আজারবাইজানে প্রথম রুশ আক্রমন হয় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এর ফলে এই এলাকা দখলের জন্য রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ শেষে পূর্ব আজারবাইজান জারের দখলে আসে। জার সরকার মুসলমানদের উপর যুলুম নির্যাতনের রোলার চালায়। এর ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার মুসলমান ইরান ও তুরস্কে আশ্রয় নেয়।

৬। কাজকিস্তান প্রজাতন্ত্র

ইহা রুশীয় তুর্কিস্তানের পঞ্চম প্রজাতন্ত্র। ইহার আয়াতন ৪৭,১৭,৩০০ বর্গ কিলোমিটার এবং জন সংখ্যা ১,৬৫,৩৮,০০০। ইহার রাজধানী আল্‌মা আটা। এই এলাকায় শতকরা ৭০ ভাগ মুসলমান বসতি। এখানেও ইসলামের কিরণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে পৌছেছিল।

কাজেক তুর্কীরা তাদের ধর্মানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা মূর্তি পূজারী ছিল। উনবিংশ শতাব্দী এই এলাকার জন্যও অধঃপতনের যুগ ছিল। এই যুগেই এখানে জারের সেনাবাহিনী আক্রমন করে এবং ইহাকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যখন জারের পতন হলো তখন ১৯২০ সালে কাজেক তুর্কীরা ইহাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ দিয়ে দেয়। কিন্তু স্বাধীনতার এই যুগটি সাময়িক প্রমাণিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে রাশিয়ার কমিউনিষ্টরা বলপূর্বক এই এলাকাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

তোম্বর নামক একজন রুশ জেনারেল তার পুস্তকে লেখেন যে, একবার দু'শ তুর্কিস্তানী মুসলমান হজ্জের জন্য দরখাস্ত করে। তখন তাদের মধ্যে মাত্র ১৭ জন মুসলমানের দরখাস্ত অনুমোদনের জন্য মস্কো পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ২৬,০০০ মসজিদ ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কেবল চার হাজার মসজিদ ইবাদতের জন্য ব্যবহারাধীন রয়ে গেল। (গার্ডিয়ান পত্রিকা, লন্ডন, ২১শে মার্চ, ১৯৮৮ইং)

১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর এই ছয়টি রাষ্ট্রের নেতাগণের হাতে এমনিতেই শাসনক্ষমতা এসে গেল এবং প্রো-রাশিয়ান নেতৃত্বই এগুলোকে চালাচ্ছে, যেন সোভিয়েত রাশিয়ার স্থলে রুশ ফেডারেশনই কার্য্যতঃ নেতৃত্ব নিয়ে নিল। প্রেসিডেন্ট ইলিয়েতসিন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে সংযুক্ত করে এগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল।

ইউরোপীয় রাশিয়ায় মুসলমান

দোলগা নদীর অববাহিকায় তাতার, বস্কীর ও দাঘিস্তানে প্রায় এক কোটি মুসলমানের বাস। তাতার ও বস্কীরে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন স্বাধীন প্রজাতন্ত্র নেই। বরং তাদের যোগাযোগ মস্কোর সাথে।

এই এলাকায় ইসলামের তবলীগ হয় মুসলমান ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। এর সূচনা হয় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। ৯২১ সালে এই এলাকার মুসলমান হাকেমুল মাস খান বিন সুলকী আব্বাসী খলীফার নিকট আবেদন করেন তিনি যেন সেখানে আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের একটি টিম প্রেরণ করেন যাতে এই এলাকায় ব্যাপকভাবে ইসলামী শরীয়ত পরিচিতি লাভ করে। তিনি খলীফার নিকট মসজিদ নির্মাণ ও কেবলার দিক নির্ধারনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠানোর জন্যও আবেদন করেছিলেন। সুপরিচিত ঐতিহাসিক ইয়াকুব নোমান ছাড়াও আরো কতিপয় বিখ্যাত আলেম ও সংস্কারক এই এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন।

রাশিয়ানরা ৯৬২ সালে এই সকল এলাকায় আক্রমনের সূচনা করেছিল। অবশেষে ১৫৩৫ সালে কাজান রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এরপর মুসলমানদের জন্য দুঃখ কষ্টের যুগ শুরু হয়ে গেল। পরবর্তী যুগসমূহে এমনটিও ঘটলো যে, হাজার হাজার মুসলমানকে বলপূর্বক খৃষ্টান বানানো হলো।

১৯১৯ সালে তাতার ও বাস্কীর সোসালিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর আরবী অক্ষরও রদ করে দেয়া হলো। মসজিদগুলোকে গীর্জা ও শুড়িখানায় রূপান্তরিত করা হলো। এতদ্‌ব্যতীত কফকাজ, ককেশিয়া ও কিরমিয়া এলাকাতেও মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাদেরকে আজকাল পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া হয়নি। বরং তাদেরকে অন্যান্য রাষ্ট্রে একীভূত করে দেয়া হয়।

কফকাজ ককেশিয়া

কফকাজের দক্ষিণ অংশ আজারবাইজানের সাথে ও উত্তর অংশ দাঘিস্তান ও চরখের সাথে সংযুক্ত। এই সকল এলাকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। দক্ষিণ কফকাজের আয়তন ১,৬৬,১৭৭ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা এক কোটি আড়াই লক্ষ।

ইসলামের কিরণ সর্ব প্রথম খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগে ২৪ হিজরীতে দাঘিস্তানে প্রস্ফুটিত হয়। অতঃপর সামানী ও আঙ্কুশ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তুর্কীদের প্রভাবে চুরখী ও কেরাবতীনরা ইসলামে প্রবেশ করে। এই এলাকা বড় বড় সেনা প্রধানের জন্ম দেয়। রাশিয়ানরা ষোড়শ শতাব্দীতে এই এলাকায় আক্রমন শুরু করে। অবশেষে তারা উনবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ এলাকাটি দখল করে নেয়।

কফকাজের পাহাড়সমূহে বসবাসকারী গোত্রসমূহ দীর্ঘকাল রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। এর সূচনা করেছিলেন শেখ মনসুর। এই বিপ্লবের পর কাজী মোল্লা হামযা বক মুহাম্মদ সদর উদ্দীন ও ইমাম শামেল এই জেহাদ জারী রাখেন। ইমাম শামেল (নির্ভীক সেনা নেতা ও

মুজাহিদ) রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে ২৫-৩০ বৎসর পর্যন্ত জেহাদ জারী রাখেন ও কতিপয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন। অবশেষে ১৮৫৯ সালে রুশ সেনাবাহিনী ইমামকে বন্দী করতে সক্ষম হয় এবং তাকে লেলিন গ্রাড ও মস্কোতে বন্দী করে রাখা হয়।

১৯২১ সালে কফকাজের রাজধানীতে একটি কনফারেন্স হয়। এতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কফকাজের পাহাড়ী এলাকায় প্রজাতন্ত্র কায়েম করতে হবে, যেখানে ইসলামী শরীয়ত ও কফকাজী ঐশ্বর্যের উৎকর্ষ সাধনের স্বাধীনতা থাকবে এবং সরকারের বিভিন্ন অফিসে ইমাম শামেল এর ছবি টাঙ্গানো হবে। কিন্তু ১৯৩৭ সাল আসতে আসতে গণআন্দোলনের নামে ইসলামের চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। একজন কফকাজ ঐতিহাসিকের মতে প্রায় দশ লক্ষ মুসলমানকে এই সময়ে শহীদ করে দেয়া হয়।

কিরমিয়া

ইহা খুবই উর্ব্বর ও সবুজ শ্যামল এলাকা (দ্বীপ)। ইহা কৃষ্ণ সাগরে অবস্থিত। ইহা তুরস্ক থেকে উত্তর দিকে। ইহার আয়তন ৬ হাজার ৭ শত বর্গ মাইল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানকার শাসক বরকা খান ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফার নিকট এখানে প্রচারক প্রেরণের জন্যও আবেদন করেছিলেন। এই আমন্ত্রণে ইসলামী দেশ সমূহের বিভিন্ন এলাকা থেকে আলেম, ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ, ব্যবসায়ী ও মোবাল্লেগণকে কিরমিয়া প্রেরণ করা হলো এবং সকলেই দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ঃ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান- অর্থাৎ তবলীগ- অনুবাদক) এর কাজ শুরু করে দিলেন এবং এখানে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেল। এই রাষ্ট্রের প্রধানরূপে দায়িত্ব পালন করতেছিলেন আল্‌হাজ্জ মঙ্গোলী করাটে। তাঁর পরে তাঁর বংশের ৬৯ জন ব্যক্তি একের পর এক এই রাষ্ট্রের প্রধান হন। ১৪৭৫ সালে কিরমিয়া উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীনে এসে গেল এবং তিনশত বৎসর এই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। অতঃপর ১৭৭৪ সালে রাশিয়া এবং উসমানী শাসকদের মধ্যে একটি সন্ধির মাধ্যমে ইহাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। কিন্তু ১৮৮৩ সালে রাশিয়ানরা এই দ্বীপটি দখল করে নেয় এবং মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে।

রুশ বিপ্লবের পর কিরমিয়ার মুসলমানেরা তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় এবং কিরমিয়ার মুফতী আযম এই নুতন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কতিপয় দেশ এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিও দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও কমিউনিষ্টরা কোন বৈধতা ছাড়াই ১৯১৮ সালে কিরমিয়া আক্রমন করে বসলো এবং ইহার দখলের দুই বৎসর পর কমিউনিষ্ট বিধান প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে দিল। ওলী ইব্রাহিম নামে একজন কমিউনিষ্ট নেতাকে ইহার গভর্ণর বানানো হলো। শুরুতে রাশিয়ানরা হাজার হাজার মুসলমানকে শহিদ করে দিল এবং প্যান তুর্কিইজম ও প্যান ইসলামিজমকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে রেখে দিল।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা গার্ডিয়ান ১৯৮৮ সালের ২১শে মার্চ সংখ্যায় এ কথা স্বীকার করে যে, কমিউনিষ্ট শাসনের তিরিশ বৎসরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ সমূহ শতকরা ৩৪ ভাগ হ্রাস পায়। এর দ্বারা সব চেয়ে বেশী ক্ষতি সাধিত হয়েছিল মুসলমানদের।

রাশিয়ায় জারদের যুগে মুসলমানদেরকে শেষ করার জন্য সকল অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং ১৯১৭ সালের পর কমিউনিষ্টরা অবশিষ্ট পন্থাও উদভাবনের পূর্ণ প্রচেষ্টা চালায়। মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জন্য শূকর ও মদ তাদের এলাকায় পানির ন্যায় বইয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এদত্‌সত্ত্বেও শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমানের ইসলামী খত্‌না, বিয়ে ও নামাযে জানাযার অনুসরণের সংবাদও পাওয়া যায়।

(The Islamic Threat to Soviet State By A. Bennigseu) (চলবে)

অনুবাদ - **নাজির আহমদ ভূঁইয়া**

পাক্ষিক আহমদী

১৯৩৮ সাল হতে প্রকাশিত প্রাচীনতম বাংলা পাক্ষিক

আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত, বাংলাদেশের মুখপত্র

The Fortnightly AHMADI

4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh

Telephone : 9662703 Fax : 880-2-8613414

গ্রাহক তথ্যাবলী ঃ

- ❑ আপনি কি **'পাক্ষিক আহমদী'**র পুরাতন গ্রাহক ? হ্যাঁ / না। 'হ্যাঁ' হলে আপনার চাঁদা হাল নাগাদ পরিশোধ কিনা ? না থাকলে সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আপনার বকেয়া চাঁদা (বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক টাকা ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ), ভারতে টাঃ ২০০/= এবং অন্যান্য দেশের জন্য $ ১০০ মার্কিন ডলার (100 US $) হিসাবে) মনিঅর্ডার যোগে বা ডিডি-র মাধ্যমে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ গ্রাহক হতে ইচ্ছুক নির্ভুল ঠিকানা সহ উপরোক্ত হারে গ্রাহক চাঁদা পাঠালে **পাক্ষিক আহমদী** নিয়মিত পাঠানো হবে।
- ❑ কোন গ্রাহক **'পাক্ষিক আহমদী'** নিয়মিত পাচ্ছেন না এমন ক্ষেত্রে চাঁদা পরিশোধের তারিখসহ রশিদ নং এবং অন্য কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে নিম্ন ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ দেশে এবং বিদেশের সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমরা পাক্ষিক আহমদীতে ছাপানোযোগ্য লেখা/ছবি/ঐতিহাসিক ছবি ইত্যাদি **'বার্তা সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী**, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪ 'News Editor, **Fortnightly The AHMADI,** 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Fax : 880-2-8613414 Bangladesh এ ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
- ❑ ঠিকানা পরিবর্তন হলে সাথে সাথে জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ পাক্ষিকের চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

গ্রাহকের পূর্ণ ডাক ঠিকানা ঃ

নাম ঃ ....

গ্রাম ঃ ....

ডাকঘর ঃ .... (পোষ্ট কোড নং) ....

জেলা ঃ ....

** বর্হিদেশের গ্রাহকদের বেলায় ঠিকানা ইংরেজীতে লেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।*

এম. টি.এ ডাইজেস্ট

(১লা ফেব্রুয়ারী ১৫ই মার্চ, ২০০০)

সানী খুৎবার সময় সুন্নত নামায

১৫ই ফেব্রুয়ারী সম্প্রচারিত (৮ই ফেব্রুয়ারী ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে জুম'আর সানী খুৎবার সময় সুন্নত নামায পড়া যায় কিনা এসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, এ জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণার কাজ চলছে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল যে, পড়া উচিত নয়। এতে না খুৎবায় মনোনিবেশ করা যায়, আর না নামায নিবিষ্ট মনে পড়া যায়।

কিন্তু ১৮ই ফেব্রুয়ারীর জুম'আর খুৎবাতে হুযূর (আইঃ) এ অভিমত সংশোধন করেন। হুযূর আকদস (আইঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় কেউ খুৎবার পূর্বে সুন্নত না পড়তে পারলে সানী খুৎবার সময় তা পড়েছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এতে আপত্তি করেননি। তাই, ফয়সালা হল এই যে, সানী খুৎবার সময় এ সুন্নত পড়া যাবে।

হায়েয অবস্থায় কুরআন পাঠ

২৬শে ফেব্রুয়ারী সম্প্রচারিত (১৯শে ফেব্রুয়ারী ধারণকৃত) জার্মান মুলাকাত অনুষ্ঠানে হায়েয অবস্থায় কুরআন পাঠ সম্পর্কে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, কাদিয়ানে সব সময়ই এ রীতি ছিল যে, এসময় হাতে দস্তানা পরে অথবা কাপড় দিয়ে হাত মুড়িয়ে মহিলারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন। দস্তানা বা কাপড় ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা।

কবরে ফুল দেয়া অনুচিত

একই অনুষ্ঠানে কবরে ফুল দেয়া সম্পকে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, এটি অনুচিত। আর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বা মসীহ মাওউদ (আঃ) কারো কবরেই ফুল দেয়ার রীতি প্রচলিত নাই। তবে হ্যাঁ, কবরের আশপাশ বা কবরস্থানকে সুন্দর করে রাখার জন্য সেখানে ফুলের বাগান করা যেতে পারে। আর এরূপ করাও হয়ে থাকে।

আহমদীয়াতে প্রবেশ ও পূর্বের পাপের ক্ষমা

২৭শে ফেব্রুয়ারী সম্প্রচারিত (২০শে ফেব্রুয়ারী ধারণকৃত) লাজনার নবীনা সদস্যা (Young Lajna) দের সাথে মুলাকাত অনুষ্ঠানে একজন প্রশ্ন করেন, কেউ আহমদী হলে (অর্থাৎ বয়'আত করলে) তবে পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা হয় কিনা ? হুযূর (আইঃ) উত্তরে বলেন, একবারতো পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা হয়। কিন্তু, তারপর আমলের উপর নির্ভর করে আবার পাপ জমা হতে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেলাধুলা

১লা মার্চ সম্প্রচারিত (২৩শে ফেব্রুয়ারী ধারণকৃত) আতফালের (শিশুদের) সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে একজন জানতে চেয়েছেন মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খেলাধুলা করতেন কিনা বা করেছেন কিনা ? হুযূর (আইঃ) বলেন যে, সাধারণভাবে যেমন অন্যান্য ছেলেরা দল বেঁধে খেলাধুলা করে এমন খেলাধুলায় তিনি তেমন অংশ নেননি। তবে ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত তিনি অনেকটা পথ হাঁটতেন (স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যেই)। সেই সাথে তিনি বিভিন্ন রকমের ব্যায়ামও করতেন। এমনকি বালক অবস্থায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-কে তিনি ব্যায়ামের সঠিক কৌশলও শিখিয়েছেন। নিশেষ করে খুব সম্ভবতঃ ছোট ছোট ভার (Weights) দিয়ে ব্যায়াম করেছেন এবং এরূপ ব্যায়াম দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় সাধারণভাবে তিনি অংশ নেননি বললেই চলে। তবে একবার কাদিয়ানের বা আশে পাশের এক নামকরা শিখ দৌড়বিদ চ্যালেঞ্জ করেন যে তাকে কেউ পরাভূত করতে পারবেনা। মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ইসলামের জন্য যে আত্মাভিমান ছিল তা উদ্বেলিত হয়। তাঁর কাছে এটা অসহনীয় ছিল যে সকল মুসলমান এক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর কাছে হার মানে। তাই তিনি স্বয়ং এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং তাকে দৌড়ে পরাজিত করেন। এতে বুঝা যায় যে, যদিও তিনি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন না, অন্তর্নিহিত শক্তি ও স্বাস্থ্য তাঁর অবশ্যই ছিল।

হুযূর আকদস (আইঃ)-এর তাজা প্রশ্নোত্তর বা মুলাকাত অনুষ্ঠানের সময়সূচী ঃ

হুযূর আকদস (আইঃ) এর প্রশ্নোত্তর বা মুলাকাত অনুষ্ঠানের আগ্রহী দর্শকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এখন আল্লাহ্র ফযলে প্রতিদিন হুযূর (আইঃ) এর কোন একটি নতুন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এর সময়সূচী নিম্নরূপ ঃ

বার	সময়	অনুষ্ঠান	ভাষা
শুক্রবার	সন্ধ্যা ৭:৩০	মজলিসে ইরফান	উর্দূ
শনিবার	বিকাল ৬:০০	জার্মান মুলাকাত	উর্দূ / জার্মান
রবিবার	বিকাল ৬:০০	নবীনা লাজনার সাথে মুলাকাত	উর্দূ / জার্মান
সোমবার	বিকাল ৬:০০	ফরাসী মুলাকাত (Rencontre Avec Les Francophone)	ইংরেজী / ফরাসী
মঙ্গলবার	বিকাল ৬:০০	বাংলা মুলাকাত	ইংরেজী / বাংলা
বুধবার	বিকাল ৬:০০	আতফালের সাথে প্রশ্নোত্তর	উর্দূ
বৃহস্পতিবার	বিকাল ৬:০০	লেকামা'আল আরব	ইংরেজী / আরবী

বি. দ্র. অনুষ্ঠানগুলো পরের দিন সকাল ৭টা অথবা ১০টায় পুনঃপ্রচার করা হয়। তালিকায় প্রদত্ত সময় থেকে ৫/১০ মিনিট আগে পিছে হতে পারে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের সময় ১ ঘন্টা। বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানের জন্য প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা ঃ

লন্ডন ঃ **MTA Bangla Desk**
16 Gressenhall Road
London SW 18 5QL
U. K.
E-mail : feroz-alam@hotmail.com

ঢাকা ঃ এম.টি.এ. বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড
ঢাকা-১২১১

সংকলনে ঃ আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(৮ম কিস্তি)

এখন এই মৌখিক কথাকে বুঝে নেবার পরে মানবীয় আচার-আচরণের ওপরে চিন্তা করো। সমস্ত আচার-আচরণের উৎপত্তিস্থল এই সাদা-সিদা বৈশিষ্ট্য যা কিনা মূল-বস্তুতে নিহিত বলে পরিদৃষ্ট হয়। ইহা বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর এ কারণে আমরা কোন পর্যায়কে মন্দ বলতে পারি না। কেননা, উহা প্রাকৃতিক চাহিদা। আমরা উহাকে তখনই খারাপ বলে অভিহিত করতে পারি, যখন উহা অসময়ে অপব্যহৃত হয় যেমন, হীনমন্যতা। সবাই ইহাকে মন্দ বলে। কিন্তু এর কি এই উদ্দেশ্য নয় যে, একটি কথা থেকে মানুষ পশ্চাদমুখী হয়। অথচ কেবল পেছনে সড়ে যাওয়াকে খারাপ বলা যেতে পারে না। উহা এড়িয়ে চলার প্রাকৃতিক আবেগের প্রকাশ মাত্র। আমরা উহাকে তখনই খারাপ আখ্যা দিব যখনই উহা কর্ম-বুদ্ধি ও সময়ের চাহিদার পরিপন্থী করা হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা সংসারের প্রতি উদাসীন সন্ন্যাসীদের প্রতি লক্ষ্য করি তখন উহাও আসলে পেছনে সড়ে যাওয়ার কর্ম। কিন্তু সকলে উহাকে ভাল বলে আখ্যায়িত করে থাকে। যদিও উভয়ের কর্মের আকৃতি একই তবুও সত্য কথা ইহাই যে, এ কর্মও নিজ সত্তায় ভালও নয় মন্দও নয়। বরং যখন বুদ্ধি ও চাহিদানুযায়ী এ কর্ম সংঘটিত হয় তখন ইহা উত্তম নচেৎ মন্দ, এর নাম সংসারের প্রতি উদাসীনতা রাখো বা অন্য কিছু। এভাবে ধৈর্যের কথা বলা যায়। এর মাঝেও এড়িয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। আর আমরা ইহাকে তখনই উত্তম বলবো যখন ইহা বুদ্ধি ও সময়ের চাহিদানুযায়ী করা হয়, নচেৎ বলবো না।

এখন আমি একটি বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে বলছি আর উহা হলো প্রেমিকের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ ঐ ভালবাসার যা কিনা স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রতি করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন শীষ্য নিজের পীরের সাথে বা ছাত্র তার শিক্ষকের সাথে যেমন ভালবাসা পোষণ করে থাকে। সে তার সৌন্দয দেখে স্বীয় অভ্যন্তরে আকর্ষণ শক্তি বহন করার ফলে তার দিকে ঝুঁকে যায়। যখন এই ভালবাসা বুদ্ধি ও সময়ের চাহিদা মোতাবেক হয়ে থাকে তখন উহা উত্তম স্বভাব বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর যখন ইহা হয় না তখন লাম্পট্য ও হীনমন্যতা। কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে বাস্তবতা একই নিহিত থাকে। আর অন্যের আকর্ষণকে গ্রহণ করে নেবার ঐ বৈশিষ্ট্যই যা প্রকৃতিতে নিহিত ছিলো, একে অন্যের আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিরোধ শক্তি থেকে উদ্ভূত আচার-আচরণের দৃষ্টান্তে সাহসিকতাকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। সাহসিকতা কী জিনিষ ? প্রতিরোধের ঐ বৈশিষ্ট্যই যা কিনা প্রকৃতিতে নিহিত ছিলো, এই আকারে বিকশিত হয়। আবার যখন যথাযোগ্য সুযোগের ব্যবহার করা হয় তখন উহাকে উত্তম গুণ আখ্যায়িত করা হয় নচেৎ অপগুণ। গালি দেবার অভ্যাসও এ রকম বৈশিষ্ট্যের একটি শাখা। এর উদ্দেশ্যেও অন্যের অভিযোগ বা আক্রমণ বা নির্যাতনকে নিজের চেষ্টায় অপসারণ করতে হয়।

আকর্ষণী শক্তির একটি বিকাশ রয়েছে। আকর্ষণী শক্তি অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ প্রকৃতি যখন মানবীয় লালসারূপ কর্মকান্ডে প্রকাশ পায় তখন কখনও কখনও লালসার আকারে ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানকে আকর্ষণ করতে ব্যাপৃত হয়। আর যখন অবৈধভাবে প্রকাশিত হয় তখন উহাকে খারাপ নচেৎ ভাল বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমন আচরণের মাধ্যমে প্রফুল্লতা অর্থাৎ সদাচরণের সাক্ষাৎ লাভ হয় এবং প্রশংসা ও প্রেমাস্পদের ভালবাসা এবং ধর্ম নিষ্ঠা ও সত্যের প্রচারের জন্যে বিতন্ডা করার গুণও এরূপ আবেগের অধীন।

বিলীন হওয়ার প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট আচার-আচরণের দৃষ্টান্তে বীরত্বকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। বীরত্ব ঐ আবেগকে বলা হয়, মানুষ নিজের বিলীনতাকে সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং বলে যে, আমি আমার জীবনের মোটেই পরোয়া করবো না। এ আবেগও কখনও বুদ্ধির অধীন হয়ে থাকে। ঐ সময়ে এই আবেগ খুবই উন্নত পর্যায়ে থাকে যেভাবে নেয়ামতুল্লাহ্ খান করেছেন যে, প্রাণ উৎসর্গ করার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন; কিন্তু ঈমানের হেফাযত করেছেন। যখন বুদ্ধির সাথে সঠিক পন্থায় এর ব্যবহার করা হয় তখন ইহাকে বলা হয় কুরবানী বা উৎসর্গ। কিন্তু যখন বুদ্ধির মাধ্যমে হয় না- যেভাবে আগুন জ্বলছে আর কেউ তাতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে নিজে ভস্মিভূত করে তখন ইহাও বীরত্ব কিন্তু বুদ্ধির সাথে করা হয়নি বিধায় ইহা মন্দাচরণ।

এ আবেগের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো ইহসান বা অনুগ্রহ। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অন্যের খাতিরে নিজের অধিকারকে প্রত্যাহার করে এবং এক সীমা পর্যন্ত নিজের বিনাশ হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করে। যেহেতু সে এসব জিনিষকে যা কিনা তার কর্মক্ষম করার জন্যে ছিলো, অন্যকে দিয়ে দেয়।

মরণশীল হওয়ার বৈশিষ্ট্য থেকে সৃষ্টি আচার-আচরণের দৃষ্টান্তের মধ্যে হত্যা, বিলোপ সাধন, ও হিংসাকে উপস্থাপন করা যেতে পারে যে, এসব আচার-আচরণ-এর গভীরে বিলীন হওয়ার দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত শক্তির প্রাবল্য প্রতীয়মান হয়। স্থায়ীত্বের প্রকৃতির গভীরে সৃষ্ট আচার-আচরনের দৃষ্টান্তের মধ্যে বদান্যতা, আশা, অনুগ্রহ এবং এ ধরনের আরও আচার-আচরণকে উপস্থাপন করা যেতে পারে (অনুগ্রহকে আগে বিলীনতার অধীন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, কতক আচার-আচরণ মিশ্রিত হয়ে থাকে এবং দু'টি প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আবেগাদির প্রকাশ করে থাকে)।

অহংকার অর্থ অন্যদেরকে পেছনে ফেলে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার বাসনা। সাহসিকতা, নিজ মতামতকে প্রাধান্য দেয়া- বিকাশের প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা, উহাদের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার বাসনা সুপ্ত রয়েছে।

গোপনীয়তা ভঙ্গ করা, লোক দেখানো, লজ্জাহীনতা, সত্যবাদিতা-এমন আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো প্রকাশিত হওয়ার প্রবণতা বহন করে থাকে। ভরসা, অমনোযোগিতা ও লজ্জার আচার-আচরণ লুপ্ত শক্তি অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মূল-বস্তু থেকে উন্নতি করে সৃষ্টি হয়েছে।

উপহাস, আনন্দ, মিথ্যে সাক্ষ্য, বিশ্বস্ততা, মিথ্যা, গোপনীয়তার স্বভাবের প্রবণতা থেকে উদ্ভুত বলে মনে হয়। কতক আচার-আচরণ মিশ্রিত হয়ে থাকে। যেমন, হিংসা। আকর্ষণ ও বিলীনতার সাথে মিশ্রিত আর এড়িয়ে যাওয়া ও বিলীনতার সাথে মিশ্রিত।

কতক আচার-আচরণ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্বভাবের অধীনে সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেভাবে সাহস করা ও ঝগড়া করা কখনও বিরক্তি বোধ থেকে সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে উহার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অন্যের দাবীকে ব্যর্থ করে দেয়া। কখনও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সাহস ও ঝগড়ার প্রকাশ ঘটে থাকে। তখন শোষণের স্বভাবের অভিব্যক্তি ঘটে।

মোটকথা মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা জানা যায় যে, উহা আসলে স্বভাবজ

বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি উন্নত আকৃতি এবং কেবল বিবর্তনের অবস্থায় অনুভূতির আকার ধারণ করে গেছে। আর কতক আকারে মিশ্রিত হয়ে গেছে। এ নীতির অধীনে যা কিনা আমি ওপরে বর্ণনা করেছি সেগুলো দ্বারা না কেবল চরিত্রের মূল ও তাৎপর্যই জানা যায় বরং এথেকে অধিক এই লাভও হয় যে, সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে যায় যে, চরিত্রের ভাল ও মন্দ এর মধ্যে নিহিত নয় বরং ওগুলোর প্রয়োগের ধরন ও পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক রাখে। কেননা, স্বভাব নিজ সত্তায় ভালও নয় মন্দও নয়। কিন্তু গবেষণা দ্বারা এথেকেও বেশী সাব্যস্ত হয় যে, বিশ্বকে সৃষ্টি করার জন্যে একটি সত্তা অবশ্যই রয়েছেন। কেননা, চরিত্রের এমন গভীর শিকড় আপনা-আপনি সৃষ্টি হতে পারতো না। ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, প্রাথমিক কাল থেকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, মানুষের অন্তরে উত্তম চরিত্রের একটি গভীর শিকড় প্রতিষ্ঠা করা হয় যাথেকে সে মুক্ত হতেই পারে না। কোন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন সত্তা ব্যতিরেকে এ ক্রিয়া প্রকাশ হতে পারে না। তিনিই মানবের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে উহার উপদানের মধ্যে উত্তম চরিত্র মিশ্রিত করেছেন। যেন সে সর্বাবস্থায় ও বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে চরিত্রের প্রভাবকে গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে এবং উহার দিকে তার স্বাভাবিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয় (চলবে)।

অনুবাদ – মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগরের ১৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২১ ও ২২শে এপ্রিল, ২০০০ইং রোজ শুক্র ও শনিবার দুই্দিনব্যাপী আহমদনগর জামাতের ১৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকায় জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ। প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও জনাব মীর মোবাশ্বের আলী, চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় জলসা কমিটি বিশেষ অতিথি ছিলেন।

কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী। নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। স্বাগত ভাষণ দেন চেয়ারম্যান জলসা কমিটি ও স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ।

উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর। এরপর নযম পাঠ করেন জনাব গোলাম আহমদ প্রধান জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদনগর জামাত।

এরপর বক্তৃতার পর্ব শুরু হয়। প্রথম বক্তা ছিলেন জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল **মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র জীবনী**। **আখেরী যুগের আলামত ও ইমাম মাহদী (আঃ)** এর উপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা বশিরুর রহমান, সদর মুরব্বী। **"বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতঃ** – বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মীর মোবাশ্বের আলী।

সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে ৭.০০টা পর্যন্ত এম, টি, এ-তে হুযূর (আইঃ) বেনাসরিহিল আজিজের খোৎবা শুনা হয়। ৭.৩০টা থেকে তবলীগী সেসন ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শুরু হয়। জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ অনুষ্ঠানের শুরুতে আহমদীয়তের পরিচিতি বা পটভূমির উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার পর উপস্থিত জেরে তবলীগ মেহমানদের নিকট লিখিত প্রশ্ন আহবান করা হলে অনেক জেরে তবলীগ মেহমান প্রশ্ন করেন। মাওলানা বশীরুর রহমান, সদর মুরব্বী এবং হাফেজ সেকেন্দার আলী হাদীস এবং কুরআনের আলোকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। রাত ৮.৩০ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান চলে। এরপর বয়াত অনুষ্ঠান হয়। বয়াত পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী। মোট ০৯ জন সদস্য বয়াত গ্রহণ করেন। ঢাকা, নাটোর, নিউসোনাতলা, রংপুর, মাহিগঞ্জ, সৈয়দপুর, বকশিগঞ্জ, দিনাজপুর, ভাতগাও, হেলেঞ্চাকুরি প্রভৃতি জামাত থেকে অনেক আহমদী সদস্যসহ জেরে তবলীগ মেহমান উক্ত জলসায় যোগদান করেন। প্রথম অধিবেশনে আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল সহ প্রায় ৮০০ জন যোগদান করেন। পার্শ্ববর্তী অনেক গয়ের আহমদী সদস্যও জলসায় আসেন।

মহিলাদের জন্যও জলসা শুনার ব্যবস্থা করা হয়। মোট ১৮০ জন মহিলা প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর

২২শে এপ্রিল, ২০০০ রোজ শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব। প্রধান অতিথি ছিলেন, মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব।

কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ইসরাইল দেওয়ান, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। নযম পাঠ করেন জনাব তাহের আহমদ সাহেব।

ঈসার মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন-বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব হাফেজ মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ।

মালী কুরবানী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। এরপর দলীয় নযম পরিবেশন করেন জনাব শের আলী ও তার সঙ্গীরা।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা বশীরুর রহমান, সদর মুরব্বী। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

সমাপ্তি ভাষণ দেন প্রধান অতিথি মোহতারম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। শুকরানা জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান জলসা কমিটি ও স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ সাহেব। সভাপতির ভাষণ দেন জনাব মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব। সমাপ্তির পূর্বে বয়াত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২। এতে বয়াত গ্রহণ করেন ০৩ জন।

সমাপ্তি অধিবেশনে মহিলাসহ প্রায় এক হাজার সদস্য যোগদান করেন। লাজনাদেরকেও ভি.ডি.ও.র মাধ্যমে জলসা শুনার ব্যবস্থা করা হয়।

পরিশেষে দোয়া পরিচালনা করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর।

দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের দু'টি অধিবেশন পরিচালনা করেন জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, এডিশনাল সেক্রেটারী মাল, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর। জলসার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনাব গোলাম আহমদ প্রধান জেনারেল সেক্রেটারী আহমদনগর জামাত।

উক্ত জলসায় আকীকা বাবদ তিনটি গরু জবাই করা হয় এবং এক ভাই ২ মন চাউল অনুদান দেন।

১৮তম সালানা জলসায় মোট বয়াত গ্রহণ করেন ১২ জন। আল্লাহতাআলার অশেষ রহমতে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে জলসা সম্পন্ন হয়। ২২শে এপ্রিল শনিবার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর এবং কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা বৃন্দ শালসিরি দারুল হাসেম মসজিদে মহিলাদের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিকাল ৪ ঘটিকায়। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সহ কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে নসিয়তমূলক বক্তব্য রাখেন। দুইশত জন লাজনা, নাসেরাত এবং ৫০ জন খোদ্দাম ও আনসার উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য উক্ত জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফর সঙ্গী হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ঃ ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্, আনসারুল্লাহ্র নায়েব কায়েদ তালীম জনাব মাহবুব হোসেন, জনাব মোহাম্মদ ইব্রায়েতুল হাসান ও এম.টি.এ কর্মী মাসুম ও পুষ্প।-

- আহমদী বার্তা

আনসারুল্লাহ্র কর্মশালা ঃ *(২৭ পৃষ্ঠার পর)*

তবলীগ ঃ

ক. ১৯৯৯ সনের ন্যায় এ বছরও আগামী ২৭শে মে / ২০০০ খেলাফত দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ৬.০০টা হতে ৯.০০টার মধ্যে যে কোন ১৫ মিনিটে স্থানীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সকল সদস্যকে জামাতের তত্ত্বাবধানে তবলীগী বিজ্ঞাপণ ব্যাপক প্রচার করবেন। এই কর্মসূচীতে খোদ্দামুল আহমদীয়াকেও সম্পৃক্ত রাখার জন্য ন্যাশনাল আমীর সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন।

খ. স্থানীয় মজলিসের 'মুন্তাজেম তবলীগ' মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সকল সদস্য যাতে তবলীগ করেন সেজন্যে উৎসাহিত করবেন এবং তারা যাতে এ ব্যাপারে ডায়েরী বা অন্য কোনভাবে রেকর্ড রাখেন। মুন্তাজেম তবলীগ আনসারুল্লাহ্র সদস্যদের রিপোর্ট একত্রিত করে কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন। এছাড়া সদস্যদের মধ্যে তবলীগী মসলা-মাসায়েল, বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি সমূহের খন্ডন ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করবেন। এবং বছরে অন্ততঃ একবার আনসারুল্লাহ্র সদস্যদের মধ্যে তবলীগ সংক্রান্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেয়ারও ব্যবস্থা করবেন।

প্রকাশনা ঃ

ক. আনসারুল্লাহ্র ত্রৈমাসিক বুলেটিনের গ্রাহক বাড়ানোর জন্য রিজিওনাল / জেলা নায়েম ও যয়ীমে আলা / যয়ীমগণ প্রচেষ্টা চালাবেন এবং প্রত্যেক স্থানীয় মজলিসের নামে মজলিসের তহবিল থেকে এক কপি বুলেটিন সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

খ. 'তাজকীরাতুস শাহাদাতাইন পুস্তকটির আরবী অংশ অনুবাদসহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে। এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইসআর ঃ

প্রত্যেক স্থানীয় মজলিস দলগতভাবে মাসে অন্ততঃ একবার নিকটস্থ হাসপাতালে, ক্লিনিক বা বাড়ীতে রোগী দেখার কর্মসূচী পালন করবেন। এ কর্মসূচীতে রোগীদের শুধু সেবা ও দোয়া করার ব্যবস্থা থাকবে। আহমদী-অআহমদী সব ধরনের রোগীদের দেখতে যাবেন।

জাহানত ও সেহেত জিসমানী ঃ (শরীর চর্চা)

মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক প্রণীত শরীর চর্চা বিষয়ক ব্যবস্থাদী নিয়মিত চালু করার জন্য সময়ে সময়ে কেন্দ্র থেকে তাগিদপত্র প্রেরণ অব্যাহত থাকবে। আনসারুল্লাহ্র সদস্যদের মেধা বিকাশের জন্য পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ মুখস্ত করতে প্রচেষ্টারত হতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে স্মরণ শক্তি ও মেধা বিকশিত হবে। প্রত্যেহ পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

৮। বার্ষিক কর্মসূচী ঃ

এ বছর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রনীত বার্ষিক কর্মসূচী ক্যালেন্ডার / ২০০০ সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সকল রিজিওনাল / জেলা নায়েম / যয়ীমে আলা / যয়ীমদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

পত্র-যোগাযোগ

হুযূর (আইঃ)-এর সাথে আনসার ভাইগণ পত্র-যোগাযোগ বৃদ্ধি করবেন। এ ব্যাপারে সকলকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করবেন।

অর্থ বিষয়ক ঃ

১। বাজেট

২০০০ সালের বাজেট ১৪-০৪-২০০০ তারিখের মধ্যে যারা কেন্দ্রে প্রেরণ করেননি তারা অবশ্যই আগামী ১৫ই মে / ২০০০ তারিখের মধ্যে বাজেট প্রেরণ করবেন।

প্রকৃত বাজেটের ব্যাপারে স্থানীয় জয়ীম / জয়ীমে আলা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট / আমীর সাহেবানের সহযোগিতায় প্রকৃত বাজেট প্রনয়ন করার জন্য আনসারগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং কোন মজলিসের কোন আনসার যেন বাজেট বহির্ভূত না থাকেন। যদি কেউ চাঁদা আদায়ে অপারগ থাকেন তথাপিও তাকে বাজেটভুক্ত করবেন। এদিকে স্থানীয় জয়ীম অবশ্যই খেয়াল রাখবেন।

২। আদায়কৃত চাঁদা কেন্দ্রে প্রেরণ প্রসঙ্গে ঃ

প্রত্যেক মাসের আদায়কৃত চাঁদা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। বড় বড় মজলিস রয়েছে তারা ব্যাংক একাউন্ট খুলে আদায়কৃত চাঁদা একাউন্টে জমা করবেন। পরবর্তীতে ড্রাফট বা চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন।

৩। চাঁদা আদায় ঃ

স্থানীয় মজলিসের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত চাঁদা আদায় করবেন এবং সাধারণ সদস্যগণের চাঁদা আদায়ে জোড় তাগিদ দিবেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের ৯টি রিজিওনের মজলিসগুলোর বকেয়ার পরিমাণ ৩১ ডিসেম্বর / ৯৯ পর্যন্ত দাড়িয়েছে টাঃ ৩,৬২,৯০৫/= তন্মধ্যে ১৯৯৯ সনের টাঃ ১,০৬,০৭৬/=। এই বকেয়া চাঁদা আদায়ের জন্য স্থানীয় জয়ীম / জেলা নায়েম / রিজিওনাল নায়েমগণ জোর প্রচেষ্টা চালাবেন।

কমপক্ষে মাসে দুই জুমায় চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

৪। নতুন বয়াত্কারী / নও মোবাইনগণকে অবশ্যই বাজেটভুক্ত করার জন্য স্থানীয় জয়ীম / জয়ীমে আলা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫। কেন্দ্রের যে কোন আমেলার সদস্য বৎসরে একবার মজলিসগুলো অডিট সম্পন্ন করবেন।

প্রত্যেক মজলিস যখন বাজেট পাঠাবেন সাথে সাথে বাজেটকৃত চাঁদার বিপরীতে তাদের প্রাপ্ত ৩০% এবং একটি খরচের বাজেটও প্রেরণ করবেন এর ভিত্তিতে কেন্দ্র বিশেষ প্রয়োজনে আগাম দিবার ব্যবস্থা করবেন।

- কায়েদ উমুমী

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর ৪র্থ বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৪ ও ১৫ এপ্রিল, ২০০০ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বার্ষিক কর্মশালায় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য কর্মশালায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গৃহীত হয়। সকল মজলিস ইহা বাস্তবায়নে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিবে এবং জেলা নায়েম ও রিজিওনাল নায়েম এ বিষয়ে তদারকী করে কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাবেন।

তাজনীদ ঃ

যে সকল মজলিস হতে এখনো তাজনীদ রিপোর্ট কেন্দ্রে আসেনি, রিজিওনাল / জেলা নায়েম ও স্থানীয় জয়ীমে আলা / জয়ীমগণ আগামী জুন মাসে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ জামাতের ন্যাশনাল মজলিসে শূরার প্রাক্কালে সেসব মজলিসগুলি থেকে তাজনীদ রিপোর্ট নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন এবং যেসব মজলিস থেকে অসম্পূর্ণ তাজনীদ রিপোট এসেছে তা সঠিক করে নিয়ে আসবেন।

প্রত্যেক স্থানীয় মজলিস স্থায়ী তাজনীদ রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন। কেন্দ্র থেকে তাজনীদ রেজিষ্টার ছাপিয়ে স্থানীয় মজলিসে সরবরাহ করা হবে। প্রতি বছর রেজিষ্টার লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে। রিজিওনাল / জেলা নায়েম / কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মজলিস পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার বই দেখবেন এবং মন্তব্য লিখে প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

তরবীয়ত ঃ

নামায ঃ

ক. নামাযে গাফেল আনসার ভাইদের সঙ্গে স্থানীয় যয়ীম অথবা জয়ীম কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নামাযে নিয়মিত করনে উদ্বুদ্ধ করতঃ মসজিদ মুখী ও নামাযী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

খ. কমপক্ষে মাসে একবার জুমআর নামাযের পর নামাযের গুরুত্বের উপর নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. নামায কায়েমের জন্য মজলিসে আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত "নামাযের গুরুত্বঃ পুস্তকটি প্রত্যেক আনসারের মাঝে নির্ধারিত বিনিময় মূল্যে বিতরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. প্রত্যেক আনসার যাতে দাড়ী রাখে সেজন্যে সংশ্লিষ্ট আনসারকে উৎসাহিত করতে হবে।

ঙ. ধুমপান বা অন্য কোন বদাভ্যাস থাকলে তা দূরীভূত করার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

চ. মনোমালিন্য বা পরস্পর ভুল বুঝাবুঝি থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ. জামাতের বাইরে বিয়ে-শাদী যেন না হয় সেই বিষয়ে পূর্ব থেকে সাবধান থাকা এবং রিপোর্ট করা যাতে কোন দুঃখজনক ঘটনা না ঘটে। এবং এ কাজ নিরুৎসাহীত করবেন।

জ. টিভি দেখা ঃ লক্ষ্য করা গেছে যে, বর্তমানে সমগ্র দেশের আহমদী, গয়ের-আহমদী পরিবারের সদস্যগণ অধিক রাত জেগে টেলিভিশনে নাটক, সিনেমা, কৌতুক ইত্যাদি অনুষ্ঠান দেখে থাকেন। যেহেতু অধিক রাত জেগে টিভি দেখা হয় ফলে সভাবতই সকালে ঘুম থেকে জাগরণে বিলম্ব ঘটে ও সময়মত ফজরের নামায আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে স্কুল / কলেজগামী সদস্যদের লেখা-পড়া বিঘ্নিত হচ্ছে নিঃসন্দেহে। তাই এই বিষয়ে সকলকে সাবধান হতে হবে। প্রতিকার স্বরূপ এম.টি.এ-দেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

ওয়াকফে আরজি ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ)-এর তাহরিক ওয়াকফে আরজি কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তাই এই কর্মসূচীতে প্রত্যেক মজলিস হতে অন্ততঃ ২/৩ জন এ বছর ওয়াকফে আরজীতে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা নিবেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্র থেকে ফরম প্রেরণ করা হবে। মজলিসের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট সাহেবকে আবেদন জানাতে হবে। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে ওয়াকেফীনে আরজীকে কোন জামাতে এবং কখন যেতে হবে তা যথারীতি জানানো হবে। সেই মোতাবেক তিনি কার্যক্রম শুরু করবেন।

তালীমি প্রোগ্রাম ঃ

কুরআন শিক্ষা ঃ

ক. স্থানীয় জয়ীম / জয়ীমে আলা সাহেবান স্থানীয় মজলিসে কুরআন নাজেরা জানেনা এমন আনসারের পরিসংখ্যান তৈরী করবেন। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হালকা / মসজিদ / মক্তব ভিত্তিক সাপ্তাহিক নিয়মিত কুরআন ক্লাশের ব্যবস্থা করবে।

খ. পর্যাক্রমে অর্থসহ কুরআন শিখার ব্যবস্থা করবেন।

গ. বর্ণিত কাজগুলি অতি হেকমতের সাথে সম্পন্ন করতে হবে এবং স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত যোগ্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করবেন।

ঘ. কেন্দ্রীয় তালীমি কর্মসূচী যথাসময়ে সফল বাস্তবায়নের জন্য সকল স্থানীয় কর্মকর্তাগণ আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা জোরদার করবেন। এ জন্য স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও যেখানে সম্ভব সদর মুরব্বী / মোয়াল্লেম সাহেবানের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

ঙ. কেন্দ্রীয় তালীমি প্রোগ্রামের একটি ফটোকপি স্থানীয়ভাবে প্রত্যেক আনসারকে অবশ্যই অনতিবিলম্বে সরবরাহ করবেন।

চ. তালীমি প্রোগ্রামে বর্ণিত মাসিক পুস্তক নিয়মিত পঠিত হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে যথাযথ নিগড়ানী পূর্বক পৃথকভাবে নিয়মিত কায়েদে তালীমের দপ্তরে রিপোর্ট করবেন।

বার্ষিক তালীমি পরীক্ষা ঃ

১। কেন্দ্রীয় তালীমি পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত উদ্বুদ্ধ করবেন।

২। নিরক্ষর আনসার ভাইদের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

৩। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন।

উপরোল্লেখিত কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য সদর মুরব্বী / মোয়াল্লেম / দেহাতী মোয়াল্লেম / অন্য যে কোন শিক্ষক / ব্যক্তির এই কার্যে সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

(২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

2000

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own. **with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.**

Office :	**Phone :**
79, Hoseni Dalan Road	Off : 239013
Dhaka-1211	Res : 804944
Factory	**Mobile 017527771**
36/D, Kakrail (1st Floor),	Fax : 880-2-805350
Dhaka-1000	

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

তবলীগ সেশন ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান

চিত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত আহমদনগরের ১৮তম সালানা জলসা-২০০০ইং

New Vol. No. 62 ❑ 20th Issue

April 30, 2000 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

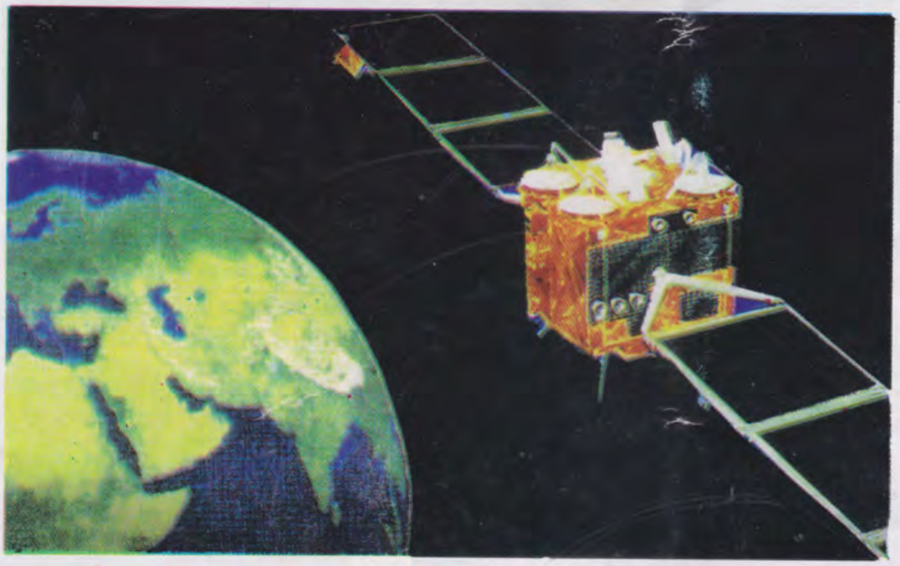

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

এমটিএ অহোরাত্র

দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক বুধবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272